চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 54 Tuesday, 23 January, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৫৪ সংখ্যা ✱ ৮ মাঘ, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ২৩ জানুয়ারি, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গবাসীর উদ্দেশে বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ...বিস্তারিত পাতা ৩

রবিবার বীরভূমের সাঁইথিয়ায় একটি ব্লক ভিত্তিক কর্মী সম্মেলন করেন তৃণমূল সাংসদ। সেখানে কার্যত রনংদেহী ভূমিকায় দেখা যায় সাংসদ শতাব্দী রায়কে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

অসমের নাগাঁওতে একটি মন্দিরে যাওয়ার কথা ছিল রাহুল গান্ধির। কিন্তু ওই মন্দিরে তাঁকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। এরপরই তিনি অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বিরাট কোহলি ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুটি টেস্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। ২৫ জানুয়ারি থেকে টেস্ট শুরু হবে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন প্রধানমন্ত্রী

‘রাম শুধু বর্তমান নয়, অনন্তকাল’

অযোধ্যা, ২২ জানুয়ারিঃ ২২ জানুয়ারির সূর্য নতুন কিরণ নিয়ে এসেছে। সোমবার রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর দেশবাসীর উদ্দেশে বক্তৃতায় এমনই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, ‘‘আজ দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষ হল। হাজার বছর পরেও লোকে আজকের এই মুহূর্তের চর্চা করবে। এটা সামান্য সময় নয়, এক অলৌকিক মুহূর্তের সাক্ষী হল দেশ। নতুন ইতিহাসের সূচনা করল দেশ।’’ এদিন রাম মন্দিরের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দেশে নতুন কালচক্র শুরু হল বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর কথায়, ‘‘অতীত থেকে ভাল সময়ের দিকে যাচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ। সঠিক দিশায় যাচ্ছে কালচক্র।’’ এপ্রসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের ১৪ বছরের বনবাসের উদাহরণ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ‘‘শ্রীরাম ১৪ বছরের জন্য বনবাসে গিয়েছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে সেই বিচ্ছেদ অসহনীয় ছিল। আর এই যুগে অযোধ্যা ও দেশবাসী শত শত বছর ধরে বিচ্ছেদ সহ্য করেছে। সংবিধান আসার পরেও রামের অস্তিত্ব নিয়ে আইনি লড়াই চলেছে।’’ অবশেষে বিচার ব্যবস্থার ‘সুবিচারের’ জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এদিন বক্তৃতা দিতে গিয়ে

আবেগে গলা বুজে আসে প্রধানমন্ত্রীর। আবেগপ্রবণ মোদি রাম মন্দির নিয়ে দীর্ঘ লড়াইয়ের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ‘‘দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের কারণে যে কষ্ট এসেছিল আজ তার অবসান হল। আবার যেভাবে কালচক্র বদলেছে, এবার শুভ দিশা আসছে। রামের মন্দিরও বিধি মেনে তৈরি হয়েছে।’’ শ্রীরাম থেকে শুরু করে জানকী, রামভক্ত হনুমান, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন-সহ সমগ্র অযোধ্যাবাসীকে প্রণাম জানান প্রধানমন্ত্রী মোদি। এদিন অযোধ্যা-সহ দেশজুড়ে অকাল দীপাবলি পালিত হবে। সেকথার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ‘‘আজ এই উৎসব পরম্পরার উৎসব। আজ অযোধ্যায় কেবল রামের প্রতিষ্ঠা নয়, ভারতের সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস, সর্বোচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠা হল। এই রাম মন্দির কেবল দেবমন্দির নয়, ভারতের দর্শন, সংস্কৃতি, দিক-দর্শনের মন্দির, রাষ্ট্রচেতনার মন্দির।’’ রাম ভারতের আস্থা, আধার, বিচার, বিধান, চিন্তা, চেতনা ও বিশ্বাত্মা বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। গত ১১ দিন ধরে তিনি দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বিভিন্ন ভাষায় রামায়ণ শুনেছেন বলেও জানান মোদি। রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে একসময়ে যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন, নাম না করে সেই বিরোধীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ‘‘অনেকে বলেছিল, রাম মন্দির তৈরি হলে আগুন লেগে যাবে। তারা ভারতের পবিত্রতা বুঝতে পারেনি। রাম মন্দির ভারতীয় সমাজের শান্তি, ধৈর্য, সম্ভাবনা ও সমন্বয়ের প্রতীক। এই মন্দির আগুন নয়, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক।’’ রাম সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘রাম আগুন নয়, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক। রাম বিবাদ নয়, সমাধান। রাম শুধু আমাদের নয়, সবার। রাম শুধু বর্তমান নয়, অনন্তকাল।’’ আজ সাগর থেকে সরযূ শুধুই রামনাম হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। এদিন রামভক্ত থেকে অযোধ্যাবাসীর কাছে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন, ‘‘রামের মন্দির তো হয়ে গেল, দীর্ঘ প্রতীক্ষার তো অবাসন হল। এবার কী হবে?’’ এই প্রশ্নের জবাব নিজেই দিয়ে নমো জানান, সময়ের চক্র বদলাচ্ছে। আজ থেকে হাজার বছর পরের প্রজন্ম আমাদের জাতি গঠনের প্রচেষ্টাকে স্মরণ করবে। এপ্রসঙ্গে পবনপুত্র হনুমানের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও জটায়ুর কর্তব্যপরায়ণতার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ‘‘এটাই সময়। নিজের অন্তরাত্মা, চেতনাকে বিস্তার করতে হবে। গোটা দেশে রামরাষ্ট্র হতে হবে। হনুমানজির ভক্তি, শ্রদ্ধা, সেবা, সমর্পণ- এটা দেশের বাইরে খুঁজতে হবে না। নিষ্ঠা, কর্তব্য, পরম্পরার অর্ঘ্য রামকে দিতে হবে।’’ আজ ভারত যুবশক্তিতে ভরপুর। সেকথা উল্লেখ করে চাঁদ, সূর্য, মহাকাশ থেকে সাগরে ভারতের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। যুব সম্প্রদায়ের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘‘এই মন্দির শিক্ষা দেয় যে লক্ষ্য সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলে, লক্ষ্য যদি সম্মিলিত ও সংগঠিত শক্তির হয়, তাহলে সেই লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব নয়।’’ তবে এটা কেবল ‘বিজয় নয়, বিনয়ের সময়’ বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

এসএসসি-র এক কর্তার বিরুদ্ধেই এবার পদক্ষেপ করতে রাজ্যকে নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারিঃ স্কুল সার্ভিস কমিশনের পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ারম্যান শেখ সিরাজউদ্দিনকে অবিলম্বে বহিষ্কার করুন। রাজ্যকে নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে স্ত্রীকে বেনিয়মে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে এসএসসি-র এই কর্তার বিরুদ্ধে। সোমবার এই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে রাজ্যকে বিচারপতি বলেন, ‘‘অবিলম্বে শেখ সিরাজউদ্দিনকে হেফাজতে নিন। তাঁর বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ। অবিলম্বে পদক্ষেপ করুন।’’ পাশাপাশি এই মামলায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌমিত্র সরকারকেও আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেন বিচারপতি বসু। আগামী বুধবার সশরীরে হাজিরা দিতে হবে তাঁকে। মুর্শিদাবাদের গোথা হাইস্কুলের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে এই নির্দেশ দেন বিচারপতি। অভিযোগ ছিল, ২০১১ সালে পরীক্ষা দেন সিরাজের স্ত্রী জাসমিন খাতুন। ২০১৫ সালে সেই প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়। অভিযোগ, ২০১৯ সালে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে চাকরি বাগিয়েছেন জাসমিন। খোদ শিক্ষাকর্তা মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকেই নিজের স্ত্রীকে চাকরি দিয়েছেন। প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার চার বছর পর কীভাবে চাকরিতে নিয়োগ? সে বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে।

‘বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আস্থা ভোট’, হাইকোর্টেও ধাক্কা সুবল মান্নার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারিঃ হাইকোর্টে অস্বস্তি বাড়ল কাঁথি পুরসভার সদ্য অপসারিত চেয়ারম্যান সুবল মান্নার। তৃণমূলের সুবল মান্নার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনে তাঁর দলেরই ১৬ জন কাউন্সিলর। আজ সোমবার অনাস্থা প্রস্তাব পাশও হয়ে যায়। এদিকে এরইমধ্যে দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে যান সুবল মান্না। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে মামলার শুনানি হয়। বিচারপতি জানান, এই মুহূর্তে কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ নয়। বিচারপতি বসু জানান, যেহেতু ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আস্থা ভোট হয়ে গিয়েছে। ফলে এই মুহূর্তে কোনও নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। আগামী বুধবার আবারও এই মামলার শুনানি হবে। কিছুদিন আগে একটি স্কুলের অনুষ্ঠানে গিয়ে

কাঁথির সাংসদ শিশির চৌধুরীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন সুবল মান্না। শিশিরকে ‘গুরুদেব’ বলেও সম্বোধন করেন প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে। এই নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতর। সুবল মান্নার রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে দলের মধ্যেই। কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে তাঁকে সরাতে আনা হয় অনাস্থা। ১৬ জন তৃণমূল কাউন্সিলর মহকুমা শাসকের দরবারে এ নিয়ে চিঠি দেন। এদিকে এই অনাস্থার প্রস্তাব সামনে আসতেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুবল মান্না। গত ২ জানুয়ারি সুবলের বিরুদ্ধে অনাস্থা ব্যক্ত করে আস্থাভোট ডাকার জন্য আবেদন জানান ১৬ তৃণমূল কাউন্সিলর। সুবল মান্না সেই আবেদনে সাড়া না দেওয়ায় গত ১৮ জানুয়য়রি আস্থা ভোট নিয়ে সিদ্ধান্ত নেন ভাইস চেয়ারম্যান। আজ ২২ শে জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১১টায় আস্থা ভোট হয়।

কেষ্টর মামলাতেও ডেডলাইন বেঁধে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারিঃ এবার গরু পাচার কাণ্ডে ধৃত অনুব্রত মণ্ডলের মামলার ক্ষেত্রেও ডেডলাইন দিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। এক মাসের ডেডলাইন জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে নিম্ন আদালতে শুরু করতে হবে অনুব্রত মণ্ডলের মামলার ট্রায়াল, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। এরপর ২৭ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদলত। প্রসঙ্গত, গরু পাচার মামলায় দীর্ঘদিন ধরে জেলবন্দি বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। তারপর প্রথমে আসানসোল সংশোধনাগারে রাখা হয়েছিল তাঁকে। পরে রাজ্যের বাইরে, তিহাড় জেলে নিয়ে যাওয়া হয় কেষ্ট মণ্ডলকে। আপাতত তিহাড়েই বন্দি রয়েছেন অনুব্রত। কিন্তু গ্রেফতারির পর দীর্ঘদিন কেটে গেলেও, তাঁর মামলার ট্রায়াল শুরু হচ্ছিল না বলে অভিযোগ তুলছিলেন কেষ্টর আইনজীবী। ইতিমধ্যে একাধিক বার জামিনের আর্জিও জানিয়েছেন। কখনও শারীরিক কারণ দেখিয়ে, কখনও আবার তিনি ‘মাস্টারমাইন্ড’ নন, সেই তত্ত্ব তুলে ধরে। এমনকী বিএসএফ আধিকারিক জামিন পেয়েছেন, কিন্তু তিনি জামিন পাচ্ছেন না, সেই কথাও বলা হয়েছে আদালতে। তবে জামিন এখনও অধরা। এই নিয়ে আইনজীবী মারফত শীর্ষ আদালতেরও দ্বারস্থ হয়েছিলেন কেষ্ট। আজও শীর্ষ আদালতে অনুব্রত মণ্ডলের জামিনের আর্জির তীব্র বিরোধিতা করা হয় ইডির তরফে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে এদিন সুপ্রিম কোর্টে অনুব্রত সংক্রান্ত মামলায় হাজির ছিলেন আইনজীবী এস ভি রাজু। ইডির আইনজীবী এদিন আবারও কেষ্টর জামিনের বিরোধিতা করে সওয়াল করেন, ‘‘ইনিই মূল অভিযুক্ত। জামিন পেলে সাক্ষ্য প্রমাণ নষ্ট করবেন। কোনওভাবেই ওনাকে জামিন দেওয়া উচিত নয়।’’ এমন অবস্থায় এবার নিম্ন আদালতে কেষ্টর মামলার ট্রায়াল শুরু করার জন্য ডেডলাইন বেঁধে দিল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে নিম্ন আদালতে শুরু করতে হবে অনুব্রত মামলার ট্রায়াল। প্রসঙ্গত, অনুব্রতর মামলা বর্তমানে দিল্লির রাউস এভিনিউ কোর্টে চলছে। নিম্ন আদালতে ট্রায়াল শুরুর পর আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ফের সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি হবে।

রাজ্যপাল প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ রাজ্যের

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারিঃ উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকার ও রাজ্যপালের সংঘাত জারি রয়েছে এখনও। এই ইস্যুতে মামলা উঠেছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে ফের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব হল রাজ্য সরকার। উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্ন তুলেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি রাজ্যপাল। রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভির অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে আচার্য এবং মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হয়েছে। কিন্তু বৈঠকে আচার্য বা রাজ্যপাল যে প্রতিশ্রুতি তা পূরণ করা হয়নি। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, দুই পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হোক। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই হলফনামা দেওয়া হয়েছে। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে জটিলতা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্মেও অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠে আসে। এরপরই মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তর বেঞ্চ আগেই শুনানিতে বলেছিল, সব পক্ষকে একসঙ্গে বসে আলোচনা করতে হবে। রাজ্য, রাজ্যপাল ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-কে আলোচনায় বসতে বলা হয়েছিল।

সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে পথে সুপ্রিমো

আমাদের অনেক অসম্মান করা হয়, বললেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারিঃ একদিকে অযোধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে রাম মন্দিরের উদ্বোধন। অন্যদিকে কলকাতার রাজপথে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সংহতি যাত্রা’। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখার সময় ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক দলের নেত্রী হিসেবে তাঁর গলায় উঠে এল কিছু আক্ষেপের সুরও। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক সিপিএম ‘কন্ট্রোল’ করে, সে কথাও উঠে এল তাঁর গলায়। বললেন, ‘‘ইন্ডিয়া নাম আমরা দিয়েছি। কিন্তু আমাদের এটা বলতে খুব দুঃখ হচ্ছে, আমরা করেছি, তাদের কোনও পরামর্শ আমরা শুনব না। আমাদের অনেক অসম্মান করা হয়। কিন্তু তাও, আমরা বলেছিলাম, যে আঞ্চলিক দল যেখানে শক্তিশালী, সেই জায়গাটা তাঁদের উপর ছেড়ে দেওয়া হোক।’’ সঙ্গে কংগ্রেসের উদ্দেশেও নাম না করে বললেন, ‘‘৩০০ আসনে আপনারা (কংগ্রেস) এককভাবে লড়ুন, আমরা সাহায্য করে দেব। আমরা তোমাদের কোনও আসনে লড়ব না।’’ এরপরই তৃণমূল সুপ্রিমোর আরও সংযোজন, ‘‘ওরা বলছে, ওদের যা ইচ্ছে হবে, ওরা তাই করবে। একটা কথা মনে রাখবেন, বিজেপিকে সাহায্য করা যাবে না।

যখন বৈঠকে যাই, দেখি সিপিএম বৈঠককে কন্ট্রোল করে।’’ বাংলায় দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম জমানার অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল। বাম শাসনকালে বিরোধী নেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। মাঠে-ময়দানে-রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াইয়ের পর ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে। কিন্তু তৃণমূল সুপ্রিমোর দাবি, সেই সিপিএমই এখন ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ‘কট্রোল’ করে, তাও আবার যে ‘ইন্ডিয়া’ নামকরণ করেছেন মমতারাই। মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘যাদের সঙ্গে আমরা জীবনের ৩৪ বছর ধরে লড়াই বিজেপিকে কেউ সাহায্য করলে, আপনাদের কেউ ক্ষমা করবে না। আমি তো ক্ষমা করবই না। আমাদের কাছে লড়াইয়ের সাহস আছে, কিন্তু আমাদের লড়াই করতে দেওয়া হয় না।’’ লড়াইয়ের সাহসের কথা বোঝাতে গিয়েই আজ সংহতি যাত্রার প্রসঙ্গও উঠে আসল মমতার গলায়। বললেন, ‘‘আমাদের সাহস আছে। আজ তো আমরা মিছিল করলাম। সাহস দেখলাম। এতগুলো রাজনৈতিক দল আছে। কে কী সাহস দেখাল? আমরা তো মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরুদ্বার সব ধর্মীয় স্থানে গিয়েছি। আমরা চাই হিন্দু-মুসলিম-শিখ-খ্রিস্টান, সবাই একসঙ্গে ভাইয়ে-ভাইয়ে মিলেমিশে থাকুক।’’

ধর্মের চশমা খুলে দেখুন, দেশ সংকটে! অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারিঃ পুজোর আগে বাংলার বিরুদ্ধে বঞ্চনার প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লিতে ও কলকাতায় তাঁর নেতৃত্বে ধর্নায় বসেছিল তৃণমূল। সোমবার অযোধ্যায় রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিকে সামনে রেখে বিজেপি যখন উগ্র মেরুকরণের পথে যাত্রা শুরু করল, তখন অভিষেক বোঝাতে চাইলেন লোকসভার ভোট বিষয়ের ভিত্তিতে হোক। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের বিষয়ে হোক। ধর্ম দিয়ে তা আড়াল করার চেষ্টা বন্ধ হোক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা সংহতি মিছিলে এদিন পা মিলিয়েছেন অভিষেক। তার পর পার্ক সার্কাস ময়দানে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় অভিষেক বলেন, ‘‘একুশ সালে একটি রাজনৈতিক দল বাংলায় চেষ্টা করেও জিততে পারেনি। সেই কারণে বাংলার একশ দিনের টাকা বন্ধ, রাস্তার টাকা বন্ধ, আবাসের টাকা বন্ধ। অথচ বাংলা থেকে ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকা কর বাবদ তুলে নিয়ে গেছে।’’ তাঁর কথায়, ‘‘আমরা ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি করি না। আমাদের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য খোঁজার চেষ্টা করি। কিন্তু এখন মূল বিষয় থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বাংলার মানুষের প্রতি বঞ্চনা করা হচ্ছে।’’ অভিষেক আরও বলেন, ‘‘আপনি হিন্দু হতে পারেন, আপনি মুসলমান হতে পারেন, আপনি খ্রীষ্টান হতে পারেন। কিন্তু আমি যখন জনপ্রতিনিধি, তখন জনতার দরবার আমার কোনও ধর্ম নেই। একটাই ধর্ম মানুষের জন্য কাজ করা।’’ লোকসভা ভোটে বাংলায় হিন্দুত্বের জিগির তোলার চেষ্টা হবে বলে অনেক দিন ধরেই ধারনা শাসক দলের। সেই সঙ্গে দুর্নীতির বিষয়আশয়কে বিজেপি ইস্যু করতে পারে বলে তাঁরা মনে করছেন। এহেন পরিস্থিতিতে অভিষেক অনেক দিন ধরেই একটা কাউন্টার ন্যারেটিভ তৈরি করতে

চাইছেন। তা হল, বাংলার প্রতি কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনা। তাঁর মতে, এ ব্যাপারে গ্রাম, শহর, মফস্বল, পাড়া, বুথে ধারাবাহিক প্রচার প্রয়োজন। এদিনও অভিষেক বলেন, ‘‘কংগ্রেস, তৃণমূল সিপিএম বা বিজেপি-যাঁর যে দলকে ইচ্ছা তাকে ভোট দেবেন। কিন্তু একটাই অনুরোধ ধর্মের নামে ভোট দেবেন না। কর্মের নামে দিন। আপনার বাড়ি হল কিনা, একশ দিনের টাকা পেলেন কিনা, বাড়ির সামনে রাস্তা হল কিনা সেই বিষয় নিয়ে ভোট দিন। তাহলে যত বড় নেতাই হোক না কেন, বাংলার সঙ্গে কেউ বঞ্চনা করতে পারবে না।’’ এদিন অভিষেকের বক্তৃতার মধ্যে কাছেই মসজিদে আজান শুরু হয়। সেজন্য ভাষণ থামান অভিষেক। তার পর শেষ করার আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দিতে কয়েকটি লাইন বলেন। যার অর্থ, ‘‘কেউ বলে হিন্দু সমস্যায় আছে, কেউ বলে মুসলমান সমস্যায় আছে। আমি বলি ধর্মের চশমা খুলে দেখুন, ভারতবর্ষ সমস্যায় রয়েছে।’’

ছবি-সৌরভ দত্ত

অযোধ্যা থেকে ফিরেই দেশবাসীর বিদ্যুতের বিল কমাতে বড় ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী মোদির

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারিঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২২ জানুয়ারি, সোমবার অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই মন্দির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর বহু বছরের স্বপ্ন পূরণ হল বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণেই পরই দেশের প্রত্যেকটি পরিবারের বিদ্যুতের অভাব পূরণ করতে বড় ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অযোধ্যা থেকে ফিরেই তিনি দেশের ১ কোটি বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ‘প্রধানমন্ত্রী সূর্যোদয় যোজনা’র অধীনে এই লক্ষ্য পূরণের কথা শীঘ্রই কেন্দ্রের তরফে ঘোষণা করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। এদিন অযোধ্যা থেকে ফিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেই টুইট করে দেশের ১ কোটি বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল বসানোর সিদ্ধান্তের কথা জানান। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে একটি বৈঠকও করেছেন তিনি। সেই বৈঠক ও সৌর প্যানেল পর্যবেক্ষণ করার

ছবি টুইটারে পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘পৃথিবীর সমস্ত ভক্তরা সর্বদা সূর্যবংশী ভগবান শ্রী রামের আলো থেকে শক্তি পান। আজ, অযোধ্যায় পবিত্র উৎসব উপলক্ষ্যে আমার সংকল্প আরও জোরদার হয়েছে যে, ভারতের জনগণের বাড়ির ছাদে তাদের নিজস্ব সোলার রুফটপ সিস্টেম থাকা উচিত।’ তাই অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন করে ফিরেই ‘সূর্যোদয় যোজনা’ চালু করার সিদ্ধান্ত নেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। টুইটারে তিনি লিখেছেন, ‘‘অযোধ্যা থেকে ফেরার পর এটাই আমি প্রথম সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমাদের সরকার শীঘ্রই ‘প্রধানমন্ত্রী সূর্যোদয় যোজনা’ চালু করবে। এই প্রকল্পের অধীনে দেশের ১ কোটি বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল বসানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।’’ বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল বসলে কেবল দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিবারের বিদ্যুতের বিল কমবে না, ভারত বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সমগ্র দেশ 'রামময়' হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে ত্রেতাযুগে প্রবেশ করেছিঃ যোগী আদিত্যনাথ

অযোধ্যা, ২২ জানুয়ারি ঃ সমগ্র দেশ 'রামময়' হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে আমরা ত্রেতাযুগে প্রবেশ করেছি। অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন ও রামলালার বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত এবং অন্যান্য এখানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমি স্বাগত জানাই। যোগীর কথায়, সমগ্র দেশ 'রামময়' হয়ে উঠেছে। মনে হয়. আমরা ত্রেতাযুগে প্রবেশ করেছি। যোগী বলেছেন, রাম মন্দির সেখানেই তৈরি হয়েছে, যেখানে আমরা মন্দির নির্মাণের সংকল্প করেছি।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, এখন অযোধ্যার রাস্তায় আর গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হবে না। কারফিউ থাকবে না। এখন এখানে দীপোসব ও রামোসব হবে। রাজপথে প্রতিধ্বনিত হবে শ্রী রামের নাম 'সংকীর্তন', কারণ এখানে রামলালার প্রতিষ্ঠাই রাম রাজ্যের ঘোষণা। রাম মন্দিরের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা এবং সংকল্প ছাড়া সম্ভব হত না। বক্তব্য রাখতে উঠে এমনটাই জানালেন যোগী আদিত্যনাথ। যোগী বলেন, আমাদের প্রজন্ম ধন্য, যাঁরা এই মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারলেন।

মুম্বইয়ের নাসিক ও সোলাপুরে দুটি কোম্পানিতে আগুন

মুম্বই, ২২ জানুয়ারি ঃমুম্বইয়ের নাসিক ও সোলাপুরে দুটি কোম্পানিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার সকালে নাসিক ও সোলাপুর জেলায় অবস্থিত দুটি কোম্পানিতে আগুন লাগে। আগুন লাগার ঘটনায় দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ শুরু করেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।নাসিক পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সকালে মনমাদের নগরচৌকি এলাকায় অবস্থিত নিম্বাস প্যাকেজিং কোম্পানিতে বয়লার বিস্ফোরণের কারণে আগুন লাগে। ঘটনার খবর পেয়ে মনমাদের দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছে। বয়লার ফেটে যাওয়ায় এলাকার নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এখনও পর্যন্ত এখানে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি, স্থানীয় পুলিশ আগুনের কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে।অন্যদিকে, এদিন সকালে সোলাপুর পূর্বের গান্ধীনগরে অবস্থিত হিংলাজ মাতা বিদ্যা কারখানা সংলগ্ন রাসায়নিক গুদাম ও একটি কাঠের কারখানায় আগুন লাগে। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বিভাগের ১০টি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছে। সেখানেও কোনও হতাহতের খবর মেলেনি।

ঘন কুয়াশার সাথে উত্তরে হওয়া, ঠান্ডায় জুবুথুবু উত্তরবঙ্গ

সজল দাশগুপ্ত,২২জানুয়ারিঃ জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকে শীতের দাপট শুরু হযেছে গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে সেই দাপট মাসের শেষ লগ্নেও অব্যাহত। টি-টোয়েন্টি ফর্মাটে শীত তার ইনিংস খেলছে। উত্তরবঙ্গের পাহাড় থেকে সমতল কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সাথে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা খুব একটা ফারাক হচ্ছে না। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হযেছে আগামী তিন থেকে চার দিন শীতের দাপট অব্যাহত থাকবে উত্তরবঙ্গ জুড়ে। দার্জিলিং এ ও কালিম্পং বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে দার্জিলিং ও সিকিমের পাহাড়ি এলাকাগুলোতে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে কুয়াশা দাপট অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে কনকনে ঠান্ডা বজায় থাকবে আগামী তিন চার দিন। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি কোচবিহার রাযগঞ্জসহ গোটা উত্তরবঙ্গে কুয়াশার দাপট অব্যাহত রয়েছে। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমান্যতা কমে যাচ্ছে পথে যান চলাচলে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দিনের বেলাতে রোদের দেখা মিলছেই না বেলা বাড়লে রোদ কিছুটা উঠলেও সেই রোদের কোন তাপ থাকছে না। ঘন কুয়াশা উত্তরে হাওয়া কনকনে ঠান্ডা পুরোদস্তর শীত উপভোগ করছে উত্তরবঙ্গ।

উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সমাপ্তি মিথিলা বিভূতি উৎসব অনুষ্ঠানের

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ প্রতি বছরের মতো এবছরও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে দুই দিনব্যাপী মিথিলা বিভূতি উৎসব। কলকাতায় অবস্থিত মৈথিলী ভাষাভাষীদের সামাজিক সংগঠন মিথিলা সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রতি বছর আয়োজিত হয় দুই দিনব্যাপী এই মিথিলা বিভূতি উৎসব। এবার বাগুইআটি জর্দা বাগানের বন্ধুমহল ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে সহস্র কণ্ঠে হনুমান চালিসা পাঠ করা হয়, অখন্ড অষ্টম সংকীর্তনের মাধ্যমে পরিবেশ ছিল ভক্তিপূর্ণ।পরবর্তী দিন ২১ জানুয়ারি, রবিবার মহান মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির স্মরণে মিথিলা বিভূতি পর্ব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রবীণ সমাজসেবক ও শিক্ষাবিদ ভোগেন্দ্র ঝা। বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক ডঃ যোগেন্দ্র পাঠক 'বিয়োগী' মূল বক্তা হিসেবে মাতৃভাষার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধাননগর পুরসভার মেয়র পরিষদের সদস্য দেবরাজ চক্রবর্তী, তিন নম্বর বোড়ো চেয়ারপার্সন পিয়ালী সরকার-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।।মিথিলা সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি রমাকান্ত ঝা জানান, অনুষ্ঠানের আগে দরিদ্রদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। তিনি জানান, অনুষ্ঠানে বক্তা ও সাহিত্যিক প্রীতম নিষাদকে বাবু সাহেব চৌধুরী পুরস্কার, কবি ও গীতিকার মৈথিল প্রশান্তকে মিথিলা সংকীর্তন মণ্ডলী পুরস্কার এবং সাহিত্যিক ও সমাজসেবক মহেন্দ্র হাজারীকে জানকী সন্ধি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

হনুমান গর্হি মন্দিরে পুজো দিলেন অনুপম, বললেন অযোধ্যার বাতাবরণ খুবই মনোরম

অযোধ্যা, ২২ জানুয়ারি ঃ অযোধ্যার হনুমান গর্হি মন্দিরে পুজো দিলেন অভিনেতা অনুপম খের। সোমবার সকালে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় পবনপুত্র হনুমানের পূজার্চনা করেছেন অভিনেতা অনুপম খের। হনুমান মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর অনুপম বলেছেন, ভগবান রামের কাছে যাওয়ার আগে, ভগবান হনুমানের দর্শন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অযোধ্যার বাতাবরণ খুবই মনোরম। সর্বত্র বাতাসে জয় শ্রী রাম স্লোগান, আবার এসেছে দীপাবলি, এটাই আসল দীপাবলি।অভিনেতা অনুপম খের আরও বলেছেন, আজ আমি লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরি হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করছি, যাদের নিজেদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। আজ ভগবান রাম নিজের বাড়িতে ফিরে আসছেন এবং আমি আশা করি আমরাও শীঘ্রই ফিরে আসব। আমি হনুমান গর্হিও গিয়েছিলাম, সারা বিশ্বের মানুষ এই দিনটি উদযাপন করছে। আজ দীপাবলি এবং এটি কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, আরও অনেক কিছু। অনুপম আরও বলেন, ঐতিহাসিক ! বিস্ময়কর! হিন্দু ধর্মের এমন পরিবেশ আগে কখনও দেখিনি। এটি দীপাবলির চেয়েও বড়। এটাই আসল দীপাবলি...মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম মঙ্গল এবং ত্যাগের বোধের প্রতীক। সেই অনুভূতিগুলি এখানে দেখা যাচ্ছে।

১৮৯ বছর আগের কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা ইতিহাস আবার 'কথা বলবে!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ তকালীন গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের হাত ধরে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের প্রথম মেডিক্যাল কলেজ ' মেডিক্যাল কলেজ'।১৮৯ বছর আগের সেই ঘটনা আলো-ধ্বনির সমন্বয়ে আবার জীবন্ত হয়ে উঠবে আজকের প্রজন্মের কাছে। শুধু তা-ই নয়, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের পরতে পরতে জ।য়ে থাকা ইতিহাস আবার ' বলবে আগামী ২৯ জানুয়ারি। এশিয়ার প্রাচীনতম মেডিক্যাল কলেজের ১৯০তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে প্রাক্তনীরা এই অভিনব স্মৃতিচারণার আয়োজন করেছেন। চিত্রনাট্য থেকে ভাষ্য পাঠ, আলোর কারিকুরির প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। কলকাতা মেডিক্যালের অধ্যক্ষ হন্দ্রনীল বিশ্বাস বললেন, ' প্রতিষ্ঠান সকলের কাছেই একটা আবেগ।''আর উপাধ্যক্ষ অঞ্জন অধিকারী বলছেন, ' মেডিক্যাল কলেজের প্রতিটি বাড়িই যেন আজও অতীতের গল্প বলে। সেটাই এ বার প্রযুক্তির মাধ্যমে সকলের সামনে আনার চেষ্টা হচ্ছে।'' ১৮৩৬ সালের ১০ জানুয়ারি দেশের চিকিসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে দ্বিতীয় মাইলফলক তৈরি করেছিল কলকাতা মেডিক্যাল। চিকিসক হেনরি হ্যারি গুডিভের সঙ্গে মৃতদেহের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মধুসূদন গুপ্ত। শক্ত হাতে ছুরি ধরে চিরে দিয়েছিলেন সেই দেহের বুক। যা ছিল দেশে প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ। আলো-ধ্বনিতে সেই ঘটনাই তুলে ধরার সময়ে জ্বলে উঠবে অ্যানাটমি বিল্ডিংয়ের আলো। এ ভাবেই এমসিএইচ, ডেভিড হেয়ার ব্লক, ইডেন বিল্ডিং, এজরা বিল্ডিং, অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং-সহ আরও ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলির গল্প শোনা যাবে। জানা যাবে, কী ভাবে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছিল।আর ওই সমস্ত ভবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রাক্তনীদের চরিত্রগুলিও ' হয়ে উঠবে প্রযুক্তির হাত ধরে। বিধানচন্দ্র রায় থেকে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, নীলরতন সরকার, রাধাগোবিন্দ কর, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায, বিধুমুখী বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-সহ বহু প্রাক্তনী আবার বিচরণ করবেন কলকাতা মেডিক্যালের চত্বরে। জানা যায়, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত হয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল ১৮৩৫-এর ১ জুন। ১০০ জন প্রার্থীর মধ্যে সুযোগ পেয়েছিলেন ৪৯ জন। ইতিহাসের পাতায় থাকা সেই সমস্ত তথ্যই মায়াবি আলোয় ফুটে উঠবে।আবার, সিপাহী বিদ্রোহ থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউও আছড়ে পাছে এই কলেজের আঙিনায়। তবে, কালের ধারাবাহিকতায় কলকাতা মেডিক্যালেও এসেছে পরিবর্তন। তা-ও তুলে ধরা হবে ১০-১২ মিনিটের আলো-ধ্বনির মেলবন্ধনে। কলেজের প্রাক্তনী, চিকিৎসক শঙ্করকুমার নাথ বলেন, ' তুলে ধরার এই প্রয়াস বর্তমান প্রজন্মের পড়ুয়া থেকে ইতিহাসবিদ ও সাধারণ মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।'' আর এক প্রাক্তনী, চিকিৎসক অনির্বাণ দলুই বললেন, ' হল আমাদের দ্বিতীয় পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন।''

শিশুদের জন্য বইমেলার দাবি সিলমোহর গিল্ড কতৃপক্ষের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গত ১৮ তারিখ সল্টলেকের সেংট্রাল পার্কে শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার বই প্রতি বারের মতো এ বারেও কলকাতা বইমেলায় এসেছে। বইমেলার শুরুর দিনেই আয়োজক সংস্থা ' অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড'-এর সদস্যদের মধ্যে থেকে শিশুদের জন্য বইমেলা করার দাবি উঠেছে। তাতে সিলমোহরও দিয়েছেন গিল্ড কর্তৃপক্ষ। বইমেলা শেষ হলেই শিশুদের বইমেলা করার তোড়জোড় শুরু করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। গিল্ড জানাচ্ছে, প্রতি বছরই কলকাতা বইমেলায় প্রচুর শিশু আসে। কিন্তু, আলাদা করে শিশুসাহিত্যের দিকে অধিকাংশেরই নজর থাকে না। অনেকেই মনে করেন, তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে বই পড়ার অভ্যাস শিশু বা নতুন প্রজন্মের মধ্যে অনেক কমে গিয়েছে। তাই বইয়ের জগতে শিশুদের ফিরিয়ে আনতেই এমন উদ্যোগ। সাধারণ বইমেলার মতো শিশুদের বইমেলাতেও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রকাশকের বই এনে হাজির করা হবে। সাহিত্যিকদের নিয়ে বিভিন্ন আলোচনাসভাও করা হবে, যেখানে শিশুসাহিত্য নিয়ে আলাদা করে আলোচনা হবে। এতে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বই কিনে পড়ার উৎসাহ তৈরি হবে বলেই মনে করছে গিল্ড। তারা জানিয়েছে, চলতি বইমেলা শেষ হলেই এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে। আগামী জুন-জুলাইয়ে ছোটদের বইমেলা করা যায় কি না, তা নিয়েই এখন চিন্তাভাবনা চলছে। শীতকালে অবশ্য বিভিন্ন জায়গায় শিশুদের বইমেলা হয়।কিন্তু সেই সমস্ত মেলার আয়তন হয় অনেক ছোট। তাই গিল্ডের মতো কোনও সংস্থা শুধুমাত্র শিশুদের জন্য ব। করে বইমেলা করলে তার প্রভাব অন্য রকম হবে বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে।রাজ্য সরকার কলকাতা বইমেলার স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে সেন্ট্রাল পার্ককেই চিহ্নিত করেছে। এখন প্রতি বার সেখানে আয়োজিত বইমেলায় বইপ্রেমীদের ভিড় উপচে পড়ে। ফলে সেখানেই যদি ছোটদের জন্য বইমেলার আয়োজন করা হয়, তা হলে বইপ্রেমীদের সুবিধা হবে বলেই মনে করছেন গিল্ডের সদস্যেরা। তাঁরা জানাচ্ছেন, প্রতি বছর আন্তর্জাতিক বইমেলায় বড়দের বইয়ের পাশাপাশি শিশুসাহিত্যও প্রচুর বিক্রি হয়। তাই আলাদা করে শিশুসাহিত্যকে মাথায় রেখে বইমেলা করলে তাতে পাঠকেরাও যেমন উৎসাহিত হবেন, তেমনই উসাহিত হবেন শিশুসাহিত্যিকরাও।ত্রিদিব জানান, শিশুদের জন্য বইমেলায় বই যেমন থাকবে, তেমনই তাদের কাছে বইমেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে আলাদা ধরনের কিছু কর্মকাণ্ড ও গেম শোয়ের কথাও তাঁরা ভেবেছেন। এমনকি, দেশ-বিদেশের ছোটদের সিনেমাও দেখানো হতে পারে। আসলে যে কোনও উপায়ে বইয়ের আসরে শিশুদের টেনে আনাটাই তাঁদের লক্ষ্য। এমনটাই দাবি করছে গিল্ড। তারা জানাচ্ছে, আন্তর্জাতিক বইমেলার স্তরে শিশু বইমেলাকেও যাতে নিয়ে যাওয়া যায়, তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। যদিও সব কিছুই নির্ভর করছে রাজ্য সরকারের উপরে। তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে ছোটদের জন্য বইমেলার আয়োজন করতে গিল্ড প্রস্তুত বলে জানানো হয়েছে।

রাহুলের ন্যায় যাত্রায় আমন্ত্রণ সিপিএমকে!পাল্টা শর্ত দিলেন সেলিম

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রবিবার দিল্লি থেকে এআইসিসির এক শীর্ষ পদাধিকারী ফোন করে রাহুল গান্ধীর ' জোড়ো ন্যায় যাত্রা'য় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে। আলিমুদ্দিন সূত্রের খবর, এআইসিসির ওই নেতাকে সেলিম জানান রাহুলের যাত্রায় যোগ দিতে তাঁদের বিশেষ আপত্তি নেই। শর্ত একটাই, ওই যাত্রায় তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি থাকা চলবে না। যদি তৃণমূল কংগ্রেস না থাকে, তবে যাত্রায় যোগ দিতে তাঁদের আপত্তি নেই। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধি ওই যাত্রায় থাকলে তাঁদের পক্ষে তাতে সামিল হওয়া সম্ভব নয়। যদিও, রাহুল গান্ধীর ' জোড়ো ন্যায় যাত্রা'য় যে তাঁদের পূর্ণ সমর্থন আছে, সেকথা এদিন এআইসিসি নেতৃত্বকে জানিয়ে দেন মহম্মদ সেলিম। আগামী ২৫ জানুয়ারি রাজ্যে প্রবেশ করবে রাহুলের ন্যায় যাত্রা। ২৫ জানুয়ারি ফালাকাটায় পৌঁছবে। সেখানে ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি রাতে থাকবেন রাহুল। ২৮ জানুয়ারি ফালাকাটা থেকে যাত্রা শুরু হবে। পরের দিন, ২৯ জানুয়ারি চোপড়া থেকে যাত্রা শুরু। বিহারের কিষাণগঞ্জ হয়ে মালদহে শেষ হবে রাহুলের পদযাত্রা। বিহার থেকে পরে আবার বাংলায় প্রবেশ করবেন রাহুল।কংগ্রেস সূত্রের খবর, তৃণমূলকেও ওই যাত্রায় আমন্ত্রণ জানানো হবে। তবে, রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে জোট সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে। যদি রাহুল গান্ধী বাংলায় প্রবেশ করার আগে আসনরফা নিশ্চিত না হয়, তাহলে সমীকরণ বদলে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে

বইমেলার মঞ্চে এবার বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দিরা!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে রবিবার বইমেলায় তাদের স্টলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে এসেছিলেন বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি রিনা, রোমা, স্বপন, কুসুম, তনিমারা। তাঁদের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের কথা বলায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা ছিল। তবে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই যখন অনুষ্ঠানের তোড়জোড় চলছে, তখন দেখা গেল কমিশনের স্টলের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছলছলে চোখে কথা বলছেন রিনা। পাশে হাত ধরে দাঁড়িয়ে স্বামী মেঘল দাস। সল্টলেকের পাঁচ নম্বর সেক্টরে থাকেন রিনার আত্মীয়েরা। মেঘল জানান, একটি খুনের মামলায় রিনার ১০ বছরের জেল হয়েছে। পেশায় ঠিকাশ্রমিক মেঘল বলেন, ' বর্ধমানে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসি। গরিব মানুষ, বউয়ের জন্য ভাল করে মামলা লড়তে পারিনি। আমার বউকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'' তিন বছর সংশোধনাগারে থেকে নাচ শিখে রিনার অনুষ্ঠান করতে যাওয়া দেখে খুশি মেঘলও। বইমেলায় নাচের দলের সদস্য হয়ে রিনার আসার খবর পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলে এসেছিলেন তাঁর মাসি ও আত্মীয়েরা। নিয়ম মেনেই রিনা ও অন্যান্য সাত বঃিদকে চোখে চোখে রাখছিলেন কারা দফতর ও পুলিশ আধিকারিকেরা। তার মধ্যেই রিনা বলেন, ' সঙ্গে আবার দেখা হবে ভাবতেই পারিনি।''এক কারা আধিকারিক জানান, ওই দলটি গত দু'মাসে চারটি অনুষ্ঠান করেছে। রিনা ছাড়া দলের বাকি সদস্যেরা যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত। ওই আধিকারিকের কথায়, ' সংশোধনাগারের ভিতর থেকে ভিডিয়ো কলে পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। আবার এই ধরনের অনুষ্ঠানে তাঁরা যখন প্যারোলে সংশোধনাগারের বাইরে যান, তখন পরিবারের লোকজন এসে কথা বলেন। ওঁরা খুব খুশি হন বাড়ির লোকজনকে দেখে। তবে আমরাও সতর্ক থাকি।''মহিলা কমিশনের তরফে এ দিনের অনুষ্ঠান নিয়ে আগাম প্রচার হওয়ায় এ দিন বিকেলে তাদের স্টলের সামনে ভিড় জমে যায়। এক দর্শকের কথায়, ' অনুষ্ঠানের কথা শুনেছি। একটা সিনেমাও হয়েছিল। কিন্তু কখনও সামনে থেকে এ ভাবে ওঁদের অনুষ্ঠান দেখিনি। আমরা তো বন্দিদের সম্বন্ধে ধারণা করি সিনেমা দেখে বা বই পড়ে। তাতে তাঁদের বিশেষ ধরনের পোশাক থাকে। এখানে কত সুঃদর সুন্দর পোশাক পরে ওঁরা নাচ-গান করছেন, দেখে ভাল লাগল।''অনুষ্ঠানে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়-সহ অন্যদের সামনে মঞ্চে আসর মাতিয়ে দিলেন বন্দিরা। কখনও লোকগানের তালে পা মেলালেন, কখনও মাইক হাতে পড়লেন স্বরচিত কবিতা। বিশেষত স্বপন শিকদার নামে এক বন্দি তাঁর লেখা ' নামে একটি কবিতা পড়ে দর্শক-শ্রোতাদের প্রশংসা কুড়িয়ে নিলেন।

দেশের উন্নয়নের জন্য সমস্ত মানুষকে সুস্থ থাকতে হবেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২জানুয়ারি ঃদেশের উন্নয়নের জন্য সমস্ত মানুষকে সুস্থ থাকতে হবে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, আমরা দরিদ্রদের জন্য আয়ুস্মান ভারত যোজনা শুরু করেছি। এই প্রকল্পটি ছয় কোটিরও বেশি মানুষকে সাহায্য করেছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে গুজরাটের খোডালধাম ট্রাস্ট ক্যান্সার হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, গুজরাট স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। এখন গুজরাট ভারতের একটি বড় চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। ২০০২ সাল পর্যন্ত গুজরাটে মাত্র ১১টি মেডিকেল কলেজ ছিল। কিন্তু এখন সেই সংখ্যা বেড়ে ৪০-এ দাঁড়িযেছে। ২০ বছরে, এমবিবিএসের আসন পাঁচ গুণ বেড়েছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, ক্যান্সার রোগীদের ঝঞ্ঝাটমুক্ত চিকিসা নিশ্চিত করার জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গত নয.বছরে দেশে প্রায় ৩০টি নতুন ক্যান্সার হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। ১০টি নতুন ক্যান্সার হাসপাতালের কাজ চলছে।

ভারত সফরে এসেছেন ইউএনজিএ সভাপতি, ৫-দিন ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে ডেনিস ফ্রান্সিসের

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারিঃবিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের আমন্ত্রণে ৫-দিনের সফরে ভারতে এসেছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের ৭৮-তম অধিবেশনের সভাপতি ডেনিস ফ্রান্সিস। সোমবার ফ্রান্সিস ভারত সফরে এসেছেন, দিল্লিতে তাঁকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রুচিরা কাম্বোজ-সহ অন্যান্যরা। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, এই সফর ভারত-রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্পর্ককে এগিয়ে নেওয়ার এবং ভারতের অগ্রাধিকার এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলির বিষয়ে মতামত বিনিময় করার একটি সুযোগ।বিদেশমন্ত্রক সূত্রের খবর, এই সফরে পারস্পরিক স্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ বহুপাক্ষিক বিষয়ে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠক করবেন ডেনিস ফ্রান্সিস। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ফ্রান্সিসের ভারত সফর ভারত-রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্পর্ককে জোরদার করার এক অনন্য সুযোগ প্রদান করবে, বিশেষ করে সাধারণ পরিষদের সঙ্গে, যা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সবচেযে.প্রতিনিধিত্বকারী অঙ্গ।

ভূমিধসে বিপুল প্রাণহানি, দক্ষিণ-পশ্চিম চিনে প্রাণ হারালেন ৪৭ জন

বেজিং, ২২ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের ইউনান প্রদেশের ভয়াবহ ভূমিধসে প্রাণ হারালেন অন্ততপক্ষে ৪৭ জন। চিনের সময় অনুযায়ী সোমবার সকাল ৫.৫১ মিনিট নাগাদ ঝাওটং-এর টাংফাং শহরের লিয়াংশুই গ্রামে এই ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। প্রায় ১৮টি বাড়ির ৪৭ জন ভূমিধসের নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। ১৮টি বাড়ি একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।ঘটনাস্থলে ২০০ জনের বেশি উদ্ধারকর্মী এবং কয়েক ডজন ফায়ার ইঞ্জিন ও অন্যান্য সরঞ্জাম সহকারে উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে। অনেকেই নিখোঁজ বলে জানা গিয়েছে। যুদ্ধকালীন তপরতায় চলছে তাঁদের সন্ধান। প্রবল ঠান্ডার মধ্যে আচমকাই কেন এই ভূমিধস সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লায় আগুনে পুড়ল দু'টি বাড়ি, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু একজনের

শ্রীনগর, ২২ জানুয়ারি ঃ উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় বিধ্বংসী আগুনে পুড়ল দু'টি বসতবাড়ি। রবিবার গভীর রাতে বারামুল্লা জেলার পাট্টানের খামবিয়াত গ্রামে অবস্থিত দু'টি বা।ি আগুনে পুড়ে গিয়েছে। এই অগ্নিকান্ডে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। মৃতের নাম-আদিল রমজান দার (২৬)। প্রবল ঠান্ডার মধ্যেই বাড়ি পুড়ে যাওয়ায় গৃহহীন হয়ে পড়লেন দুই বা।রি সদস্যরা।পুলিশ ও দমকল জানিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে বারামুল্লা জেলার পাট্টানের খামবিয়াত গ্রামে অবস্থিত দু'টি বাড়ি আগুনে পুড়ে যায়। এই অগ্নিকান্ডে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। প্রথমে এক বাড়িতে আগুন লাগে, সেই আগুন সংলগ্ন আরও একটি বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান, পরে দমকল এসে আগুন নিভিয়েছে।

রামলালার ফেরার আনন্দে হোমযজ্ঞ উরফি জাভেদ-র, 'ধর্ম কী?' উঠল প্রশ্ন!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ উরফি জাভেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি নাকি নগ্নতার প্রচার করেন! এবার সেই উরফিই কিনা রামলালার জন্য নিজের বাড়িতে হোমযজ্ঞ করছেন। সোশাল মিডিয়ায় নিজেই সেই পুজোঅর্চনার ভিডিও শেয়ার করেছেন তিনি। পরনে শাড়ি। পুরোহিতের নির্দেশ মেনে যজ্ঞে আহুতি দিতেও দেখা গেল উরফি জাভেদকে। সোশাল মিডিয়ায় যজ্ঞের ভিডিও শেয়ার করে উরফি লেখেন- সকলকে শুভেচ্ছা। উদযাপন করছি। তবে রামলালার ঘরে ফেরার আমেজে মেতেও কিন্তু নিঃদুকদের হাত থেকে ছাড় পাননি তিনি। পালটা অনেকে তাঁকে কটাক্ষ করে বলেন, ' হিন্দু না মুসলিম?' তবে উরফি বরাবরই ডোন্ট কেয়ার! এবারেও তিনি নিরুত্তর নিঃদুকদের কথায়। তবে নেটপাড়ার একাংশ আবার সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দেওয়া উরফিকে কুর্নিশও জানালেন। উরফিকে নিয়ে বিতর্ক, সমালোচনা যাই চলুক না কেন, উরফি কিন্তু এ ব্যাপারে বিঃদাস! গতবছরই সাহসী পোশাকের জন্য গেরুয়া শিবিরের কটাক্ষের শিকার হয়েছিলেন। উরফির পোশাক দেখে অশ্লীলতার অভিযোগ আনেন বিজেপি নেত্রী চিত্রা ওয়াগ। একটি টুইট করে চিত্রা জানান, মুম্বইয়ের রাস্তায় নগ্নতার প্রচার করছে উরফি। ওকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক। এক দিকে নিরপরাধ

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৩জানুয়ারি ঃ সোমবার, ৮মাঘ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৩জানুয়ারিঃ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৮মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৮মাঘ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৭মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। **বৃষভ রাশিঃ**সৃজনশীল শখ আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। আর্থিক লেনদেন অবিচ্ছিন্নভাবে সারা দিন চলবে এবং দিন শেষ হওয়ার পরে আপনি যথেষ্ট হবে **মিথুন রাশিঃ**আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। একদিনের জন্য **কর্কট রাশিঃ**মেজাজের গোলমাল একটি বিতর্ক এবং বোঝাপড়ার দিকে এগোতে পারে **সিংহরাশিঃ**আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে **কন্যারাশিঃ**বিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি। **তুলারাশিঃ**আপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন।। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময়.থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে **ধনু রাশিঃ** আপনার রাগের ফলে তুচ্ছ কারণ ব। হয়ে দেখা দেবে-যা শুধুমাত্র আপনার পরিবারের সদস্যদের বিপর্যস্ত করবে। **মকর রাশিঃ**আপনার ব্যক্তিগত সমস্যা মানসিক সুখ নষ্ট করতে পারে কিন্তু এই চাপ সামলাতে আকর্ষণীয় কিছু পড়ার মাধ্যমে মানসিক ব্যায়ামে নিজেকে জড়িয়ে রাখুন। কারো কারোর **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতার আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। শুধুমাত্র ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমেই আপনি আপনার এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। আজকে সাফল্যের সূত্রই হল এমন মানুষের উপদেশে পয়সা লাগানো যারা উদ্ভাবনীমূলক এবং যাদে। **মীন রাশিঃ**স্বাস্হ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে

অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের প্রাক্কালে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে বার্তা দিলেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ অযোধ্যায় রামমঃিদর উদ্বোধনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গবাসীর

উদ্দেশে বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনঃদ বোস। রাজভবনের দেওয়া সেই বিবৃতিতে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে ঐহিত্যমণ্ডিত ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। ২২ জানুয়ারিকে দেশের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে দৃঢ় সংযোগ ঘটনার দিন বলেও উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে এ দিন রাজ্যে যাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেই আবেদন করেছেন রাজ্যপাল।

অযোধ্যার রাম মঃিদরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাজ্যের শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয়, সে দিকে নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছেন সিভি আনঃদ বোস। শুধু তাই নয়, এ সংক্রান্ত কোনও ভুল বার্তার প্ররোচনার ফাঁদে না পড়তেও রাজ্যবাসীকে অনুরোধ করেছেন তিনি। এ নিয়ে রাজ্যপালের বার্তায় লেখা হয়েছে, আমি আমার বাংলার ভাই-বোনদের কাছে শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে .উসবটিকে সু ঃদর ও আলোকময় .করে তোলার আহ্বান জানাই। বন্ধুরা, আমি সবাইকে সহনশীল হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এবং ভুল তথ্যের শিকার হবেন না। আইন আপনার পক্ষে আছে। সামাজিক সংহতিকে উন্নীত করার জন্য মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় .এসেছে। প্রসঙ্গত, অযোধ্যায় শ্রী রামের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে হয়েছে ছুটি বা অর্ধদিবস কাজের ঘোষণা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সে রকম কিছু হচ্ছে না। উল্টে রাজ্যের শাসকদলের নেতৃত্বে হবে সংহতি যাত্রা। যা নিয়ে বিজেপি নেতারা কটাক্ষও করেছেন তৃণমূলকে। এই পরিস্থিতিতে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সে জন্যই রাজ্যপালের এই বার্তা বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায .রাম মঃিদর উদ্বোধনের অনুষ্ঠান শুরু হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে। তার আগে কলকাতায .উসবের আমেজ। সকাল থেকেই মধ্য কলকাতার সেঃট্রাল এভিনিউ সংলগ্ন রাম মঃিদরে ভক্তদের সমাগম ঘটেছে। দলে দলে ভক্তরা বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রা করে উপস্থিত হযেছেন মঃিদর প্রাঙ্গণে। এদিকে মধ্য কলকাতার রাম মঃিদরকে বিশেষ রূপে সাজিযে. তোলা হযেছে। বিশেষত যারা অযোধ্যায .যেতে পারেননি তারা কলকাতায .নিজ নিজ এলকায .রাম পুজোয .মেতেছে। এছাড়াও উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন মঃিদরে এদিন রাম পুজোর আযো়জন করা হযেছে। এবিভিপির পক্ষ থেকে এদিন ভবানীপুর সংলগ্ন পদ্মপুকুর এলাকায, লেক গার্ডেনস রাম মঃিদর, কলকাতা মিউজিযা.মের কাছে নাগেশ্বর মঃিদর, সহ বিভিন্ন মঃিদরে রাম পুজোর আযো়জন করা হয। পাশাপাশি বিজেপি লিগ্যাল সেলের পক্ষ থেকে লাড্ডু বিতরণের ব্যবস্থা রাখা হযেছে। অন্যদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালযের গান্ধী ভবনে অযোধ্যা থেকে রাম পুজোর লাইভ দেখানোর ব্যাবস্থা করা হযেছে। উল্লেখ্য, ৫০০ বছর সংগ্রামের পর অযোধ্যায .রাম মঃিদর আবারো ফিরে পাওযা. গেছে। তারই উসবে মেতেছে কলকাতা সহ ভারতবাসী।

শীতে কাঁপছে তিলোত্তমা পারদ নামল ১২.১ ডিগ্রিতে, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে জমজমাট ঠান্ডা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে

মহানগরী তিলোত্তমা, জমজমাট ঠান্ডা রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ-দুই বঙ্গেই। সোমবার একধাক্কায় অনেকটাই নামল কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি নীচে। সোমবারই এই মরসুমের শীতলতম দিন। এর আগে ১৩ জানুযা়রি ১২ ডিগ্রির সেলসিযা.সে নেমেছিল কলকাতার তাপমাত্রা। শুধু কলকাতা নয়, রাজ্য জুড়েই কমেছে তাপমাত্রা। জেলাগুলিতে কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে সোমবার। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘন্টা একই রকম পরিস্থিতি থাকবে। মঙ্গলবারের পর থেকেই আবার আবহাওয়া পরিবর্তন হতে পারে বলা মনে করা হচ্ছে। আগামী ২৪ জানুয়ারি বৃষ্টি শুরুর সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের উপরের দুই জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে খুব হালকা ও মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবার সিকিমে বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে। আর তার প্রভাব পড়তে পারে দার্জিলিং-এর উঁচু পার্বত্য এলাকায়।

সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ আগামীকাল দেশনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭ তম জন্মবার্ষিকী টি সারা দেশের সঙ্গে এই রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হবে। এই উপলক্ষ্যে মধ্য কলকাতার রেড রোডে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। নবান্ন, বিধানসভা ভবন, উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার পাঁচমাথার মো। ছা।াও নেতাজী ভবনেও দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হবে।

হুগলির কলবাজারে তৈরী হচ্ছে ৫১ হাজার লাডডু

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২২ জানুয়ারি ঃ হুগলির বাঁশবেড়িযা়র পৌরসভা এলাকার কলবাজারে ২২শে জানুয়ারি সোমবার রাম মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে তৈরী হচ্ছে ৫১ হাজার লাডডু। এই রাম মন্দিরের উদ্বোধন হবার পর বাঁশবেড়িয়ার মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হবে। রবিবার সকালে বাঁশবেড়িয়া কলবাজার রাম মন্দিরের এক পুরোহিত একথা জানালেন। এই লাডডু তৈরির কাজে হাত লাগান এলাকার রাম মন্দিরের ভক্তেরা।

রাজ্যের জি আই ট্যাগ সহ শোভাযাত্রার সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার চলতি বছরে সাধারনতন্ত্র দিবসে রাজ্যের জি আই ট্যাগ পাওয়া বিভিন্ন সামগ্রীর কাটআউট নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০০৪ সালে প্রথম জি আই ট্যাগ পাওয়া দার্জিলিং চা, সুন্দরবনের মধু, জয়নগরের মোয়া, টাঙ্গাইল শাড়ি র মত ২৭ টি পন্যের কাট আউট নিয়ে রেড রোডে এই অনুষ্ঠান হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। আগামীকাল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে মেট্রো রেল কম ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঐ দিন নর্থ সাউথ করিডরে প্রথম ও শেষ ট্রেন ছাড়ার সময় অপরিবর্তিত রেখে কবি সুভাষ ও দক্ষিনেশ্বরের মধ্যে ২৮৮টির পরিবর্তে আপ ও ডাউনে মোট ২৩৪টি ট্রেন চালানো হবে বলে আজ মেট্রোর তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

অযোধ্যায় শ্রীরাম মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা, হাওড়ায় দিনভর অনুষ্ঠান পূজা-পাঠ

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২২ জানুয়ারি ঃ অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে হাওড়া সদর বিজেপি সাংগঠনিক জেলার মধ্য হাওড়া মন্ডল ২ এর তরফ থেকে সোমবার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে 'সোনার তরী' ভবনের সামনে অযোধ্যার রামমন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠান লাইভ জায়েন্ট স্ক্রিনিং-এর মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হয়। এর পাশাপাশি এদিন রামপূজার আয়োজন করা হয় এবং পুজার প্রসাদ বিতরণ কর্মসূচি নেওয়া হয়। এদিন সকাল ১০টা থেকে পূজার্চনা এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোগ বিতরণের আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে, এদিন এই উপলক্ষ্যে শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট এর উদ্যোগে মধ্য হাওড়ার কালাচাঁদ নন্দী লেন পল্লীবাসীর পক্ষ থেকে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর দ্বারা অযোধ্যায় শ্রীরামের প্রাণপ্রতিষ্ঠার মুহূর্ত জায়েন্ট স্ক্রিন এর মাধ্যমে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। সকালে পূজা ও হোম-যজ্ঞ এবং সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং ভোগ বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, অযোধ্যার শ্রীরাম মন্দিরে রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সারা দেশে। এই বাংলাতেও বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি এদিন সকাল থেকে হাওড়াতেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পূজার্চনা, পূজাপাঠ সহ প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়। সালকিয়ার বাঁধাঘাটে পঞ্চানন বাবার মন্দিরে রামের মূর্তিতে পূজো হয়। সাধু সন্ত, সাধারণ মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চানন বাবা মন্দিরের সামনে জায়ান্ট স্ক্রিনে অযোধ্যা মন্দিরের লাইভ টেলিকাস্ট দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। এখানে তৈরি হচ্ছে রাম লেখা বিশেষ জিলিপি। সেই জিলিপি ভক্তদের

মধ্যে বিলি করা হয়। বিজেপি নেতা শিবশঙ্কর সাধুখাঁ বলেন, এখানে সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে। রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার ঘটনা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এখানে জায়েন্ট স্ক্রিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুজোপাঠ চলছে। এখানে সন্ধ্যেবেলায় মানুষকে দেওয়া হবে প্রসাদ। এই উসবকে ঘিরে বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়েছে। এই উৎসবকে সফল করতে সকলে নিজেদের মতো করে সাহায্য করেছেন।

বিজেপির হাওড়া সদরের সম্পাদক অজয় মান্না বলেন, মানুষের কল্যাণের জন্য এদিন রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে। সেই কারণে এদিন মানুষ মন্দিরে পুজো করছেন। এখানে আমরা রামসেবক হিসেবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। সন্ধ্যাবেলায় এখানে ভোগের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন সমগ্র ভারত রামময় হয়ে গিয়েছে। এখানে দলগত কোনও ব্যাপার নেই। এখানে ছোট থেকে ব। সকলের উন্মাদনা, উৎসাহ লক্ষ্যণীয়। বিজেপি সদস্য সুদীপ ঘোষ বলেন, এদিন যখন গোটা ভারতবর্ষে নতুন করে দীপাবলির উসব চলছে আমরাও সেই উৎসবে সামিল হয়েছি। উত্তর হাওড়ার বাঁধাঘাটে রামচন্দ্রের নামে জিলিপি তৈরি করা হয়েছে। এই জিলিপি শ্রীরামচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করা হবে। তারপর এটা উপহার হিসেবে সকলের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

হারমোনিয়ামের সুরে রামবন্দনায় মজলেন তৃণমূলের গৌতম দেবও!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ রামের পুজোয় মাতলেন গৌতম দেব। তবে কেবল শ্রীরাম নয়, রামসীতার পুজো করলেন তিনি।রাম সবার, রামের পুজো মানে রাম সীতার পুজো। আর রামভজন মানে 'জয় শ্রী রাম' নয়, সেক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতা রাম' স্মরণ করলেন তিনি। তৃণমূল নেতার রামপুজো আক্ষরিক অর্থের গুরুত্বপূর্ণ। তবে তা রাজনৈতিক দিক থেকে নয়। কারণ তাঁর বক্তব্য, এর পিছনে কোনও রাজনীতি নেই। এর পিছনে রয়েছে নিতান্তই আধ্যাত্মিক চেতনা। গৌতম দেব বলেন, জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর খুবই প্রিয় ভজন। তিনি এটি সারা দেশের সমস্ত জায়গায় গেয়েছেন। সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের লক্ষ্যেই তাঁর এই ভজন। ইশ্বর-আল্লাহ তেরে নাম। আমাদের দেশে সীতারামই পূজিত হন। কিন্তু এখন শুধু শুনি জয় শ্রী রাম। কিন্তু সীতা কেন উচ্চারিত হয় না? সীতা মায়ের পুজো সমভাবে হোক, এটাই কাম্য। তিনি আরও বলেন, আমি কোনও ভোটের রাজনৈতিক কথা বলব না। রামায়ন আমাদের সবার। কথা বলতে বলতেই আবারও বেজে উঠল হারমোনিয়াম। সঙ্গে করমর্দন। তৃণমূল নেতা গাইলেন, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন সীমা রাম।

১০ দিনে 'রাম মন্দির' তৈরি করলেন চুঁচুড়ার অজয় প্রামাণিক

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া, ২২ জানুয়ারি ঃ ১০ দিনে 'রাম মন্দির' তৈরি করলেন চুঁচুড়ার অজয় প্রামাণিক। চুঁচুড়ার পেয়াড়াবাগানে জগন্নাথ বাড়ির তরফে এই রাম মন্দির তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছিল। হাতে খুব কম সময় পেয়েছিলেন। তবে শিল্পী জানান, সান বোর্ড দিয়ে রাম মন্দির তৈরির ইচ্ছা ছিল তাঁর। সুযোগ আসায় দিনরাত এক করেই সেরে ফেলেছেন রাম মন্দিরের রেপ্লিকা। অজয় প্রামাণিকের কথায়, দিন দশেক আগে অর্ডার পেয়েছি। এটা সান বোর্ডে তৈরি। ৬০ শতাংশ ফাইভার আর ৪০ শতাংশ কাগজে তৈরি এক ধরনের বোর্ড পাওয়া যায়। সেটা দিয়ে আদলটা তৈরি করা হয়েছে। এরপর রং করা হয়েছে। ছবি দেখেই বানানোর চেষ্টা করেছি। এর আগে অজয় ঘড়ির মোড়ে ঘড়ি, ব্যান্ডেল চার্চ, ষণ্ডেশ্বরতলা মন্দির-সহ একাধিক স্থাপত্যের রেপ্লিকা তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। অজয় প্রামাণিকের কথায়, এর আগেও অনেক কিছুই বানিয়েছি। গৌড়ীয় মঠ, ব্যান্ডেল চার্চ, ইমামবাড়া অনেক কিছুই বানিয়েছেন এর আগে। জানান, যেমন বরাত আসে সেইমতো তৈরি করেন। তবে রাম মন্দির তৈরি করার খুবই ইচ্ছা ছিল তাঁর। রাম মন্দির নিতে জগন্নাথ বাড়ির লোকেরা যখন আসেন, তখনও রং করা হচ্ছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরই শোভাযাত্রা সহকারে ' মন্দির' নিয়ে রওনা দেন তাঁরা। অজয় প্রামাণিক বলেন, যেহেতু রাম মন্দিরের ব্যাপার তাই আমি টাকা নিইনি। আমারও ইচ্ছা ছিল এটা বানানোর। তাই বানালাম। পারিশ্রমিক প্রায় নিইনি বললেই চলে।

বালেশ্বর স্টেশনে নতুন ফুট ওভারব্রিজের জন্য ফাউন্ডেশনের কাজ চলছে।

নদিয়ার রামায়ন শাড়ি পৌঁছে গেল অযোধ্যায়!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রামায়ণ শাড়ি! যে শাড়িতে ফুটে উঠেছে রামায়ণের কাহিনি। ১৪ মাস ধরে এমন শাড়ি বুনেছেন তাঁতশিল্পী জীবন বিশ্বাস। নদিয়ার ফুলিয়া সংলগ্ন রাঘবপুর থেকে এ শাড়ি পৌঁছে গিয়েছে অযোধ্যায়। রামলালার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে কোনও আমন্ত্রণ না পেলেও ফুলিয়ার তাঁতবস্ত্র ব্যবসায়ী দুই ভাই পিকুল রায় ও অনন্ত রায় তা নিয়ে হাজির হয়েছেন রামরাজ্যে। নদিযা়র তাঁতশিল্পীর সূক্ষ্ম হাতের কাজ যাতে রামমন্দিরে শোভা পায়, এই বাসনায়। অযোধ্যার মহা উসবে এ শাড়ি দান করে পিকুল, অনন্তরা প্রচার মাধ্যমের আলো পেলেও তাঁতশাড়ির মূল শিল্পী জীবন বিশ্বাস কিন্তু সেই তিমিরেই। জীবন বলেন, '১৪ মাস সময় .লেগেছে শাড়িটি বুনতে। পিকুল আমার মহাজন। তাই ওর কাছে রামায়ণ-শাড়ি বিক্রি করেছি। দাম পেয়েছি এক লক্ষ দশ হাজার টাকা। আমি এতেই তৃপ্ত। তা ছাড়া কী আর বলব?'১৪ হাত লম্বা সুদৃশ্য তাঁতশাড়িটি নিয়ে রবিবার সকালে অযোধ্যায় পৌঁছে যান পিকুল ও তাঁর দাদা অনন্ত। একটি মন্দিরে উঠে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পরে দুপুরে রামায়ণ শাড়িটি এই উৎসবের এক কর্মকর্তার হাতে তুলে দেন। এ দিন আবেগতাড়িত হয়ে পিকুল বলেন, 'বাইরে বিক্রি করলে এ শাড়ির দাম পেতাম কম করেও ছ'লক্ষ টাকা। ভগবানের মন্দিরে আমাদের জেলার তাঁত শাড়ির সূক্ষ্ম কাজের নমুনা থাকুক, এই ইচ্ছেতেই অযোধ্যায় এসে এটা দান করেছি। রাস্তায় নেমে আমরা রাজনীতি করি না। হাওড়া থেকে রিজার্ভেশন না পেয়ে ট্রেনের জেনারেল কম্পার্টমেন্টে উঠে কষ্ট করে অযোধ্যায় এসেছি। তবু মনে হচ্ছে কোনও কষ্ট হয়নি।' পিকুলদের বাড়ি রাঘবপুর মাঠপাড়ায়। আর জীবনের বাড়ি একই গ্রামের পুর্ব পাড়ায়। রানাঘাট বা হাওড়া থেকে ট্রেনে ওঠার সময়ে বা অযোধ্যায় নামার পরে সংবাদ মাধ্যমে পিকুলদের ছবি ছড়িয়েছে। ব্রাত্য থেকেছেন জীবন। পিকুল অবশ্য রামায়ণ শাড়ি নিজে বুনেছেন, এমন দাবি করেননি। শুধু বলেছেন, 'আমার দোকানে শাড়ির জোগান দেন এক তাঁতি, তিনি এটি বুনে দিয়েছেন।'

তৃণমূলের উদ্যোগে সংহতি পদযাত্রা হাওড়াতেও

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ জানুয়ারি ঃ ২২ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রামলালা মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিনই বিকেলে রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংহতি মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন। সেইমতন সোমবার বিকেলে হাওড়াতেও প্রতিটি ব্লকে সংহতি মিছিল হয়। মধ্য হাওড়ায় সংহতি যাত্রার নেতৃত্ব দেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়। এদিন মধ্য হাওড়া তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সংহতি যাত্রা এর আয়োজন করা হয়। শিবপুর ট্রামডিপো থেকে বিকেল সাড়ে ৩টেয় মিছিল শুরু হয়। অন্যদিকে, বাংলার সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সমস্ত মানুষকে এক হওয়ার ডাক দিয়ে এদিন বিকেলে সর্বধর্ম সমন্বয়ে দক্ষিণ হাওড়া তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে এক সংহতি পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। আমতলা ফাঁড়ি থেকে কাজীপাড়া মোড পর্যন্ত ওই মিছিল হয়। বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরী, তৃণমূলের দক্ষিণ হাওড়া ব্লক সভাপতি সৈকত চৌধুরী, তৃণমূল কংগ্রেসের হাওড়া জেলা সদর সম্পাদক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা পার্থ বোস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইউরোপ যাবার ভিসা পেল বাংলার রাধাবল্লভী-গজা-মালপোয়া-মুড়কি!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বিদেশে ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে গরমা গরম রাধাবল্লভী, মালপোয়া, গজা আর মি।কি খেতে চান? ভাবছেন সম্ভব কী করে হবে? এখন এই স্বপ্ন পূরণ সম্ভব! কারন,সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করে বিদেশে পাড়ি দিল বাংলার রাধাবল্লভী, মালপোয়া, গজা এবং মুড়কি। এই নোনতা এবং মিষ্টির 'কম্বো'-র বিদেশে পাড়ি দেওয়ায় খুশি প্রবাসী ভারতীয়রা। জানা গিয়েছে, রাধাবল্লভী, মালপোয়া বিদেশে পাঠানোর আগে উপযুক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। এরপরেই তা বিদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সূত্রের খবর, উপযুক্ত নিয়ম মেনে তা পাঠানো হয়েছে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে। ডেনমার্ক, সুইডেন সহ একাধিক দেশে গজা, রাধাবল্লভী, বোঁদে, মালপোয়া পাঠানো হয়েছে। প্রায় ৫০ কেজি করে এই খাবারগুলি পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি বিদেশে পাঠানো হয়েছে

১৫ কেজির মতো মুড়কিও। এছাড়াও আরও বরাত দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।আর এতেই রফতানি সংস্থাগুলি ব্যাপক খুশি। শীতের সময় সাধারণ গুড়ের মিষ্টিগুলির ব্যাপক চাহিদা থাকে। যেমন অর্ডার পাওয়া যাচ্ছে তেমন মিষ্টি বিদেশে পাঠানো হচ্ছে বলে জানান এক রফতানি সংস্থার মালিক। তিনি আরও বলেন, 'আগামীদিনে বাংলার এই খাবারগুলির চাহিদা বিদেশে আরও বাড়বে বলে মনে করছি।'এই প্রথমবার নয়, এর আগে পুজোর সময় পরীক্ষামূলকভাবে কিছু মিষ্টি বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। এরপর সেখানকার দোকান এবং মলগুলিতে নির্দিষ্ট কিছু দোকানে তা রাখা হয় এবং এক্ষেত্রে ভালো সাড়াও পাওয়া গিয়েছিল। এরপর তা যাতে বিদেশে রফতানি করা যায় সেই জন্য আইনি ছাড়পত্রের আবেদন করা হয়েছিল। আর তা জোগাড় করারক পরেই এখন এই খাবারগুলি বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। আগামীদিনে এই খাবার গুলির পাশাপাশি আরও কিছু খাবার বিদেশে রফতানি করা যায় কিনা, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

লোকাল ট্রেনের রাম ভজনা

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ২২ জানুয়ারি ঃ রাম-আবেগে মাতোয়ারা সারা দেশ। সোমবার রাম মন্দির উদ্বোধনের উন্মাদনা দেখা গেল লোকাল ট্রেনে । এদিন শিয়ালদামুখী শান্তিপুর লোকালে ধরা পড়ল সেই ছবি। ট্রেনের কামরায় রাম মন্দিরের ছবি লাগিয়ে, ফুল দিয়ে সাজিয়ে, লাড্ডু বিলি করলেন নিত্য যাত্রীদের একাংশ। আজ উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় নবনির্মিত রাম মন্দিরের উদ্বোধন ও মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঘিরে সারা দেশের পাশাপাশি উন্মাদনা রয়েছে এরাজ্যেও। বিভিন্ন প্রান্তেই একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। বাদ গেল না লোকাল ট্রেনের কামড়াও। এদিন ডাউন শান্তিপুর-শিয়ালদা ট্রেনের কামরা ফুল দিয়ে সাজানো হয়। অযোধ্যার রাম মন্দিরের ছবি সামনে রেখে লাড্ডু বিতরণ করতে করতে নিত্য ট্রেন যাত্রীরা রওনা দিলেন কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে।

কুলতলির কাঁটামারির বেহাল জেটির দ্রুত সংস্কারের দাবি তুললো স্থানীয় মানুষজন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ২২ জানুয়ারি ঃ সুন্দরবনের কুলতলির বেহাল জেটিঘাটের দ্রুত সংস্কারের দাবি তুললো স্থানীয় মানুষজন। আগের জেটি ভেঙে পড়েছিল। তাই কিছু দূরে তৈরি করা হয়েছিল নতুন কংক্রিটের জেটিঘাট। কিন্তু তার অবস্থাও ভয়াবহ। নামে ঢালাই হলেও, কংক্রিটের সঙ্গে নদীর পাড়ের মাটির কোনও যোগ নেই। জেটি থেকে এক চিলতে একটি কাঠের তক্তা পাতা, তা দিয়েই ওঠানামা করতে হয়। হামেশাই পা পিছলে পড়ে লোকজন। তাছাড়া জেটির স্ল্যাবগুলিও ভাঙা, চারদিকে কোন ও রেলিং নেই। সেই জন্য প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি পঞ্চায়েত, ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও সুরাহা এখনো হয়নি।আর এই দূর্দশার ছবি

উঠে এলো সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের কাঁটামারি বাজার এলাকা থেকে। আর এই প্রসঙ্গে কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপা সর্দার বললেন, কিভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় দেখছি। সুন্দরবনের কুলতলি থানার দেউলবাড়ি দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু প্রাচীন ও জনপ্রিয় মাছের বাজার বলতে কাঁটামারি বাজার। এই এলাকাতে কয়েকশো মস্যজীবী পরিবারের বাস। তাঁদের সুবিধার্থেই জেটিঘাট তৈরি করা হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। কিন্তু তাঁর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। তাই তড়িঘড়ি তিন বছর আগে ওই জেটি থেকে কিছু দূরে প্রশাসন আর ও একটি জেটিঘাট তৈরি করে দেয়। এই জেটিঘাট থেকেই নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরতে যায় মৎস্যজীবীদের ট্রলার। আবার অনেক যাত্রী এই জেটিঘাট থেকেই নৌকা করে কৈখালি যান। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, জেটিতে কোনও রেলিং নেই। কংক্রিটের স্ল্যাব অনেক জায়গাতে ভেঙে গিয়েছে। পর্যটকদের বোট বা লঞ্চ ও মৎস্যজীবীদের ট্রলারের ভিরে সময়ে ঘাটে নামতে গিয়ে বিপদ ঘটে যায়। অনেকেই নদীতে পড়ে যান। সন্ধ্যার সময় কোনও আলোর ব্যবস্থাও নেই জেটিঘাটে। তাই সমাজবিরোধী ও মদ্যপদের আড্ডা বসে যায় জেটিঘাট চত্বরে। কাঁটামারি বাজার এলাকায় মাছের বাজারের জন্য এই জেটি ধরেই মৎস্যজীবীরা আসেন। জেটির অবস্থা নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানানো হলেও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অবিলম্বে এই জেটি মেরামত করার দাবি জানানো হয়েছে প্রশাসনের কাছে।আর এ ব্যাপারে কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য বলেন,আমি কিছুদিন আগে বিডিও হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছি। আমি বিষয়টি দেখছি।

আমতা ও উলুবেড়িয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের সংহতি যাত্রা

বাপ্পাদিত্য ঘোষাল, ২২ জানুয়ারি ঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮ তম আবির্ভাব দিবসের আগে বাংলায় সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতেই রাজ্যজুড়ে সংহতি যাত্রার ডাক দেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো সোমবার কলকাতার হাজরা থেকে পার্কসার্কাস পর্যন্ত সংহতি যাত্রায় নেতৃত্ব দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ব্লকে ব্লকেও সংহতি যাত্রার আয়োজন করা হয়। জেলার মিছিল গুলির মাধ্যমে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দেওয়া হয়। এদিন উলুবেড়িয়া উত্তর ও আমতা কেন্দ্রে সংহতি যাত্রায় নেতৃত্ব দেন যথাক্রমে বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি ও সুকান্ত পাল। তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছেন, এই মিছিল অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পাল্টা কোনও কর্মসূচি নয়। সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বাতাবরণ জাগিয়ে তোলার জন্যই এই মিছিল। তাঁরা জানিয়েছেন, লোকসভা

নির্বাচনের আগে রাম মন্দির উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে বিজেপি গিমিক তৈরি করতে চাইছে। কিন্তু এ রাজ্যে তারা হালে পানি পাবে না। উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের মিছিলে বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিমল দাস,উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক শুভজি সাহা,আমতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী বাগ, যুব সভাপতি পিন্টু মন্ডল, ছাত্রনেতা রুহুল আমিন খান সহ বিশিষ্ট নেতৃবর্গ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৫৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৮ মাঘ ১৪৩০

প্রাচীন হৃত গৌরব

প্রাচীন ভারতের গৌরব ছিল। আর বর্তমান ভারতের সেই গৌরবকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে উদ্যোগী গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতের চিকিৎসা বিদ্যা থেকে শুরু করে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে ফিরিয়ে কীভাবে আনা সম্ভব তা নিয়ে চলছে রীতিমতো গবেষণা। প্রাচীন ভারতের যুগকে স্বর্ণ যুগ বলা যেতে পারে। সেই সময়কার মানুষের মনে এতো হিংসা ছিল না। এত বিদ্বেষ জাতিভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু জাতি ভেদাভেদ আসার ফলে ভারত ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করে দিল। বীরত্ব আর থাকলো না। গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের কাছে নতি স্বীকার করবেন না বলেই পুরু বীর রাজার মতো সংগ্রাম করেছিলেন। তাতে আকেজান্ডার মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তার ফলে তিনি পুরুকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে মৈত্রীর সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন। ভারতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। তিনি নিম্ন জাতিকে সমাজে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ সমাজের নিম্নজাতির ওপরে খুবই অত্যাচার করতো। এমনকী বহু সময়ে এই সব নিম্ন শ্রেনি লোকেরা উচ্চ বর্ণের হয়ে বেগার শ্রম দিত। বিনিময়ে দুই বেলা আহার জুটতো। একেবারে ক্রীতদাস প্রথার মতো বলা যেতে পারে। এরপরে একই অবস্থা চলছিল তখন ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা বা ফ্রান্সে কিংবা রাশিয়াতে। চিন দেশেও তখন দুর্বলদের ওপরে সবলের অত্যাচার ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই একটি সীমারেখা থাকতো। ব্যাপক দুর্নীতি তখন ছিল না। তখন পরিবার বা সমাজের শাসন ছিল। কিন্তু এখন তো সামাজিক শাসন বলতে গেলে উঠে গিয়েছে। এখন আর সমাজ বলে কোনও কিছুই নেই। তখন সমাজ একজন বিপদগ্রস্ত লোককে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতো। এখন সমাজ বলে কোনও কিছু না থাকার ফলে মানুষ বিপদে পড়লে কাউকে ডেকে সাহায্য পাওয়া খুবই কঠিন। তখন রাজারা যদি দুর্নীতি কাজে লিপ্ত থাকতো তাহলে তাতে জবাব দিহি করতে হতো। তিনি যে অপরাধ করেছেন তা কবুল করতে হতো। আজকে তার কোনও বালাই নেই। দুর্নীতি করলে তাকে বাধা দেওয়ার কেউই নেই। বর্তমান পরিবেশটা অন্য ধারায় প্রবাহিত। অতীতে সংবাদপত্রে সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি সমালোচনা করা যেত। এমনকী দেশের প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যদি কোনও অন্যায় কাজ করতেন তাহলে তার পরদিন তাঁর বিরুদ্ধে ফলাও করে খবর প্রকাশ হতো। এখন তা হয় না। দুর্নীতির খবর প্রকাশ করা হয় বটে। কিন্তু তার মধ্যে থাকে দুর্নীতিকে চাপা দেওয়ার অপকৌশল। পশ্চিমী দেশগুলিতে কোনও মন্ত্রী দুর্নীতি করলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে তা হওয়ার জো নেই। মন্ত্রীরা যদি দুর্নীতি করেন তাহলে তাকে প্রমাণ করা খুবই কঠিন। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির খবর প্রকাশ পেলেই বলা হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ভারতীয় আইন এমন হওয়া উচিত কোনও মন্ত্রী বা সাংসদ যদি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে আদালতে দ্বারা অভিযুক্ত হন তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীত্ব এবং সাংসদ বা বিধায়ক পদত্যাগ করতে হবে। আদালত থেকে নিজের নির্দোষ প্রমাণ করে আবার তিনি সাংসদ বা মন্ত্রীত্ব ফিরে পাওয়ার অধিকারী হতে পারেন তার আগে নয়। এমনকী দুর্নীতি দায়ে তাকে রাজনৈতিক দল থেকে বহিষ্কৃত করতে হবে। এই রকম সিদ্ধান্ত যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে দেশ থেকে দুর্নীতি মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির ওপরে আদালত যেভাবে শাস্তি আরোপ করে দোষী বলে অভিযুক্ত করে তাঁর সাংসদ পদটা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ঠিক এ কই রকম পদ্ধতি সবার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা উচিত। সংসদের সদস্য বা মন্ত্রীত্ব সম্পত্তি নয়। যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকছেন এবং দুর্নীতিকে যে সমর্থন করছে তাদেরকে বহিষ্কার করা উচিত। এটা না করতে পারলে কিন্তু দেশকে রক্ষা করা খুবই কঠিন হবে। ভারতের এই কঠিন অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার পথ তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। এখন রাজনৈতিক স্বচ্ছতার খুবই প্রয়োজন। আর্থিক স্বচ্ছতার প্রয়োজন। রাজনৈতিক এবং আর্থিক স্বচ্ছতা থাকলে দেশ শক্তিশালী হতে বেশি সময় নেবে না। দেশকে শক্তিশালী করতে প্রধান অস্ত্র হচ্ছে স্বচ্ছতা। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা থাকার খুবই প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতের যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল তা অত্যন্ত উচ্চ মানের। তখন বহু গ্রাম্য কবিরা মহাকাব্য রচনা করে গিয়েছেন। রামায়ণ মহাভারত সবই কিন্তু গ্রাম্য কবিদের লেখা। মঙ্গল কাব্য থেকে শুরু করে শিবায়ন কাব্য যাঁরা রচনা করেছেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্য খুব বিশাল ছিল না। কিন্তু তাদের কাব্যিক শক্তি এবং কল্পনা অত্যন্ত প্রখর ছিল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষক ওটেনের আর্শীবাদ লাভ করেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস

রবীন্দ্র কুমার শীল

যে গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তা কিন্তু সহজে মিটে যায়নি। দু'দুটো তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। প্রথম তদন্ত কমিটি তৈরি করেছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ জেমস। তারপরে দ্বিতীয় তদন্ত কমিটির তৈরি করা হয়েছিল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে। কলেজের অধ্যক্ষকে এই কমিটির সদস্য করা হয়েছিল। কিন্তু অধ্যক্ষের সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই এই তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়েছে তাই অধ্যক্ষ নিকে অপমানিত বোধ করে কমিটির সদস্যপদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন এবং বিশেষ করে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তি অধ্যক্ষ মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। তবে তদন্ত কমিটির সামনে ওটেন কোনও ছাত্রে নাম করে নালিশ করেননি। তিনি কি ঘটনা হয়েছিল তাও পরিস্কার করে বলতে পারেননি বা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। তাহলে দেখা গেল যে শিক্ষক স্বয়ং ছাত্রদের নামে নালিশ করতে অপারগ হচ্ছেন। যে শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছেন তিনি নিজেই তদন্ত কমিটির কাছে দোষী ছত্রে নাম বলতে পারছেন না কিংবা দ্বিধাবোধ করছেন। তাহলে দেখতে পাওয়া গেল যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে তদন্ত কমিটি ঘটনার সত্যকে প্রকাশ করেছেন বা বলতে গেলে বহু কথার মধ্যে দিয়ে সার কথাটাকে প্রকাশ করেছেন। তদন্ত কমিটির সদস্যরা প্রকৃত অভিযুক্ত ছাত্রদের নাম বলতে পারেনি। তারা অনুমান করতে শুরু করে দিয়েছিল যে সুভাষ চন্দ্র বাস এবং অনঙ্গমোহন দাম দোষী ছিল। সেই নিগৃত শিক্ষক পরবর্তীকালে সুভাষ বোসের রহস্যজনক নিহত হওয়ার সংবাদ ব্যথিত করে ছিল এবং তিনি আশ্চর্য হযেছিলেন। হাজার হোক সুভাষ বোস তাঁর ছাত্র ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি তাঁর সুভাষকে ছাত্রকে সম্মান দিয়ে একটি সনেট রচনা করেছিলেন যার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ১৯৬৭ সালে। তাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে শিক্ষক ওটেন সুভাষকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রত্যেক ছাত্রদের ভালোবাসতেন। তিনি চাইতেন ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জগৎ সভায় যতে বড় হতে পারে। সেই দিকে তাঁর বেশি নজর ছিল। সেই কারণে তিনি ক্লাস চলাকালীন কোনও গণ্ডগোল বরধাস্ত করতে পারতেন না। তবে এটা ঠিক যে ওডেন নিজেকে একজন বলিষ্ঠ ইংরেজ শিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তিনি ছাত্রদের কাছে ব্রিটিশ গর্বের কথাকে তুলে ধরতেন এবং তার সঙ্গে বাংলার বিশেষ করে ভারতের তুলনা করতে বহু নিন্দামূলক বাক্য ব্যবহার করতে পারেন। সেই কারণে শিক্ষক ওটেনের ওপরে ছাত্র সমাজ বেশ রুষ্ট ছিল। তব শিক্ষক হিসাবে ওটেন যে খুব উঁচু দরের শিক্ষক ছিলেন সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে যখন তিনি তদন্ত কমিটির সামনে কোনও ছাত্রের নাম ধরে নালিশ করেননি। ছাত্ররা তাঁর কাছে ছেলে মানুষ। তারা মধ্যে মধ্যে মাথা গরম করে থাকতে পারে। তা বলে তাদেরকে কলেজ থেকে বহিস্কার করে দেওয়া বা উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না শিক্ষক ওটেন। ওটেন নিগ্রহের পরে ছাত্ররা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। তারা দুইদিন ক্লাস করেনি। ছাত্ররা দাবি করতে শুরু করে দিয়েছিল যে ওটেন ছাত্রদের গায়ে হাত দিয়েছেন। এর প্রতিকার করতে হবে। শিক্ষক ওটেনকে কেন্দ্র করে যেভাবে কলেজের পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে শেষ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেল যে শিক্ষকতার পদ থেকে নিজেকে সরিয় নিয়ে ওটেন সামরিক বাহিনীতে যোগদান করলেন। তবে তদন্ত কমিটির সামনে সুভাষ সব দোষের বোঝা নিজের কঁধে বহন করেছিলেন। আসলে ওটেনের ঘটনাটি হচ্ছে রাজপুরুষদের প্রতি ভারতীয়দের প্রতিবাদ। কলেজ তথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার হয়েছিলেন সুভাষ। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২.০৭.১৯১৭ সালে সুভাষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেয়। তার ফলে সুভাষ চন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে এবং বিএ ক্লাসে ভর্তি হন এবং ১৯১৯ সালে তিনি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। এরপরে আর সুভাষের সঙ্গে ওটেনের কোনও সাক্ষাৎ বা আলোচনা হয়নি। ১৯৫০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবর্ষ স্মারক পত্রিকায় অধ্যাপক ওটেন কলজের পড়াশুনার অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে একটি ছোট স্মৃতিচারণা করেছিলেন। সেখানে ছাত্র ধর্মঘট কথা উল্লেখ থাকলেও সুভাষের কথা সেখানে ছিল না। তবে ১৯৪৫ সালে সুভাস বোসের রহস্যজনক মৃত্যর খবর পাওয়া মাত্র তিনি যে ব্যথিত হয়েছিলেন তা পরিস্কার। সুভাষের প্রতি স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে একটি সনেট রচনা করেছিলেন তিনি। সনেটটি হল -" Did I once suffer, Subhash,

at your hand? /Your patriot heart is stilled! I would forget! /Let me recall but this, that while as yet /The Raj that you once challenged in your land / Was mighty, Icarus -like your courage planned / To met the skies and storm in battle set /The ramparts of high Heaven, to claim the debt / Of freedom owed, on plain and rude demand. / High Heaven yielded, but in dignity / Like lcarus, you sped towards the sea / Your wings were melted from you by the sun, / The genial patriot fire that brightly glowed / In India's mighty heart and flamed and flowed / Earth from her Army's thousnad victories won! (by -Edward Farley Oaten)। ওডওয়ার্ড ফার্লে ওটেন (১৮৮৪-১৯৭৩) তিনি একটি বই রচনা করেছিলেন সেই বইটির নাম হচ্ছে " মাই মেমোরিজ ইন ইণ্ডিয়া"। সেই বইটিতে সুভাষকে 'তরুণ আদর্শবাদী' বলে অভিহিত করেছিলেন। কবিতাটর সঙ্গে একটি গল্প রয়েছে। গল্পটি হল এই রূপ-" আইক্যারাস ছিলেন ডিডালাসের পুত্র। তিনি যখন ক্রিট দ্বীপ থেকে উড়ে যাবার সংকল্প করেছিলেন তখন তাঁর পিতা তাঁর দেহের সঙ্গে গালা দিয়ে তৈরি দুটি ডানা জুড়ে দিয়ে বলেছিলেন, তিনি যেন বেশি ওপরে ওঠার চেষ্টা না করেন। আইক্যারাস পিতার এই কথাকে ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি এত ওপরে উঠেছিলেন যে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে তাঁর দুই ডানা গলে গিয়েছিল এবং তিনি সমুদ্রের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। বর্তমানে এই সমুদ্র তাঁর নামানুসারে 'আকেরিয়ান সাগর' নামে পরিচিত। কবিতাটির প্রতি ছত্রের সুভাষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগের প্রকাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছে। কবিতাটি তাঁর "সঙস অব ওটেন অ্যাণ্ড আদার ভার্সেস" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ড. বিমান বিহারী মজুমদার তাঁর "ওটেন ও সুভাষ' নাম প্রবন্ধে এই কবিতারটির চমৎকার বঙ্গানুবাদ করে গদ্যে প্রকাশ করেন-" সুভাষ, তোমার হাতেই কি আমি একদিন লাঞ্ছিত হয়েছিলাম? তোমার সেই স্বদেশভক্ত হৃদয়ের গতিবেগ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এই কথা যে ভুলিতে পারিলেই ভাল হত। আজ মনে পড়ে যে তোমার দেশে তুমি যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়াছিলে তাহা ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু তুমি সাহসের সহিত আইক্যারাসের মতন আকাশে উঠিয়া অমরাপুরীর দুর্গপ্রাচীর সংগ্রামের মধ্যে ভাঙিয়া ফেলিবার দুঃসাহসিক সংকল্প করিয়াছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল তোমার দেশের যে স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছিল ও যাহার জন্য নিয়মতান্ত্রিক (plain) এবং রূঢ় (rude) রক্তাক্ত দাবি করা হইয়াছিল তাহা ফিরিয়া পাওয়া। ক্যাবিনেট-মিশন পাঠাইয়া সেই রাজশক্তি (High Heaven) তোমাদের দাবি মানিয়া লইতে রাজি হইয়াছিল; কিন্তু তোমার সম্মান ও মর্যাদাবোধ তোমাকে আইক্যারাসের মতন সমুদ্রের অভিমুখে চালিত করিয়াছিল। তোমার পাখা সূর্যের তাপে গলিয়া গেল। ওই তাপ হচ্ছে ভারতমাতার বিশাল হৃদয়ে যে স্বদেশভক্তির আগুন প্রোজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পাইতেছিল তাহাই। ভারতীয় সেনাদলের সহস্র বিজয়ে ওই দীপ্তি ভাস্কররূপে প্রবাহিত হইয়াছিল। (মাসিক বসুমতী, আশ্বিন, ১৩৭৬) । ১৩৪৫ সালের মাঘ শান্তিনিকেতনে বসে রবীন্দ্রনাথ সুভাষ চন্দ্রকে 'দেশনায়ক' পদে সম্মানিত করে একটি বাণী পাঠ করেছিলেন। সেই প্রবন্ধের শুরুটা হয়েছিল এই বলে-"বাঙালি কবি আমি, বাংলা দেশের হয় তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করছি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আর্বিভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় অধিনায়ক।" সুভাষ চন্দ্র বোসের ওপরে কবিগুরু আস্থা রাখতে পেরেছিলেন যে পরাধীন দেশকে মুক্ত করার শক্তি তাঁর মধ্যে রয়েছে। কবিগুরুর দুরদর্শিতা ছিল। সেই দিব্য দৃষ্টি দিয়ে তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে একদিন না একদিন ভারতমাতার শৃঙ্কল মোচন করতে সুভাষ বড় ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সেই কারণে কবিগুরু 'দেশনায়ক' প্রবন্ধে সুভাষকে উদ্দেশ্য করে লিখছেন, এইরকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।" কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আরও সুভাষ সম্পর্কে লিখেছেন," সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আধাঁরের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা-তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনশক্তির প্রমাণ।' সুভাষের ওপরে কবি বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দেশনায়ক হওয়ার মতো যোগ্যতা নিয়ে ভারতমাতাকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করতে পারবেন। সেই শক্তি সুভাষচন্দ্র অর্জন করতে পেরেছেন। "বহুকাল পুর্বে একদিন আর-এক সভায় আমি বাঙালি সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দশ্যে বাণীদূত পাঠিয়েছিলাম।" মনে হয় তিনি সম্ভবত শ্রীঅরবিন্দ এর কথাই বলেছেন। তারপরে তিনি সুভাষকে এই বাণী পাঠালেন। শেষ দিকে তিনি লিখছেন-" তারপরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে, যে দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ- দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।"

বহুজাতিক শিল্পে কাশ্মীর

কাশ্মীরে বিনিয়োগ করতে প্রায় সব শিল্পপতিরা আগ্রহ প্রকাশ করেছে। রিলায়েন্স থেকে শুরু করে টাটারা পর্যন্ত এখন কাশ্মীরে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। কাশ্মীর ক্রিকেট বোর্ড থেকে বলা হয়েছে যে এবারে কাশ্মীরে আইপিএল খেলা হবে। আইপিএল খেলা চালু করলে কাশ্মীর নবজীবন লাভ করবে খেলাধুলায়। মেয়েরা পর্যন্ত খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। মেয়েদের ফুটবল ক্রিকেট খেলা চালু করতে চলেছে কাশ্মীরের ক্রীড়া দফতর। আসলে কাশ্মীরকে এখন সামনের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে চলছে। পেছনে ফিরে তাকানোর আর কোনও সময় নেই। সেখানে প্রযুক্তি বিদ্যাকেন্দ্র স্থাপন করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। আধুনিক বহু শিক্ষা কেন্দ্র এবং পরিবেশ আনুযায়ী শিল্প স্থাপন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে শিল্পপতিরা। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধি একবার ইউপিএ সরকার থাকাকালীন কাশ্মীর সফর করেছিলেন শিল্পপতি টাটাদের সঙ্গে নিয়ে। সঙ্গে ছিলেন স্বয়ং রতন টাটা। তিনি কাশ্মীরে পরিবেশ অনুযায়ী শিল্প গড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে টাইটান ঘড়ি তৈরি একটি কারখানা তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই শিল্প গড়ে তোলা এখনও সম্ভব হয়নি। তবে আগামি কয়েক বছরের মধ্যে সেখানে টাইটান কারখানা গড়ে তোরা ব্যাপারে সরকার এগিয়ে আসবে বলে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে। এবারে রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একেবারে পাকিস্তানকে কুপোকাৎ করে দিয়েছেন। পাকিস্তান এখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। বিশ্ব জয় করে এলেন নরেন্দ্র মোদি। তিনি যে যথেষ্টভাবে পাকিস্তানকে বেগ দিয়েছেন সেটা পরিস্কার। তার সঙ্গে বাঙালি মহিলাও ছিলেন। তিনি হচ্ছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রথম সচিব বিদিশা মৈত্র। তিনি দেখিয়ে দিলেন পাকিস্তান কীভাবে এই উপমহাদেশে অশান্তি ডেকে নিয়ে আসছে। পরমানু হামলার হুমকি দিচ্ছে। কাশ্মীর তো ভারতের অংশ। সেটা কিন্তু পাকিস্তান তাদের অংশ বলে গ্রহণ করতে পারে না। কাশ্মীরে অহিংসার পরিবেশ তৈরি হলে সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটবে। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনীতির বিকাশ লাভ করবে কাশ্মীরে। ইট পাথর ছোড়া সেনাদের দিকে তাক করে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এখন আর কোনও সুবিধা করতে পারছে না। তরুণ কাশ্মীরীদের উস্কানি দিয়ে ভারতীয় সেনাদের দিকে তাক করে যে ইট পাথর ছুড়তো সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে। ভারতে পাক রাষ্ট্রদূতের আর ক্ষমতা নেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ডেকে বৈঠক করার। সব কিছু একেবারে খতম করে দিয়েছে মোদি সরকার। এটা করা খুব জরুরী ছিল। না হলে কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে চিরকাল ভারতকে ভুগতে হতো।

ট্রাম্প 'মানসিক ভারসাম্যহীন' বলে কটাক্ষ করতে শুরু করেন নিকি হ্যালি

আমেরিকার আবার প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি যাতে দ্বিতীয়বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে পারেন তার জন্য জোরদার প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হলে গেলে প্রতিটি প্রদেশ থেকে পচ্ছন্দের তালিকায় জিতে আসতে হবে। নাহলে তিনি কিন্তু প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না। এদিকে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। দেশের সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তিনি আবার প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হতে পারবেন কিনা। কলেরেডো আদালত ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দিয়েছে। তাদের রায় বলছে যে ট্রাম্পের আমেরিকার প্রেসিডন্ট হওয়ার যোগ্যতা নেই। তাঁর সময়ে আমেরিকার প্রশাসনিক ভবন থেকে শুরু করে মার্কিন কংগ্রেসে হামলা করা হয়েছিল। মার্কিন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। মার্কিন নির্বাচন কমিশনের রায়কে তিনি স্বীকার করে নিতে চাননি। তিনি বলেছিলেন নির্বাচন কমিশনের রায়কে মানেন না। আমেরিকার গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে ট্রাম্প যা যা করা দরকার তাই করতে শুরু করে দিয়েছিল। তাঁর আমলেই আমেরিকার মধ্যে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ বিভেদ দেখা দিতে শুরু করে। ব্লাক লাভার্স আন্দোলন তাঁর সময়ে শুরু হয়। মার্কিন পুলিশ একজন কৃষ্ণাঙ্গকে হাঁটু দিয়ে চেপে মেরে ফেলে তা নিয়ে সারা আমেরিকার তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। সব দিক খতিয়ে দেখে আদালত থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে টাম্পকে আবার দেশের প্রেসিডেন্ট করলে বিপদ বৃদ্ধি পেতে শুরু করবে। এমনকী ট্রাম্পর মার্কিন জনগণকে ঠাণ্ডা করতে মার্কিন সেনা ব্যবহার করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মার্কিন সেনাপতি মার্কিন সেনা নামিয়ে মার্কিন নাগরিকদের ঠাণ্ডা করতে এগিয়ে আসেননি। ট্রাম্পের সব কিছুর পিছনে দেশদ্রোহিতার কাজ দেখতে পাওয়া গিয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে দেশের মধ্যে এই রকম বিশৃঙ্খলা আর আগে কাউকে করতে দেখা যায়নি। তার ফলে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছেন নিকি হ্যালি। নিকি হ্যালি বলেছেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়ার কোনও যোগ্যতা নেই। তিনি মানসিক রোগী। স্থিতিহীন মানুষ। তিনি যা করছেন প্রেসিডেন্ট হয়ে তাতে কলঙ্ক বেড়ে গিয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে কালির দাগ দিয়ে গিয়েছেন ট্রাম্প। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য দুটি দলের মধ্যে ভোটাভুটি হয়ে থাকে। রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট দলের অভ্যন্তরীন ভোটের ফলাফল যার দিকে বেশি হবে তিনি প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হতে পারবেন। রিপাবলিক্যান দলের তিন প্রার্থী- ট্রাম্প, ফ্লরিডার গর্ভনর রন ডিস্যান্টিস এবং নিকি হ্যালি। আইওয়ার ককাস থেকে ৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে এগিয়ে গিয়েছেন ট্রাম্প। পরপরে রয়েছে হ্যাম্পশায়ারের ভোট। এখানে নিকি মাত্র সাত পয়েন্টে পিছিয়ে রয়েছেন ট্রাম্পের চেয়ে। আসলে ট্রাম্প জিততে পারছে তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তিনি বারবার বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে আমেরিকায় আমেরিকাবাসীদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করার দিতে নজর দেবেন। তার ফলে যারা বিদেশ থেকে এসে আমেরিকার চাকরি করতে শুরু করে দিয়েছে যা অভিবাসন করতে শুরু করেছে তাদেরকে পত্রপাঠ বিদায় গ্রহণ করতে হবে। আমেরিকার ওপরে এশিয়াবাসীরা এসে ক্রমশ চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে বহু আমেরিকাবাসীরা তাদের দেশে চাকরি পাচ্ছে না। কাজ পাচ্ছে না। সব কাজ পেতে শুরু করে দিয়েছে বিদেশিরা। আমেরিকাবাসীর রাজের নিশ্চয়তা করতেই ট্রাম্পের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এদিকে অন্য প্রার্থীরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে আমেরিকায় এসেছে বহু দেশের মেধারা। তাদের মিলিত শক্তি সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে আমেরিকা বিশ্ব সেরা। বিশ্বের সেরা মেধা শক্তিতে সম্মিলিত হচ্ছে আমেরিকা। আমেরিকা বিজ্ঞানে উন্নত তার একচি মাত্র কারণ হচ্ছে বিশ্ব মেধারা তাদের শক্তিকে এখানে প্রয়োগ করেছে। তথ্য প্রযুক্তিতে আমেরিকা বিশ্ব জয় করতে শুরু করে দিয়েছে একটি মাত্র কারণে বিশ্বের মেধা শক্তির সম্মেলিত উৎসের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু ট্রাম্প এই সব তত্ত্ব কথায় বিশ্বাস করছেন না। তিনি শুধু আমেরিকার ফর আমেরিকান তত্ত্বকে সমানে রেখে দ্বিতীয় বারের জন্য আমেকিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ক্যাপিটাল হিলের ওপরে যে আক্রমণ ট্রাম্পের সমর্থকেরা করেছিল সেই হামলায় দায় নিকি এবং তৎকালীন হাউস স্পিকার ন্যান্সি পোলোসির ওপরে চাপিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। এই প্রসঙ্গে নিকি বলেছেন যে তিনি ক্যাপিটল হামলা রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তার কারণ তিনি সেই সময়ে ওয়াশিংটনে ছিলেন না। কিন্তু ট্রাম্প এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারবার তাঁর ওপর ফেলে আক্রমশ করতে শুরু করে দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট তো ক্যাপিটলে ছিলেন। তিনি তখন কেন তিনি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেননি। আসলে নিকিকে হেনস্থা করতে এটা ট্যাম্পের কৌশল বলা যেতে পারে। এদিকে ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প নিকির ভারতীয় বংশ পরিচয় এবং অভিবাসী নিয়ে ব্যঙ্গ করতে শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন নিকির আসল নাম হচ্ছে নিমরতা নিকি রণধাওয়া

উত্তর ভারতের রামায়ণের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে দক্ষিণের

উত্তর ভারতের রামায়ণের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের রামায়ণের পার্থক্য রয়েছে। উত্তর ভারত বাল্মীকি রামায়ণকে অনুসরণ করে। উত্তর ভারতের বাসিন্দা ছিলেন বল্মীকি। তিনি সেখানে সাধনা করে শক্তি অর্জন করেছিলেন। রামায়ণ লেখার শক্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি রামায়ণ রচনা করার আগে নিজেকে সাধানার মধ্যে গিয়ে পরিশালিত করে কলম ধরে ছিলেন। তখন তালপাতার পুঁথিতে লেখা হতো। আবার সেই সময়ে কেউ কেউ পাথর কিংবা চামড়া গায়ে নিজেদের মনে কথা লিখে রাখতো। বাল্মীকি রাম সাধনা করে তিনি রামায়ণ রচনা ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রামায়ণ লিখতে বেশ কয়েকটি বছর কেটে গিয়েছিল। তবে ঠিক কত সালে রামায়ণ লেখা শুরু হয়েছিল তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারবে না। তবে রামের যাত্রা পথ শুরু হয়েছিল উত্তর ভারত থেকে। তখন অযোধ্যার আশপাশ অঞ্চলে গভীর ঘন জঙ্গল ছিল। সেই সব জঙ্গল কেটে মধ্যে খানে খানিকটা জায়গা নিয়ে গড়ে উঠে ছিল অযোধ্যা। এই অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন দশরথ। তিনি অযোধ্যার রাজা ছিলেন। তখন শুভ পরিণতয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। রামের জন্য সীতাকে গ্রহণ করে নিয়ে আসা হয়েছিল জনক রাজের কাছ থেকে। জনক তখন নেপালে অবস্থিত। ইতিহাসবিদেরা বলতে শুরু করেছেন যে বাল্মীকি ভুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি দেশের ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান ছিল। রাম উত্তর ভারতের লোক হয়েও তিনি দক্ষিণ ভারত জানতে পেরেছিলেন। রাম বালীকে হত্যা করে সেখানে সুগ্রীবকে রাজা করেছিলেন। তখনকার সময়ে দাদা বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করলে তা সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য হতো না। তখনকার সময়ে এটাই চিল সামাজিক রীতি। তার ফলে বিধবা বিবাহ সেই সময়ে ছিল। জানতে পারা গিয়েছে যে শ্রীলঙ্কার রাজা রাবণের মৃত্যুর পর তাঁর বহু বিধবা স্ত্রীকে বিভীষণ বিবাহ করে ছিলেন। দাদার পরলোকগমনের পর স্ত্রীরা যদি ইচ্ছা করতো তাহলে জীবিত দেওয়রদের বিবাহ করতে পারতো। তাতে সমজে কোনও নিন্দা ছড়াতো না। বাল্মীকি রামায়ণ অনূসারে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সমুদ্রের ওপরে সেতু তৈরি করতে রামেশ্বরমের পাশে এমন একটি স্থান খুঁজে পেয়েছিলেন যেখানে রাম সেতু নির্মাণ করেছিলেন। ধনুষ্কোড়ি হল সেই স্থান যেখানে রাম সেতু নির্মাণ করেছিলেন। এই গভীরতা একটি নদীর সমান। তামিলনাড়ুর পূর্ব উপকূলে রামেশ্বরমের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এই গ্রাম। উত্তর ভারতের রামায়ণের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের রামায়ণের বহু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রাম উত্তর ভারত থেকে এসে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন। তিনি যেমন অযোধ্যার রাজা ছিলেন পাশাপাশি তিনি আবার দক্ষিণ ভারতকে কব্জা করতে শুরু করে

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

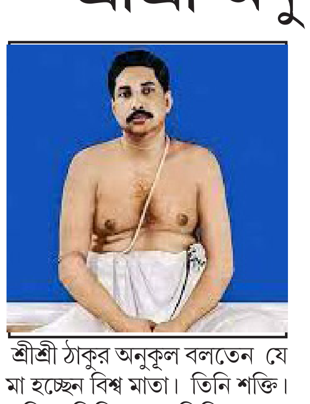

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বলতেন যে মা হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তিনি ধ্যান। তিনি ধারনা। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তি আধার। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখেন মা। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মা। জীবনে চলতে গেলে আদ্যামায়ের শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। আদ্যাশক্তির বলেও চলাফেরা করা সম্ভব। সেই আদ্যাশক্তি দিয়েই মানুষ চলাফেরা করে। তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী।

কলকাতার কথা ঃ গ্রাম কলকাতার চিহ্ন

শহর কলকাতা আগে গ্রাম ছিল। তখনও জব চার্নক এসে উপস্থিত হননি। জব চার্নক উপস্থিত হওয়ার পর থেকে গ্রাম কলকাতা শহর কলকাতায় পরিণত হতে শুরু করে। তবে কলকাতা যে গ্রাম ছিল তার পরিচয় আমরা এখনও জানতে পারি। যেমন এখনও রয়েছে নাপিত বাগান। নাপিত বাগান এলাকায় নাপিতদের বসবাস ছিল। আবার আছে মুচি পাড়া। এখানেন বহু মুচিরা

বসবাস করতো। জেলে পাড়া রয়েছে। জেলেরা এখানে বসবাস করে। জেলে পাড়ার সঙ একটি বিখ্যাত কলকাতার সঙ। আবার রয়েছে ছুতোর পাড়া। এখানে এখন বেশ কয়েক পরিবার ছুতোর রয়েছে। কলকাতার প্রাচীন নামের সঙ্গে কলকাতার গ্রামীন গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। কলুটোলা। কলুটোলা নামকরণ হওয়ার পিছনে রয়েছে এখানে কলুরা এসে বসবাস করতো। কলুরা ছিল তেলের ব্যবসায়ী। তাদের আবার তেলের ঘানি ছিল। বেনিয়াটোলা বলে এখনও একটি স্থান রয়েছে। সেখানে দেকতে পাওয়া যায় যে বণিকেরা বড় বড় বাড়ি করে বসবাস করছে।

চিঠিপত্র ঃ শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

'বিপ্লব চারিদিকে বিপ্লব আজ, আমি যাই দিনপঞ্জিকা লিখে, বিপ্লব চারিদিকে বিপ্লব আজ।' বিপ্লবী মন নিয়ে সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করেছিলেন বাংলার সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সারা জীবন ধরে তিনি খেটে খাওয়া মানুষদের হয়ে গান গেয়েছেন। তিনি গণতান্ত্রিক শিল্পী কলাকুশলী সংসদের সদস্য ছিলেন। কবি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত 'কল্লোল' গোষ্ঠী যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পথকে পরিহার করে বিপ্লবী চেতনা নিয়ে কবিতা গল্প রচনা করতে ব্যস্ত হলেন তখন থেকেই সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন। রাশিয়ার বিপ্লব বাংলার সংস্কৃতিকে বেশি করে গ্রাস করে নিয়েছিল। তার ফলে রবীন্দ্র পরবর্তী কবি সাহিত্যিকেরা সবাই রুশ বিপ্লবকে সমনে রেখে শ্রমজীবীদের পক্ষে সাওয়াল করতে শুরু করলেন। কবিগুরুও করেছিলেন তাঁর রচিত 'দুই বিঘা জমিতে'। কিন্তু কবিগুরুকে অভিজাত সম্প্রদায় কবি হিসাবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বাংলার কবিরা একেবারে উল্টো পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলো। তাতে কবিগুরু কোনও রকমভাবে দুঃখ প্রকাশ করেননি। বরং তিনি নতুন কবিদের উৎসাহিত করেছিলেন। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের পরম বন্ধু ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য যখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রাস্তায় গান গেয়ে কবির চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন। **ইতি ঃ নীলাদ্রী শেখর দাস, কলকাতা-৭০০০১৪**

রাম মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে তারাপীঠ মন্দির চত্বরে বিশেষ অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, বীরভূম, ২২ জানুয়ারি ঃ রাম মন্দির ঘিরে দেশজুড়ে উন্মাদনা তুঙ্গে। অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি এ রাজ্যেও বিভিন্ন জায়গায় চলছে রামপুজো। বাদ যায়নি তারাপীঠও। অযোধ্যাতে রামচন্দ্রের

প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও রাম মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে বীরভূমের তারাপীঠে মা তারার মন্দির চত্বরে মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এ দিন সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয় মহাযজ্ঞ। উপস্থিত ছিলেন তারাপীঠের সমস্ত সেবাইতরা। মহাযজ্ঞের পর দুই হাজার ভক্তকে অন্ন প্রসাদ খাওয়ানো হবে আজ। এই যজ্ঞের জন্য ব্যবহার করা হবে ১৫ থেকে ২০ কেজি ঘি, ১০৮ টি প্রদীপ। প্রসাদের জন্য রয়েছে কুড়ি থেকে বাইশ রকমের ফল এছাড়াও নানা সামগ্রী। প্রসঙ্গত, আজ দুপুর ১২টা ৫ মিনিটে রামলালার মূর্তি নিয়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর শুরু হয় প্রাণ প্রতিষ্ঠার আচার। সোনার মুদ্রা দিয়ে মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই। গর্ভগৃহে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল, আরএসএস প্রধান মোহন ভগবত ও রাম মন্দিরের প্রধান পুজারী। রাম মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশ থেকে আসছেন হাজারো অতিথি। রাজনীতিবিদ থেকে অভিনেতা, খেলোয়াড়-সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত থাকবেন এই অনুষ্ঠানে।

কনকনে ঠান্ডায় ক্রমাগত শুকিয়ে যাচ্ছে আম গাছের পাতা, চিন্তিত চাষিরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ জানুয়ারি ঃ কনকনে ঠান্ডায় ক্রমাগত শুকিয়ে যাচ্ছে আম গাছের পাতা। জানুয়ারি মাসের তিনটে সপ্তাহ ইতিমধ্যে পার হতে চলেছে, তবুও আম গাছের মুকুলের কুঁড়ি ফোটে নি বলে চাষিদের অভিযোগ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গাছে আমের মুকুল না আসলে লোকসানের মুখে পড়তে হতে পারে চাষিদের। যার ফলে এখন থেকেই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন মালদার অধিকাংশ আম চাষিরা। একাংশ আম চাষিদের বক্তব্য, গত এক সপ্তাহ ধরে জেলায় যেভাবে শৈত্যপ্রবাহ চলছে, তাতে ঠিকভাবে আম বাগানের পরিচর্যা করা যাচ্ছে না। সারাদিন ঘন কুয়াশা এবং মেঘলা আবহাওয়া থাকছে। ঠিকমতো রোদ পাওয়া যাচ্ছে না। এরকম স্যাঁতসেতে আবহাওয়া থাকায় বিভিন্ন ধরনের রোগপ্রকার আক্রমণ বাড়ছে গাছে। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে এই সময়ে আম গাছের পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে। আগামীতে আমের মুকুল ফোটার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিতে পারে। মালদা জেলা উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, মালদার অর্থকরী ফল হিসাবে সর্বদাই পরিচিত রয়েছে আম। জেলায় প্রায় ৩৩ হাজার হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়ে থাকে। জানুয়ারি মাসের দিকে জলদি যাতে নাম যথা গোপালভোগ, হিমসাগর, লক্ষণভোগ, জিলাপিগারা, আম্রপলি প্রভৃতি ধরনের আমের মুকুলের কুঁড়ি ফুটে যায়। শিশির থেকে হালকা জলেই গাছের পাতাও পরিষ্কার হয়ে থাকে। কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে ঘন কুয়াশা ও মেঘলা আবহাওয়া থাকার কারণে কিছু কিছু আম বাগানে সমস্যা দেখা দিতে পারে। কনকনে ঠান্ডা থাকলেও এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ঝলমলে রোদ। তাহলে আম গাছের রোগ পোকার সম্ভাবনা কম থাকে। ইংরেজবাজার ব্লকের অমৃতি এলাকার আমচাষি রাহানুর আলম, শাহাজাহান শেখদের বক্তব্য, বছরে একটা সিজন আম উৎপাদন এবং বেচাকেনা করেই রোজগার হয়। এবছর ডিসেম্বর থেকে শুরু করে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শীতের দাপট তেমন ছিল না। কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে মালদায় কনকনে ঠান্ডা আর মেঘলা আবহাওয়াতেই দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে। এরকম স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া থাকায় গাছের পাতাতে ঝলমলে রোদের আলো পড়ছে না। ফলে এক ধরনের সাদা পোকার আক্রমণ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে উদ্যানপালন দপ্তরের সহযোগিতার এবং পরামর্শের দাবি জানিয়েছেন চাষিদের অনেকেই। উদ্যানপালন দপ্তরের জেলা আধিকারিক সামন্ত লায়েক জানিয়েছেন, এই সময়ে আমচাষিরা অনেক ক্ষেত্রে পরিষ্কার জল দিয়ে গাছের পরিচর্যা করেন। গাছের গোড়াগুলি সুন্দর করে মাটির দিয়ে বাঁধিয়ে পরিষ্কার রাখে। মূলতঃ ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই আম গাছে অল্প বিস্তর মুকুল ধরতে শুরু করে। তবে এখন এই পরিস্থিতিতে আম চাষিদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পরামর্শ নিয়েই গাছের পরিচর্যা করা উচিত।

গ্রামীণ এলাকায় আনন্দে উৎসবে মেতেছে সাধারণ মানুষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি ঃ গোটা দেশের পাশাপাশি শিলিগুড়ি শহর সহ গ্রামীণ এলাকায় আনন্দ উৎসবে মেতেছে সাধারণ মানুষ। অয্যোধা রাম মন্দির উদ্ধোধন উপলক্ষ্যে উল্লাসে মাতলেন খড়িবাড়িবাসী। সোমবার খড়িবাড়ি কালি মন্দির থেকে একটি বিশাল শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি খড়িবাড়ি বাজার, কদমতলা মোড় হয়ে কল্যাণ আশ্রমে হয়ে ওঠে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ঐতিহাসিক মূহুর্তে শোভাযাত্রার মাধ্যমে উদ্‌যাপনে মেতে ওঠেন রামভক্তরা। গোটা দেশবাসী মতো আমরা অনেক খুশি বলে জানান কালি মন্দির কমিটির সদস্য ইন্দ্রনীল জসওয়াল। এদিন শোভাযাত্রা ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয় পুলিশ।

SHUBH LABH INVESTMENTS LTD.
Regd. Office: Sincere Group, 1st Floor, 12 B. B. D. Bagh (East), Kolkata-700 001, WB
CIN: L65993WB1980PLC033083
Ph:(033)4020 2100
Website: shubhlabhinvestmentsltd.godaddysites. com
Email: subhlabhinvestments@gmail.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the company will be held on Monday, the 12th Day of February, 2024 at 11:00 A.M. to inter-alia, consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended 31st December, 2023.
For Shubh Labh Investments Ltd.
Sd/- Bhagwan Das Agarwal
(Director)
DIN: 00532041
Place : Kolkata
Date : 22.01.2024

Office of The Chharra-Dumdumi Gram Panchayet
Under Purulia-II Development Block
PO: Chharra, PS: Purulia(M), Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No. 20/2023-24/CDGP dated-11/01/2024
e-Tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. I) Date of Sale of tender document: 20/01/2024 to 27/01/2024. ii) Last date of submission tender documents: on or before 27/01/2024 up to 10.00 AM. iii) Date of opening of technical bid: on 29/01/2024 (at 11.00 AM onwards). For further details please contact with the Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet.
Sd/- Pradhan
Chharra-Dumdumi Gram Panchayet

জলপাইগুড়িতেও ২২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট রামের মূর্তিটির উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি ঃ ভগবান রামের বিশালাকার মূর্তিকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে জলপাইগুড়িতে। অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই জলপাইগুড়িতেও ২২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই রামের মূর্তিটির উদ্বোধন হচ্ছে। জলপাইগুড়ির রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মহারাজ সহ বিভিন্ন মন্দির, মসজিদ ও গির্জার প্রধানদের নিয়ে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এখানে। জলপাইগুড়ি রামলালা প্রাণ প্রতিষ্ঠা উদযাপন সমিতির উদ্যোগে সম্পূর্ণ

অরাজনৈতিকভাবে তৈরি হয়েছে বিশালাকার এই রামের মূর্তি। শহরের বামনপাড়া এলাকার ৫ নম্বর রেল গুমটির পাশে নির্মিত ২২ ফুট উচ্চতার এই রাম মূর্তি দেখার জন্য সকাল থেকেই অনেক মানুষ ভিড় করছেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অযোধ্যায় রাম মন্দিরে মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় এখানেও মূর্তিটির উদ্বোধন করা হবে। ইতিমধ্যে এই মূর্তিকে ঘিরে উন্মাদনা শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ি শহরের মানুষের মধ্যে। উদ্যোক্তাদের আশা এই মূর্তি দেখার জন্য লক্ষাধিক মানুষের ঢল নামবে। এই মূর্তিকে ঘিরে তিনদিনের বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শহরের বিশিষ্টজনদের নিয়ে রয়েছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন। এই উপলক্ষ্যে শিশুদের নিয়ে একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। রামলালা প্রাণ প্রতিষ্ঠা উদ্‌যাপন সমিতির উদ্যোগে জলপাইগুড়ি শহরের পাঁচ নম্বর গুমটির বামনপাড়া এলাকায় তৈরি করা হয়েছে সুবিশাল রামের মূর্তি।

বিরোধিতা করলে দলছুট হয়ে পড়বেন আপনি' রনংদেহী শতাব্দী!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, বীরভূম, ২২ জানুয়ারি ঃ রবিবার বীরভূমের সাঁইথিয়ায় একটি ব্লক ভিত্তিক কর্মী সম্মেলন করেন তৃণমূল সাংসদ। সেখানে কার্যত রনংদেহী ভূমিকায় দেখা যায় সাংসদ শতাব্দী রায় কে। দলের অন্দরের ঝামেলার কথা স্বীকার করে নেন তিনি। তারপরই হুশিয়ারি দেন শতাব্দী। স্পষ্ট নেতা কর্মীদের জানান কোনওরকম গোষ্ঠীকোন্দল বরদাস্ত করা হবে না। এ দিন সাংসদ বলেন, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হয়। তবে বাইরের লোক যখন একজন ভাইকে মারতে আসে সেই সময় অন্যজন রক্ষা করে। সেই রকমই দলের ভিতরেও পালন করতে হবে। দ্বন্দ্ব ছিল, আছে, হয়ত থাকবে। তবে নির্বাচনে একজোট হয়ে লড়াই করতে হবে। তাই কোনও গ্রুপবাজি করে লাভ নেই। কারণ এই সব করে যদি দলের খারাপ হয়, তাহলে আপনারও খারাপ হবে। এছাড়াও এ দিন, দলছুট হওয়ার মানে বোঝান শতাব্দী। তিনি বলেন, কেউ হয়ত ভাবলেন বিদ্রোহ করবেন।

এত কিন্তু দলের কোনও ক্ষতি হবে না। সাংসদ জিতবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতবেন, কিন্তু দলছুট হয়ে পড়বেন আপনি। অর্থাৎ শতাব্দী স্পষ্ঠ বলেছেন, ভোটের সময় কেউ যদি ভোট না করেন, বিরোধিতা করেন তাহলে ছিটকে যেতে হবে। প্রসঙ্গত, বীরভূমের বাঘ অনুব্রত মণ্ডল আপাতত জেলে। বীরভূমের অন্দরে কান পাতলে শোনা যায়, কেষ্ট তিহাড় যেতেই ধীরে ধীরে ক্ষমতা বেড়েছে তাঁর বিরোধী গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত কাজল শেখ ও তাঁর অনুগামীদের। সদ্য, আবার রদ বদল হয়েছে জেলায়। বেশ কয়েকজন ব্লক সভাপতিদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে বেশ কিছু ব্লকে কোর কমিটিও গঠন করা হয়েছে। লোকসভার কথা মাথায় রেখেই এই রদবদল বলে মনে করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নিচু তলার কর্মীদের মধ্যে যাতে ক্ষোভ- বিক্ষোভ না বাড়ে সেদিকেই নজর রাখতে চাইছে দলের উচ্চ-নেতৃত্ব বলে খবর।

গরু পাচারকারীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে সীমান্তে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ জানুয়ারি ঃ কুয়াশার দাপট শুরু হতেই গরু পাচারকারীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে মালদার সীমান্তে। রবিবার বামনগোলার পাকুয়ার গাঙ্গুরিয়া গ্রামে দুই বাংলাদেশীকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন গ্রামবাসীরা। সোমবার পুলিশ ধৃত দুই বাংলাদেশি মহম্মদ আব্বাস আলি এবং মহম্মদ সাহেবকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতেরা বাংলাদেশের দুয়ারপুর ও কমলডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। তারা বেআইনি ভাবে এপাড়ে চলে আসে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, ধৃতেরা পাচারের সঙ্গে যুক্ত। এদিন গ্রামবাসীরা সন্দেহজনক ভাবে তাদের দেখতে পেয়ে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

OFFICE OF THE SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT
ELIPUR , HARIPAL , HOOGHLY , PIN – 712706
NOTICE INVITING E-TENDER
MEMO NO: 21/SEGP/2024 Date:- 18/01/2024
On behalf of Prodhan Sripatipur Elipur Gram Panchayat Office On line E-tender Invited from bonafide, resourceful, reputed and experience contractor in similar nature of work. The work(s) of (1) Const. of Concrete road from H/o Dhanyahana Gopal Chakraborty to Shambhu Dhara, (ii) Const. of Field Channel Jotradaha Mohan Ghosh Lane to Lakshmikanta Giri Land. Source of Fund: 5 th S.F.C. Date of Publishing 19/01/2024 at 5:00 pm. Date of Sale of Tender Form 19/01/2024 10:30 am to 24/04/2024 2:00 pm. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Prodhan
SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE
The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tenders for "Construction of Paver Block Road near rail gate" vide Tender Id: 2024_MAD_651993_1 and "Construction of Maa Canteen at MJN Medical College and Hospital" vide Tender ID: 2024_MAD_652010_1 Submission end date-01/02/24. Details information will be available from the website - (i) http://wbtenders.gov.in (ii) www.coochbeharmunicipality.com
Sd/- Chairman,
Cooch Behar Municipality.

e-TENDER NOTICE
Memo No: 016/JJ-IGP/2023 Date: 19/01/2024
NIeT No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-I/NIT(e)-20/2023-24(2 nd Call)
NIeT No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-I/NIT(e)-21/2023-24
NIeT No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-I/NIT(e)-22/2023-24
Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah Jhapra 1 No GP under Para Panchayat Samity through a single stage two part e- procurement system (Part I Techno commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website https:wbtenders.gov.in/ . 1. Date and Time of Download/Sale: from 22/01/2024 6:30 PM to 01/02/2024 1:30 pm. 2. Date and time of Bid Submission: from 22/01/2024 6:30 pm to 01/02/2024 13:30. 3. Date and time of Bid Opening: 05/02/2024 at 04:00 PM. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.
Sd/- Pradhan
Jabarrah-Jhapra-1 No. Gram Panchayat
Para Panchayat Samity
Vill+PO-Jhapra, Dist-Purulia

রাম মন্দিরে পুজো দিলেন স্ত্রী, ঘণ্টা বাজিয়ে পতিধর্ম পালন করলেন সাংসদ দিব্যেন্দু!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২২ জানুয়ারি ঃ অযোধ্যায় যখন রামের প্রাণপ্রতিষ্ঠা, তখন স্ত্রীকে নিয়ে রামমন্দিরে পুজো দিলেন দিব্যেন্দু। সঙ্গে আবার শিবের পুজোও করলেন তিনি। অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের

মুহূর্তের আগে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে মন্দিরগুলিও সেজে উঠেছে। সকাল হতেই শিবের ও রামের একাধিক মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন ভক্তরা। সোমবার শীতে কাঁপছে গোটা দেশ। বাংলার তাপমাত্রাও হাড় কাঁপানো। তার মধ্যেই সাতসকালে সস্ত্রীক কাঁথির রামের মন্দিরে পৌঁছান তৃণমূল সাংসদ। পুজোর লাইনে দাঁড়ান। মন্দিরের সামনে থেকেই পুজোর উপকরণ কেনেন সাংসদ পত্নী। তারপর রামের পুজো সারেন। স্ত্রী যখন পুজো দিচ্ছিলেন, তখন পিছনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার রশি টানতেও দেখা গেছে সাংসদকে। সাংসদ জানালেন, রামের পুজো শুরু হলে তিনি আবার আসবেন পরিবার নিয়ে পুজো দেখতে। তিনি প্রার্থনা করেন, সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের কল্যাণ এবং জীবন সুখময় হয়ে উঠুক। তিনি বলেন, আজকে একটি ঐতিহাসিক দিন। রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। দেশে শ্রীরামচন্দ্রের আশীবাদ বর্ষিত হোক। দেশের উন্নয়ন হোক। এদিনই আবার পার্কসার্কাস থেকে সংহতি যাত্রার ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের সংহতি দিবস নিয়ে তিনি বলেন, উচ্চ আদালতের নির্দেশে হবে। সবার অধিকার রয়েছে। নির্দেশ মেনেই করতে হবে। আমি সেটাকেও স্বাগত জানাচ্ছি।

মুর্শিদাবাদে বেসরকারি বাসগুলির ধর্মঘট

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২২ জানুয়ারি ঃ সোমবার থেকে শুরু হয়েছে মুর্শিদাবাদে বেসরকারি বাসগুলির ধর্মঘট। প্রশাসনের তরফে কোনও সদর্থক পদক্ষেপ না করা হলে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলবে ধর্মঘট, হুঁশিয়ারি বাস মালিক সংগঠনের। বেসরকারি বাস মালিকদের ডাকা ধর্মঘটের জেরে চরম বিপাকে পড়েছেন জেলাবাসী। সকাল থেকে পথে

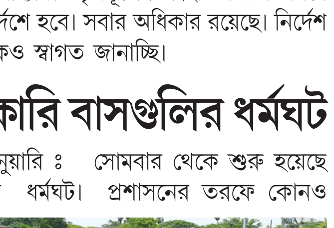

নামেনি কোনও বাস। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসের জন্য দুর্ভোগে পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ। সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনেই এই ধর্মঘটের জেরে বিপাকে বহু মানুষ। মঙ্গলবার থেকে সমস্যা আরও বাড়তে পারে। কারণ সোমবার রাম মন্দির উদ্বোধনের জন্য একাধিক অফিস কাছারি অর্ধদিবস ছিল। পারমিটহীন টোটো অটোর দাপটে বাসের যাত্রী সংখ্যা কমেছে। বাস মালিকদের দাবি, পারমিট ছাড়া বিভিন্ন রুটের আটো টোটো বন্ধ করতে হবে। গ্রামীন পরিবহণ দফতর ও জেলা শাসকের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁরা। গত ৫ নভেম্বর একদিনের প্রতীকী কর্মবিরতিও পালন করা হয়। বাস মালিকদের দাবি, পরিস্থিতি এতটুকু বদলায়নি। অটো- টোটোর কারণে বাসে যাত্রী সংখ্যা তলানিতে এসে ঠেকেছে।

ফালাকাটায় আসছেন রাহুল গান্ধী

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২২ জানুয়ারি ঃ কংগ্রেসের ভারত জন ন্যায়যাত্রায় সাংসদ রাহুল গান্ধী আসছেন ফালাকাটায়। সেই উপলক্ষে প্রায় তিন হাজার ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ব্যানার লাগানো হচ্ছে গোটা শহর জুড়ে। জানা গিয়েছে, আগামী ২৫ জানুয়ারি বিকেলে রাহুল গান্ধীর আসার কথা ফালাকাটায়। থাকবে ২৮ তারিখ পর্যন্ত । তবে পরের দিন ২৬ জানুয়ারি দলীয় কার্যালয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারেন রাহুল। তখন কংগ্রেসের কয়েক হাজার নেতা-কর্মী হাজির থাকবেন। ফালাকাটার বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পাশাপাশি বিশিষ্ট নাগরিকদেরও ডাকবে কংগ্রেস। এদিকে রাহুলের ওই কর্মসূচি নিয়ে এখন থেকেই সাজোসাজো রব কংগ্রেস শিবিরে।

১৬ কাউন্সিলরের অনাস্থা, কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারিত সুবল মান্না

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২২ জানুয়ারি ঃ কাঁথি পুরসভার ১৬ জন কাউন্সিলরের সমর্থনে, চেয়ারম্যান সুবল মান্নাকে অপসারণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন কাঁথি পৌরসভার ১৬ জন কাউন্সিল। এরপর দলীয় নির্দেশ আসলে পৌর আইন মোতাবেক সরিয়ে ফেলা হবে সুবল মান্নাকে। শিশির অধিকারীকে প্রণাম করে ও গুরু বলে সম্বোধন করে পুর প্রধানের পদ খোয়ালেন সুবল মান্না। যদিও কাউন্সিলরদের দাবি, সুবল মান্না বেআইনিভাবে কাজ করছেন পৌরসভাতে। কোন কাউন্সিলরদের সঙ্গে ভালো আচরণ করছেন না। তারই প্রতিবাদে অনাস্থা আনা হয়েছিল। ২ জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতীকে জেতা ১৬ জন কাউন্সিলর অনাস্থা প্রস্তাব আনে কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুবল মান্না'র বিরুদ্ধে। অনাস্থা প্রস্তাব পাওয়ার পর পৌর আইন অনুযায়ী কাউন্সিলরদের মিটিং ডাকেননি সুবল মান্না। চেয়ারম্যানকে অনাস্থা প্রস্তাব দেওয়ার ১৫ দিন কেটে যাওয়ার পরে, পৌর আইন মেনে অনাস্থা মিটিং ডাকেন কাঁথি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি। এরপরেই দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে, কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুবল মান্না। হাইকোর্টে তিনি আইনজীবী মারফত জানান, বেআইনিভাবে তাকে কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা হচ্ছে। তাই সোমবার ভাইস চেয়ারম্যানের ডাকা অনাস্থা মিটিংয়ের স্থগিতাদেশ দেওয়া

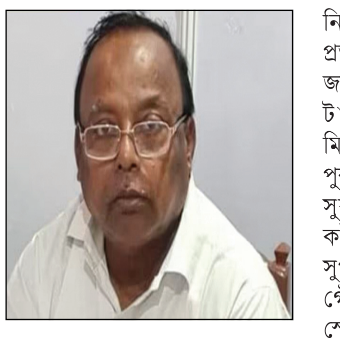

হোক। যে মামলার সোমবার হাইকোর্টে হেয়ারিং রয়েছে। অনাস্থা মিটিংয়ের স্থগিতাদেশ না দেওয়ায়, কাঁথি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরির আহ্বানে, এদিন নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী তৃণমূলের প্রতীকে জেতা কাঁথি পুরসভার ১৬ জন কাউন্সিলর সকাল সাড়ে ১১ টায় উপস্থিত হয়ে অনাস্থা মিটিংয়ের সর্বসম্মতিক্রমে কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে সুবল মান্নাকে অপসারণ করে। কাঁথি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি বলেন, এদিন গৌরব কাউন্সিলরের একটি স্পেশাল মিটিং কন্ডেক্ট করেছিলাম। সেখানে ১৬ জন কাউন্সিলর উপস্থিত হয়ে মিটিংয়ের অ্যাজেন্ডা ঠিক হয়েছে। সেখানে সর্বসম্মতিভাবে, সমস্ত কাউন্সিলর সহমত পোষণ করেছে।

EXTENSION OF THE TENDERING PERIOD AND THE OPEN OFFER PERIOD ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF PUBLIC SHAREHOLDERS OF
ASL INDUSTRIES LIMITED
Corporate Identification Number: L36900WB1992PLC099901;
Registered Office: 7B, Punwani Chambers, Kiran Shankar Roy Road, Kolkata, West Bengal - 700001, India;
Contact Number:+91-90047-54433; **Website:** www.aslindustries.in; **Email ID:** info@aslindustries.in

This Corrigendum cum Advertisement to the Letter of Offer for Intimation of Extension of the Tendering Period and the subsequently the Offer Period is being issued by Swaraj Shares and Securities Private Limited, the Manager to the Offer ('Manager') for and on behalf of Skybridge Incap Advisory LLP ('Acquirer'), in respect of the open offer for acquisition of up to in respect of the Open Offer made to acquire up to 27,08,444 (Twenty-Seven Lakhs Eight Thousand Four Hundred Forty-Four) Equity Shares of face value of ₹10.00/- (Rupees Ten Only) each at an offer price of ₹34.00/- (Rupees Thirty-Four Only) per Offer Share, for cash, of ASL Industries Limited ('ALS' or 'Target Company') representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the Voting Capital of the Target Company in accordance with the provisions of Regulations 3 (1) and 4 and such other applicable Regulations of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereto ('SEBI (SAST) Regulations'), and is being published on Tuesday, January 23, 2024, in the following newspapers, namely being, Financial Express (English daily) (All India Edition), Jansatta (Hindi daily) (Delhi Edition and All India Edition), Financial Express (Gujarati daily) (Ahmedabad Edition), Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily) (Mumbai Edition) and Duranto Barata (Bengali daily) (Kolkata Edition), wherein the Detailed Public Statement dated Thursday, October 05, 2023, and which has been published on Friday, October 06, 2023, in accordance with the provisions of Regulation 14 (3) of the SEBI (SAST) Regulations ('Newspapers') ('Extension of Offer Period Advertisement'), and is to be read in conjunction with the:

(a) Public Announcement dated Wednesday, September 27, 2023 (**'Public Announcement'**);
(b) Detailed Public Statement dated Thursday, October 05, 2023, in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirer on Friday, October 06, 2023, in the Newspapers (**'Detailed Public Statement'**);
(c) Draft Letter of Offer dated Thursday, October 12, 2023 (**'Draft Letter of Offer'**);
(d) Letter of Offer dated Friday, January 05, 2024, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement (**'Letter of Offer'**);
(e) Recommendations of the Independent Directors of the Target Company which were approved on Thursday, January 11, 2024, and published in the Newspapers on Friday, January 12, 2024 (**'Recommendations of the Independent Directors of the Target Company'**);
(f) Pre-Offer Public Announcement dated Saturday, January 13, 2024, which has been published in the Newspapers on Monday, January 15, 2024 (**'Pre-Offer Public Announcement'**)

(The Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendations of the Independent Directors of the Target Company, Pre-Offer Public Announcement, are hereinafter collectively referred to as **'Offer Documents'** issued by the Manager on behalf of the Acquirer.

The capitalized terms used but not defined in this this Extension of the Tendering Period and the Open Offer Period Announcement shall have the meaning assigned to such terms in the Offer Documents.

The Public Shareholders of the Target Company are requested to note that, for the acquisition of up to 27,08,444 (Twenty-Seven Lakhs Eight Thousand Four Hundred Forty-Four) Equity Shares representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company, each at an offer price of ₹34.00/- (Rupees Thirty-Four Only) per Offer Share each, in pursuant to the National Stock Exchange of India Limited's circular declaring Monday, January 22, 2024 as a trading holiday, we would like to inform you that the Offer Closing Date has been now revised to Wednesday, January 31, 2024, and the Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders stands revised to Wednesday, February 14, 2024.

The Revised Schedule of Activities is specified as follows:

Schedule of Activities	Actual Schedule of Activities Day and Date
Date of commencement of Tendering Period	Tuesday, January 16, 2024
Date of closing of Tendering Period	Wednesday, January 31, 2024
Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders	Wednesday, February 14, 2024@

@To clarify, the actions set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations.

The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Extension of the Tendering Period and the Open Offer Period Announcement and also for the obligations of the Acquirer as laid down in SEBI (SAST) Regulations. This Extension of the Tendering Period and the Open Offer Period Announcement will also be accessible on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the Target Company at www.aslindustries.in, the Registrar to the Offer at www.skylinerta.com, the Manager to the Offer at www.swarajshares.com, and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer
SWARAJ SHARES & SECURITIES PVT LTD
Swaraj Shares and Securities Private Limited
Corporate Identification Number: U51101WB2000PTC092621
Principal Place of Business: Unit No. 304, A Wing, 215 Atrium, Near Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbai- 400093, Maharashtra, India **Contact Person:** Tanmoy Banerjee/Pankita Patel
Contact Number:+91-22-69649999
Email Address: compliance@swarajshares.com
SEBI Registration No.: INM00012980
Validity: Permanent

Date: Monday, January 22, 2024
Place: Mumbai
On Behalf of the Acquirer
Skybridge Incap Advisory LLP
Sd/-

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The Director General (Civil), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/113/075/23-24/R
Name of the Work : **Restoration of Asphalt Road at Sonali Park from Sonali Sangha to Dutta Sweets and Jayashree Club to Bansdroni Place in Ward No. 113**. Estimated Amount : **Rs. 4,40,995.19**. Earnest money : **Rs. 8,850.00.** Period of Completion: **21 days**.

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/110/042/23-24/R(2nd Call)
Name of the Work : **Repairing of Damaged Sewerage network from H-54 to H-52 in H Block of B.P. Township in Ward No. 110**. Estimated Amount : **Rs. 1,68,221.26**. Earnest money : **Rs. 3,400.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **05.02.2024 at 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].** The tender will be opened on : **07.02.2024 [For Sl. No. 1 & 2]**. The bid forms and other details are available on and from **25.01.2024 (5 p.m.) [For Sl. No. 1 & 2]**.

(3) NIT No.: XI/114/048/23-24/R/BUSTEE
Name of the Work : **Maintenance of C.C. Road at Purba Anandapally, Dakshin Para (Bustee areas) etc. in Ward No. 114**. Estimated Amount including GST : **Rs. 2,99,168.61**. Earnest money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 days**.

(4) NIT No.: KMC/EEC/XI/103/029/2023-24/R
Name of the Work : **Repairing and allied works at Santoshpur KMC Office building near 2A/1 Avenue 1st Road, in Ward No. 103, under BR-XI**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,58,569.33**. Earnest money : **Rs. 7,200.00**. Period of Completion : **60 days**. Last date and time of submission of bid : **08.02.2024 at 12 noon [For Sl. No. 3 & 4]**. Date and time of opening of bid : **10.02.2024 at 12 noon [For Sl. No. 3 & 4]**. The bid forms and other details are available on and from **30.01.2024 (from 5 p.m.) [For Sl. No. 3 & 4]**. The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4]**.

The Director General (Bustee), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/110/032/23-24/R/B
Name of the Work : **Maintenance of sanitary latrines at different places viz. Briji West, Briji East, etc. (Bustee area) in Ward No. 110**. Estimated Amount : **Rs. 1,99,095.85**. Earnest money : **Rs. 4,000.00.** Period of Completion : **30 days**. Last date and time of submission of bid: **05.02.2024 at 12 noon**. The tender will be opened on : **07.02.2024**. The bid forms and other details are available on and from **25.01.2024 (5 p.m.)** from website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/BR-XIII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/XIII/118/039/23-24/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work : **Uttaran signange at entry point for single bustee location in Ward No. 118, under BR-XIII**. Estimated Amount : **Rs. 1,79,290.43**. Earnest money : **Rs. 3,600.00**. Period of Completion: **10 days**.

(2) NIT No.: KMC/XIII/117/46/23-24/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work : **Uttaran signage at entry point for different bustee location in Ward No. 117, BR-XIII**. Estimated Amount : **Rs. 1,92,501.23**. Earnest money : **Rs. 3,900.00**. Period of Completion: **15 days**.

(3) NIT No.: KMC/XIII/120/44/23-24/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work : **Uttaran signage at entry point for different bustee location in Ward No. 120, BR-XIII**. Estimated Amount : **Rs. 1,32,896.47**. Earnest money : **Rs. 2,700.00**. Period of Completion: **21 days**.

(4) NIT No.: KMC/XIII/FLOWER _SHOW/23-24 (1st Call)
Name of the Work : **Arrangement for holding 03 (three) days flower show (2023-2024) in Ward No. 117 under Borough-XIII (W.E.F. 15.02.2024 to 17.02.2024). (Details of scope of work will be available in the Office of the Executive Engineer (Civil)/BR-XIII, 516, D.H. Road, Kolkata-34 up to 02.02.2024 (5 p.m.)**. Estimated Amount : **Amount to be quoted**. Earnest money : **Initially Rs. 3,000.00. is to be deposited online (final EMD @2% of Total quoted Amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender)**. Period of Completion : **03 days**.

(5) NIT No.: KMC/XIII/122/28/23-24 (1st Call)
Name of the Work : **Maintenance of Motilal Gupta Road Bye Lane by C.C. Pavement near Premises No. 31 in Ward No. 122**. Estimated Amount : **Rs. 4,97,395.85**. Earnest money : **Rs. 10,000.00.** Period of Completion : **30 days**. Last date and time of submission of bid : **03.02.2024 (up to 11 a.m.) [For Sl. No. 1 to 5]**. The tender will be opened on : **05.02.2024 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 to 5]**. The bid forms and other details are available on and from **22.01.2024 (from 5 p.m.)** from website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 5]**.

The Executive Engineer (Civil)/BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/085/029/2023-2024/D
Name of the Work : **Restoration of footpath and asphaltum surfaces damaged by Water Supply Dept. at in portions of Dover Terrace, Hazra Road, M P Road, S B Road in Ward No. 85**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,62,085.04**. Earnest money : **Rs. 9,300.00.** Period of Completion : **60 days**. Last date and time of submission of bid : **06.02.2024 at 12 noon**. Date and time of opening of tender : **08.02.2024 at 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **27.01.2024 (5 p.m.)**.

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/083/036/2023-2024/D
Name of the Work : **Restoration of I.P.S. & Paver Block Footpath/Passages at 284, 298/C Kalighat Road, 114/6/1/B, 114/1 Hazra Road etc. in Ward No. 083**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,80,767.96**. Earnest money : **Rs. 9,700.00**. Period of Completion: **90 days**. Last date and time of submission of bid : **09.02.2024 at 12 noon.** Date and time of opening of tender : **15.02.2024 at 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **29.01.2024 (5 p.m.)**. The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

CORRIGENDUM
(A) NIT No. KMC/SWM-I/DDG/M/09/23-24 (B) NIT No. KMC/SWM-I/Br-IV/03/23-24 published in this Newspaper on **17.01.2024 (Key No. 1283/23-24) of Dy. C.E. (SWM-I) Department Sl. No. 2 and 3** the last date and time submission of bid **Sl. No. 2 and 3** will be **read as 31.01.2024 at 1 p.m** instead of 29.01.2024 at 1 p.m. (For Sl. No. A & B). Other terms and condition remain unchanged (For Sl. No. A & B).
1319/23-24

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা ১৯২০ জন কর্মহীন যুবকের প্রশিক্ষণ লাভ

মালিগাঁও, ২২জানুয়ারি ঃ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে এন্ট্রি লেভেলস্কিল ট্রেনিং-এর মাধ্যমে যুব সমাজকে ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যে ভারতীয় রেলওয়েতে (আরকেভিওয়াই) অধিসূচিত করা হয়েছে। রেল কৌশল বিকাশ যোজনার অধীনে রেলওয়ের পক্ষ থেকে কর্মহীন যুবকদের বিভিন্ন ব্যবসায়িক কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে তারা নিজেদের কর্মসংস্থানের যোগ্যতা ও উদ্যমশীলতা বৃদ্ধি করতে পারে। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাননীয় রেলওয়ে, যোগাযোগ, বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের দ্বারা এটি চালু হওয়ার পর থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ১৯২০ জন প্রার্থী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিজেদের প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। বর্তমান অর্থবর্ষের ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ৫৫৪জন প্রশিক্ষার্থী আরকেভিওয়াই-এর অধীনে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে এই অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে আরও প্রশিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ছয়টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (তথা সুপারভাইজার্স ট্রেনিং সেন্টার নিউবঙাইগাঁও, মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি জোনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আলিপুরদুয়ার, মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি ডিভিশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কাটিহার, মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি ডিভিশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রঙিয়া, স্পেশালাইজডট্রেনিংসেন্টারপাণ্ডু, গুয়াহাটি এবং স্পেশালাইজড ট্রেনিং সেন্টার ডিব্রুগড়) বিভিন্ন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বেকার যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এই ব্যবসায়িক ক্ষেত্র গুলির মধ্যে রয়েছে ভারতীয় রেলওয়েতে ফিটার, ইলেকট্রিসিয়ান, ওয়েল্ডার, মেসিনিস্ট, মেকট্রনিক্স, এসিমেকানিক, কংক্রেটিং, ট্র্যাকলায়িং এবং ইনফর্মেশন টেকনোলজি, সিগনালিং ও টেলি কমিউনিকেশন-এরবেসিক। এইস্কিমের অধীনে প্রশিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান প্রদানের কোনও ব্যবস্থা নেই। তবে, ভারতের কর্মহীন যুবকদের জন্য এই স্কিমটি হলো দক্ষতা বিকাশের একটি কর্মসূচি, যারমাধ্যমেতারা নিজেদের কর্মসংস্থানের যোগ্যতা ও উদ্যমশীলতা বৃদ্ধি করতে পারে। এই স্কিমটি মুখ্যত যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের যোগ্যতা বৃদ্ধি করে না বরং তার পাশাপাশি যারা স্ব-নিয়োজিত এবং ঠিকাদারের সাথে রি-স্কিলিং এবং আপ-স্কিলিং-এর মাধ্যমে কাজ করছেন ও স্কিল ইন্ডিয়া মিশনে যারা অবদান রাখছেন তাদেরও দক্ষতা বৃদ্ধি করে। আবেদনগুলি আরকেভিওয়াই পোর্টাল http:railkvy.indianrailways.gov.in-এর মাধ্যমে অথবা এন. এফ. রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট https:nfr.indianrailways.gov.in-এর মাধ্যমে জমা করা যাবে।

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

‘পাখিহীন’ তিস্তা, কোন সংকটে গন্তব্য বদলাচ্ছে পরিযায়ী পাখিরা?

পাখি গণনা করতে আসা মানুষদের তিস্তায় দেখা মেলেনি পরিযায়ী পাখিদের। অবশেষে জলঢাকা, মূর্তি, ডায়না এবং খুট্টিমারি আক্ষেপ মিটিয়েছে বনকর্মী ও পাখিপ্রেমীদের। ১০ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ওই দলের প্রায় একশো কর্মী বিভিন্ন পাহাড়ি নদী ও জলাশয়ে ঘুরে পরিযায়ীদের খোঁজ করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু তেমন ভাবে কোথাও পাখি দেখা যায়নি বল জানতে পারা গিয়েছে। ওই দলের তরফে এক সদস্য জানান, গত বছরেও তিস্তার গজলডোবা-সহ বিভিন্ন প্রান্তে এবং মহানন্দা ক্যানেলে প্রচুর পরিযায়ীর দেখা মিলেছে। সেখানে ছিল রুডি শেল ডাক অর্থাৎ চোখাচোখি, কমন ভুজেন্তার, রেড কবরেটেড, নর্দান ল্যাপউইং। ইউরোপ এবং সাইবেরিয়ার আশপাশ এলাকা থেকে ডুয়ার্সে উড়ে আসা নর্দান ল্যাপউইংদের ঝাঁক বেঁধে নীল আকাশে ডানা মেলার দৃশ্য দেখতে পর্যটকরা ভিড় জমিয়েছেন। বুক সাদা, সবজে ধূসর ওই পাখিরা তো

বটেই, অন্য পরিযায়ীদেরও ১০ জানুয়ারি থেকে ১২ জানুয়ারি তিস্তা নদীতে সমীক্ষায় দেখা যায়নি। পরিস্থিতি দেখে উদ্বিগ্ন ছিলেন পাখিপ্রেমীরা। তবে ১৪ জানুয়ারি জলঢাকা, মূর্তি ও ডায়না নদীতে সমীক্ষায় অক্ষেপ অনেকটাই মিটেছে। তবে সেখানে এবার নর্দান ল্যাপউইংয়ের খুব একটা দেখা মেলেনি। বেশি সংখ্যায় দেখা দিয়েছে রুডি শেল ডাক অর্থাৎ চোখাচোখি, কমন ভুজেন্তার, রেড কবরেটেড জাতীয় পরিযায়ীরা। একইভাবে ১৫ জানুয়ারি খুট্টিমারির বিলেও পরিযায়ী পাখি মিলেছে। ‘হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন’-এর কো-অর্ডিনেটর জানান, সাধারণত হেমন্তে ধানখেত সোনালি হতে উত্তরে হিমেল হাওয়ার ছোঁয়া লাগতে পরিযায়ী পাখিরা দলে-দলে পাড়ি দিতে শুরু করে উত্তরের নদী ও জলাশয়ে। এবার তিস্তায় কেন পরিযায়ীরা নেই তাই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। পাখিপ্রেমীরা মনে করছেন বন্যার পরে একদিকে যেমন তিস্তায় জল কমেছে। অন্যদিকে জল দূষণে প্রচুর মাছ মরেছে। জল ও খাদ্য সংকটের কারণে হয়ত পরিযায়ীরা এবার মুখ ফিরিয়েছে। তবে সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য এখনও মেলানোর কাজ শেষ হয়নি। পাখিপ্রেমীরা বলেন, কয়েকদিনের মধ্যে পরিযায়ীদের সংখ্যা সামনে আসবে।

সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের উপস্থিতিতে শরৎচন্দ্রের বাসভবন সামতাবেড় থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ৫২ তম বর্ষের শরৎমেলা। মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মন্ত্রী পুলক রায়,উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, সহ সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, বিধায়ক সুকান্ত কুমার পাল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এবারের মেলার মূল সুর সম্প্রীতিরই ঝর্ণাধারা বয় যে অঙ্গনে, সবাই আসুন শরৎ মেলার এই মিলন প্রাঙ্গণে। মেলা চলবে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। তথ্য ও ছবি- বাপ্পাদিত্য ঘোষাল।

বিলকিস বানো মামলা, জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করল ১১ দোষীই

গোধরা, ২২ জানুয়ারি ঃ সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশেরই পরই জেল কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করল বিলকিস বানো মামলার ১১ জন দোষী। রবিবার গভীর রাতে ১১ জন দোষীই গুজরাটের পঞ্চমহল জেলার গোধরা উপ-জেলে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। কারাগার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বিলকিস বানো মামলার ১১ জন দোষী রবিবার রাতে গুজরাটের পঞ্চমহল জেলার গোধরা উপ-জেলে আত্মসমর্পণ করেছে। উল্লেখ্য, গত ৮ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট জানায়, ওই ১১ জন ধর্ষককে মুক্তির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গুজরাট সরকার, তা এক্তিয়ার-বহির্ভূত। বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুয়ানের পর্যবেক্ষণ ছিল, জালিয়াতি করে ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কারণ ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়া সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ারই ছিল না গুজরাট সরকারের। একই সঙ্গে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয় যে, খুন এবং ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ১১ জনকেই দু’সপ্তাহের মধ্যে জেলে ফিরে যেতে হবে। আত্মসমর্পণ করতে হবে তাঁদের। এর পরেই তাঁদের মধ্যে কয়েক জন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে জানায়, আত্মসমর্পণ করার জন্য তাঁদের আরও কিছুটা সময় দেওয়া হোক। কেউ জানান, সে অসুস্থ। কেউ আবার ছেলের বিয়ের কারণ দেখায়। অপরাধীদের সেই আর্জি খারিজ করে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনও বাড়তি সময় দেওয়া হবে না তাদের। নির্ধারিত দিনেই তাঁদের জেলে ফিরতে হবে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মতো রবিবার রাতেই আত্মসমর্পণ করল ১১ জন দোষী।

রাম মন্দিরের রামলালা কে বিশেষ উপহার মোদির

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল ২২ জানুয়ারি। রাম মঃন্দিরের গর্ভগৃহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল রামলালার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুজো, স্তোত্রপাঠ, অঞ্জলি ও আরতির মধ্যে দিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন রামলালার। প্রাণ প্রতিষ্ঠা খুলে গেল রামলালার আবরণ।মাথায় মণিমুক্ত খচিত হীরের মুকুট, কপালে টিকা,গলায় হার, কানপাশায় সুসজ্জিত হয়ে রাজবেশে, ফুলে মালায় ঢেকে দেশবাসীর সামনে প্রথমবারের জন্য উন্মোচিত রামলালার বিগ্রহ। ধুতি-পঞ্জাবিতে সজ্জিত হয়ে রাম মঃন্দিরে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী। তারপর শুরু হয় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান। রামলালার অভিষেক অনুষ্ঠান শুরু হয়.মঙ্গল ধ্বনিতে। মোদীর সঙ্গে ছিলেন আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের জন্য গর্ভগৃহে প্রবেশের সময় মোদীর হাতে ছিল লাল কাপড়ে উপর বসানো রূপোর ছাতা। গর্ভগৃহে পুরোহিতের হাতে রূপোর ছাতাটি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। গর্ভগৃহে তাঁর সেবে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে শুরু হয় প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান। হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানে, রূপার ছাতা দিয়ে দেবতাদের আচ্ছাদন এবং তাদের মহিমান্বিত করার জন্য উপস্থাপন করা হয়। মঙ্গল ধ্বওয়ানির মধ্যে রামলালার অভিষেক অনষ্ঠানের সূচনা হয়। দুপুর ১২টা ২৮ মিনিটে শুরু হয় প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মূল অনুষ্ঠান। ৮৪ সেকেন্ডের মাহেন্দ্রক্ষণে প্রাণ পান রামলালা। প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রধানমন্ত্রী ভগবান রামের মূর্তির চোখের বাঁধন খুলে দেন। পদ্ম অর্পণ করেন রামের পায়ে। পুজো শেষ হতে না হতেই জয় শ্রী রাম ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গন। হেলিকপ্টার থেকে রাম মন্দির চত্বরে ফুল বর্ষণ করা হয়। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর আরতি হয় রামলালার। রামের আরতি করেন প্রধানমন্ত্রী। গর্ভগৃহে পূজোপাঠের সময় মোদীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন যোগী আদিত্যনাথ, মোহন ভাগবত। ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল মন্দিরের। নতুন এই বিশাল মন্দিরটি সাধারণ ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হবে ২৩ জানুয়ারি। মঙ্গলবার থেকে ভগবান রামের দর্শন করতে পারবেন সকল ভক্ত। পীতাম্বর সাজে সজ্জিত রামের বিগ্রহ। হাতে রয়েছে তীর-ধনুক। সোনার বর্ম, কানের দুল এবং মালা দিয়ে শোভিত করা হয়েছে ভগবান রামকে।

পূর্ব রেলের আরপিএফ কলকাতা স্টেশনে মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করেছে

কলকাতা, ২২ জানুয়ারী ঃ যেহেতু আরপিএফ প্রজাতন্ত্র দিবসের উপলক্ষ্যে নিরাপত্তা নজরদারি বাড়িয়েছে, এবং কোনও সন্দেহভাজন আইটেমকে আনচেক করতে না দিয়ে, কলকাতা স্টেশনের আরপিএফ কর্মীরা ২০.১.২০২৪ তারিখে কাটলারির ছদ্মবেশে কলকাতা স্টেশনে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ এবং দাহ্য পদার্থ আটক করেছে। অমৃতসর থেকে ১২৩১৮ ডাউন অকাল তক্ত এক্সপ্রেসের পার্সেল ভ্যানে বুক করা হয়েছে। কলকাতায় পৌঁছে, আরপিএফ কর্মীরা সনাক্ত করে যে ট্রেনের লাগেজে ৪৫টি মানের ব্যাগ রয়েছে যা পাটনার জন্য বুক করা হয়েছিল কিন্তু দাবি ছাড়াই কলকাতায় পৌঁছেছে। সন্দেহে তারা তল্লাশি শুরু করে এবং দেখতে পায় যে সেই মানের ব্যাগে মদের বোতল রয়েছে যা এর দাহ্যতার কারণে লাগেজ হিসাবে বুক করার অনুমতি নেই তবে এটি কাটলারির ছদ্মবেশে পাঠানো হয়েছিল।। পূর্ব রেলের আরপিএফ ১৬৭০৪ বোতলের পুরো চালানটি জব্দ করেছে। মদ এবং প্রেরকপরিচালকের বিরুদ্ধে রেলওয়ে আইন অনুযায়ী একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।আইটেমকে আনচেক করতে না দিয়ে, কলকাতা স্টেশনের আরপিএফ কর্মীরা ২০.১.২০২৪ তারিখে কাটলারির ছদ্মবেশে কলকাতা স্টেশনে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ এবং দাহ্য পদার্থ আটক করেছে।

অসমের মন্দিরে ঢুকতে বাধা! অন্যায় কী করেছি? জানতে চেয়ে অবস্থানে কংগ্রেস নেতা রাহুল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কংগ্রেসের ‘ জোড়ো ন্যায় যাত্রা’ এখন বিজেপিশাসিত অসমের উপর দিয়ে যাচ্ছে। সোমবার রাহুলের দাবি, তিনি সে রাজ্যের বটদ্রব সত্র মঃন্দিরে ঢুকতে গেলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাধা দেন। তার পরই অসমের নওগাঁওতে অবস্থানে বসেন রাহুল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেসের বেশ কয়েক জন কর্মী-সমর্থক।রাহুল মঃন্দিরের এক নিরাপত্তা আধিকারিককে প্রশ্ন করছেন, কোন কারণে তাঁকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছে? সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর একটি ভিডিয়োয় দেখা যায়, রাহুল বলছেন, আমি মঃন্দিরে যেতে চাই। আমি কী অন্যায় করেছি, যে কারণে আমি মঃন্দিরে ঢুকতে পারব না?

এই প্রসঙ্গে ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদের সংযোজন, আমি কোনও সমস্যা তৈরি করতে চাইনি। কেবল মঃন্দিরে প্রার্থনা করতে চেয়েছিলাম।যদিও মঃন্দির কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, তাঁরা কেবল স্থানীয় সাংসদ এবং স্থানীয় বিধায়ককে মঃন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন। রাহুলকে মঃদরে ঢুকতে বাধা দেওয়ার প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, আমরা জানিয়েছিলাম যে, ২২ জানুয়ারি সকাল ৭টায় মঃন্দিরে যাব। কিন্তু গত কাল হঠাৎ বলা হল, দুপুর ৩টে পর্যন্ত আমরা সেখানে যেতে পারব না। অসমের বিজেপি সরকারের চাপের মুখেই মঃন্দির কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত বদলেছেন বলে দাবি করেছে কংগ্রেস। সোমবারই দুপুরে রামমঃন্দিরে রামলালা বা শিশু রামের বিগ্রহে ‘ হবে। উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী। তার আগে রাহুলকে মঃন্দিরে ঢুকতে ‘ দেওয়া নিয়ে বাগ্যুদ্ধ শুরু হয়েছে কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে।

শুধু রাম নন উত্তরপ্রদেশে সাড়ম্বরে পূজিত হচ্ছেন রাবণও! বসবে দশাননের মূর্তিও

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ শুভ শক্তিকে হারিয়ে শুভ শক্তির জয়ের অমর গাথা রামায়ণ। অথচ কালের বিবর্তনে এক উত্তরপ্রদেশের মাটিতেই পূজিত উভয়ই। অযোধ্যাভূমে রঘুকুলপতি শ্রীরামচন্দ্র আর গ্রেটার নয়ডার বিশরখে দশানন রাবণ। উত্তরপ্রদেশের এক প্রান্তে অযোধ্যায় যখন রাম নিয়ে রমরমা তখনই সেখান থেকে সাড়ে ছশো কিলোমিটার দূরে সেই রাজ্যেরই বিশরখ গ্রামে চলছে রাবণ পুজোর। কারণ, রাবণ এখানকার ভূমিপুত্র। গ্রামের নামও রাবণেরই পিতা বিশ্বশ্রবা মুনির নামেই। বিশরখের স্থানীয় মানুষজনের দাবি- রাবণের জন্ম, বেড়ে ওঠা, তপস্যা, সব কিছু এখানেই। পরে তিনি লঙ্কায় গিয়ে সভাই কুবেরের থেকে সোনার লঙ্কা দখল করেছিলেন। তবে রাবণ মন্দির নামে পরিচিত হলেও মন্দিরের অন্দরে তাঁর কোনও বিগ্রহ নেই। সেখানে নিত্যপুজো হয় রাবণেরই আরাধ্য শিবলিঙ্গের। মন্দিরে প্রবেশদ্বারের দুপাশ জুড়ে রাবণের মূর্তির সঙ্গে তাঁর বাবা-মা, ভাইবোন পুরো পরিবারের সঙ্গে তাঁরও তপস্যারত মূর্তির অবস্থান। সংলগ্ন পাশের ঘরে রাবণের একটি বিগ্রহ রয়েছে বটে তবে সেই ঘর তালাবন্ধ। প্রধান পুরোহিতের অনুপস্থিতিতে চাবি অমিল। একমাত্র দশমীর দিনেই সেই মূর্তি বাইরে দর্শন ও পুজোর জন্য নিয়ে আসা হয়। চমকপ্রদভাবে, যেহেতু রাবণের গ্রাম তাই গ্রামজুড়ে স্থানীয়দের নামেও রাম-রাবণের ছড়াছড়ি। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রামদাস, মেজো পুরোহিতের নাম রামচন্দ্র। এছাড়াও গ্রামের বহু মানুষের নামই দশানন। গ্রেটার নয়ডার গলি-ঘুঁজি পার করে এতদিন পর্যন্ত স্থানীয়দের মধ্যে পরিচিত থাকলেও অখ্যাত বিশরখ গ্রাম রাতারাতিই বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে রাবণ মন্দিরের দৌলতে। শীতের মিঠে রোদ্দুরে মন্দির চত্বরেই বসে সময় কাটাচ্ছিলেন পুরোহিত রামচন্দ্র। আলাপ করতেই নিজেই মন্দিরের ইতিহাস থেকে সবকিছু বলে গেলেন গড়গড় করে। বেশ কিছুদিন ধরে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের আনাগোনা দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। তাই সব প্রশ্নেই উত্তরে সমান সাবলীল। রামচন্দ্রের কথায়, এই গ্রাম রাবণের গ্রাম, তাঁর পিতৃপুরুষেরও গ্রাম। বিশ্বশ্রবা মুনি-র নামেই আমাদের গ্রাম। এখানে রাবণ তো বটেই। তাঁর বাকি ভাইবোন, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, শূর্পনখার জন্ম হয়েছিল। রাবণের বাবা বিশ্বশ্রবা মুনি শিবভক্ত ছিলেন। তিনিও এই মন্দিরেই পুজো করতেন। রাবণও এই শিবলিঙ্গের কাছেই তপস্যা করেছিলেন ও নিজের দশটি মাথা কেটে, অর্পণও করেছিলেন। এখান থেকেই তিনি লঙ্কায় গিয়েছিলেন বাবার সঙ্গে। সারা বছর মন্দিরে রাবণের পুজো না হলেও বিজয়া দশমীর দিনে উত্তর ভারত-সহ সারা দেশ যখন রাবণ দহন তখন এখানে চলে রাবণের পুজো। সঙ্গে বিলাপও। সেদিন অন্যান্য জায়গায় যখন সকলে ভূমিপুত্র রাবণের কুশপুত্তলিকা দাহ করার শোক পালন করেন, তখন বিশরখের বাসিঃদারা অশ্রু বিসর্জন করে শোক পালন করেন। মন্দিরের অন্দরে রাবণের মূর্তি না থাকার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন রামচন্দ্র। বলেছেন, রাবণ এই মন্দিরেই শিবের আরাধনা করতেন তাই মন্দিরেও আরাধ্য দেবতা শিবই। ত্রেতা যুগ থেকেই এই মঃন্দির রয়েছে। মন্দিরের

শিবলিঙ্গ সাত হাজার বছর পুরনো। প্রশ্ন, ভক্ত আর ভগবান একসঙ্গে কীভাবে পূজিত হবেন? উত্তর হল, মঃন্দিরের প্রবেশদ্বারের দেওয়ালে রাবণের মূর্তি রয়েছে আর অযোধ্যায় রামলালার বিগ্রহ বসানোর পর এই মন্দির চত্বরেও রাবণের মূর্তি বসানো হবে। জয়পুরের মূর্তিকার দশাননের পিতলের মূর্তি তৈরি করছেন, দু’ফুটের সেই মূর্তিরও দশটি মাথা থাকবে। এ বছর বিজয়া দশমীর দিনেই মূর্তি স্থাপন করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। সোমবার অযোধ্যায় রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিনেই রাবণ মন্দিরেও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বসছে রাম দরবার। রাবণই যেখানে মুখ্য সেখানে রামের পুজো? প্রশ্ন করতেই মন্দিরের ছোটো পুরোহিত প্রিন্স মিশ্রের দাবি, রাবণের জন্যই তো রামের জন্ম হয়েছিল। রাবণের জন্যই তো রামের এত পরিচিতি। রামজিও আরাধ্য তবে এখানে রাবণই প্রধান। রামজির সঙ্গে সেদিন রাবণেরও পুজো হচ্ছে। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালজুড়ে রাবণের পরিবারের পাশাপাশিই মন্দিরের অন্দরের দেওয়াল জুড়ে শিব-পার্বতীর ছবি। প্রবেশদ্বারের মাথার উপরে বিরাজমান গণপতি। এই মন্দির অতীতেও চর্চায় উঠে এসেছে বলেও জানালেন মিশ্র। বললেন, জমি দখল করার জন্য এখানকার শিবলিঙ্গ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল অনেকবারই কিন্তু শিবলিঙ্গের শেষ অংশ মেলেনি। পরে ’৯০ সাল নাগাদ এক সাধু চন্দ্রস্বামীর উদ্যোগে পুরাতত্ত্ব বিভাগের লোকেরা এসে খনন চালান। সেইসময় খননে বিশমুখী শঙ্খ উঠে এসেছিল আর কিছু জিনিসপত্রও। কিন্তু তাঁরাও শিবলিঙ্গের শেষ খুঁজে পাননি। পরে পুরাতত্ত্ব বিভাগ জানিয়েছে, শিবলিঙ্গ সাত হাজার বছর পুরনো। পুরনো মন্দিরের কিছু অবশিষ্ট নেই এখন। নতুন মন্দির অবশ্য বহু বছর আগে হয়েছে। কমপক্ষে বছর চল্লিশ তো হবেই। মন্দির চত্বরেই ঘুরে বেড়ানো বছর চোদ্দোর শিব ভাটি, দাদু দশাননের কাছ থেকে গল্প শুনেই বড় হয়েছে। নিজেকে রাবণের বংশধর বলেই দাবি করা শিবের কথায়, এটা যে রাবণের গ্রাম, তা ছোট থেকেই জানি। এখানেই দশটা মাথা কেটে শিবজিকে দিয়েছিলেন রাবণ। এই গ্রামের সকলেই তো রাবণের বংশধর। আমিও তাই। আমাদের কাছে রাবণ ভগবান। আমরা তাঁর পুজো করি। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রামদাস, মেজো পুরোহিতের নাম রামচঃদ্র। এছাড়াও গ্রামের বহু মানুষের নামই দশানন।

রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন বিশেষ বার্তা নাখোদা মসজিদের!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ রাম মন্দির উদ্বোধন কে ’সামাজিক উৎসব’ হিসেবেই দেখছে নাখোদা মসজিদ। পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের কাছে আবেদন, এই নিয়ে কোনও বিরূপ মন্তব্য কাম্য নয়। রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে যাতে কোনওভাবেই ধর্মীয় আঙ্গিকে দেখা না হয় সেই বার্তা দেওয়া হয়েছে এবং এদিনটিকে বৃহত্তর সামাজিক উসবের রূপে দেখা যেতে পারে, বার্তা নাখোদা মসজিদ কর্তৃপক্ষের। নাখোদা মসজিদের এক ট্রাস্টি সদস্যের কথায়, ’রামমঃদিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে একটি সামাজিক উসব হিসেবেই দেখার কথা বলব। সমস্ত বিষয় নিয়েই যে সকলকে খুশি হতে হবে তা নয়। কয়েকটি বিষয়ে কারও কারও মনে বিরোধিতা থাকতে পারে। এই ঘটনা কোনওভাবেই তার ব্যতিক্রম নয়। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে তা তৈরি করা হয়েছে। ভারতের সমস্ত নাগরিককে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানা উচিত।’ পাশাপাশি ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও উসকানিমূলক প্ররোচনায় যাতে পা না দেওয়া হয়, সেই বিষয়েও সতর্ক করেছেন তিনি। নাখোদা মসজিদের ম্যানেজিং কমিটির এক সদস্য সংবিধান প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, ’ভারতের সংবিধান সবার উপর, এই কথা কোনওভাবে ভুলে গেলে চলবে না। কোনওভাবেই যাতে ভারতের সংবিধানের মর্যাদা ক্ষুন্ন না হয় সেই দিকে সমস্ত পক্ষকেই নজর রাখতে হবে।’উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে যখন বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয় সেই সময়ও নাখোদা মসজিদের তকালীন ইমাম শেখ মহম্মদ সাবির শান্তি রক্ষা করার আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই সময় শান্তি রক্ষার বার্তা দেওয়া হয়।

হাসপাতালে সইফ আলি খান!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রামলালা প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে প্রায় গোটা বলিউড যখন অযোধ্যায় উপস্থিত তখন হাসপাতালে বলিউড অভিনেতা সইফ আলি খান। সূত্রের খবর অনুযায়ী, সোমবার সকাল ৮টায় সইফকে ভর্তি করা হয়েছে মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে। বলিউড সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, সইফ হাঁটু ও কাঁধে গুরুতর চোট পেয়েছেন। আর সেই কারণেই তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, তাঁর অস্ত্রোপচার চলছে।

নাম পরিবর্তন

আমি, Bishawranjan Biswas (পুরাতন নাম) পিতা Late Ganesh Biswas, ঠিকানা-Kashipur, Berbari, North 24 Parganas, Pin- 743270, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 20.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Biswaranjan Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Biswaranjan Biswas (নতুন নাম)এবং Bishawranjan Biswas (পুরাতন নাম)একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Radha Munda (old name) S/O Tarak Munda, Residing at Vill- Mathbari, P.O.- Mathbari, P.S.- Nazat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743442, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abdur Rahaman (new name) vide an affidavit sworn before the Ld.Judicial Magistrate 1st Class at Basirhat (North 24 Pgs) on 29/09/2022. Abdur Rahaman (new name) and Radha Munda (old name) both are same identical person.

Name Change

I KHOMESHWAR PRASAD, SON OF PUNIT RAM SAHU, RESIDING AT 32 REGENT PLACE,1ST FLOOR, KOLKATA -700040,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KHOMESHWAR PRASAD SAHU VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024.THAT KHOMESHWAR PRASAD AND KHOMESHWAR PRASAD SAHU ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I CHANDNI, D/O CHELA LATA, R/O MITHAKHALI CANNING, PS CANNING, BARUIPUR-743329, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANDNI BISWAS, VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT CHANDNI AND CHANDNI BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SEKH FALAL, SON OF SEKH KHUDI, RESIDING AT VILL & PO-KUMARPUR,PS-BHABANIPUR, EAST MEDINIPUR - 721654, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK FALALUDDIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024.THAT SEKH FALAL AND SK FALALUDDIN ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, FARIDA BEGUM MALLIK W/O ABDUL MOKIM MALLIK Presently residing at VILL-NAWABPUR REUJIRA CHAK, P.O-NAWABPUR,P.S-CHANDITALA,DSIT-HOOGHLY,PIN-712701, West Bengal, India, My (Old name) FARIDA MALLIK W/O ABDUL MOKIM MALLIK have changed her name to (shall henceforth be known as) FARIDA BEGUM MALLIK (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 22/01/2024

Name Change

I BINOY RANJAN CHAKLADER & BENOY RANJAN CHAKLADER, S/O GIRENDRA CHAKLADAR, R/O E/18/2, KATJUNAGAR COLONY, KOLKATA -700032, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BENOY RANJAN CHAKLADAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT BINOY RANJAN CHAKLADER & BENOY RANJAN CHAKLADER AND BENOY RANJAN CHAKLADAR, ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SUSHIL KUMAR VARMA, S/O CHOTHMAL VARMA, R/O BLOCK -1, LOBBY-1, FLAT -7, B, 136, JESSORE ROAD, BANGUR AVENUE, KOLKATA -700055, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSHIL VARMA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT SUSHIL KUMAR VARMA AND SUSHIL VARMA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I MD ALIL MONDAL, S/O LATE KHALQUE MANDAL, R/O KARIKAR PARA, SHARAPUL, NIRMAN, SWARUPNAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743286, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALIL MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT ALIL MONDAL AND MD ALIL MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I DIPIKA DAS, WIFE OF AMAL KRISHNA DAS, RESIDING AT E/19/838 TAHERPUR, PO-TAHERPUR, NADIA-741159,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPIKA DAS BOSE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA 19/01/2024.THAT DIPIKA DAS AND DIPIKA DAS BOSE ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I KISHOR PANDEY,SON OF GOPAL PANDEY, RESIDING AT BEGUNBARI,BARANAGAR,PO-AZIMGANJ, PS-JIAGANJ, MURSHIDABAD-742122,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KISHOR KUMAR PANDEY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/01/2024.THAT KISHOR PANDEY AND KISHOR KUMAR PANDEY ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I ANINDITA BOSE, RESIDING AT 35 BARASAT ROAD,JAHNABI ABASAN, FLAT NO-F, 3RD FLOOR, SODEPUR,PS-KHARDA, NORTH 24 PARGANAS -pin-700110 , WEST BENGAL.THAT MY FATHER Late ASIT BOSE SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS Late ASIT KUMAR BOSE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/01/2024.THAT ASIT BOSE AND ASIT KUMAR BOSE ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I RAM CHANDRA GAYEN, C/O GANESH CHANDRA GAYEN, R/O MAJHER PARA, BAMANGACHHI, BARASAT, NORTH 24 PARGANAS,PIN-743248, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAM CHANDRA GAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT RAM CHANDRA GAYEN AND RAM CHANDRA GAIN ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SOURAB ALI SHEIKH, C/O KETAB SEKH, R/O NRISHINGA JANGAL LANE, SARAGARH LANE, SANTIPUR, RANAGHAT, PIN-741404, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURAB ALI SHEIKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT SOURAB ALI SHEIKH AND SURAB ALI SHEIKH ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I NAZIR MONDAL, S/O TAIYAB MANDAL, R/O 99, SEKH PARA LANE, SANTRAGACHHI, HOWRAH MUNICIPAL CORPORATION, HOWRAH -711104, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAZIR HUSEN MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/01/2024, THAT NAZIR HUSEN MANDAL AND NAZIR MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, ABDUL MOKIM MALLIK S/O Late-AJEHAR ALI MALLIK Presently residing at VILL-NAWABPUR REUJIRA CHAK, P.O-NAWABPUR,P.S-CHANDITALA,DSIT-HOOGHLY,PIN-712701, West Bengal, India, My (Old name) MOKIM MALLIK S/O Late-AJEHAR ALI MALLIK have changed her name to (shall henceforth be known as) , ABDUL MOKIM MALLIK (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 22/01/2024.

Name Change

I, Laxmi Das W/o Champak Kumar Das R/o 45, Dasnagar Road, North Dum Dum P.O.-Birati, P.S.- Nimta, Pin-700051 shall henceforth be known as Lakxmi Das. I declare that Lakxmi Das and Laxmi Das is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-11-2023.

নেতাজির স্মৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে আজও সিঙারা বিতরণ করেন পূর্বস্থলীর রায় পরিবার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২২ জানুয়ারি ঃ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের জন্মদিন অভিনব ভাবে পালন করে আসছেন পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লক এর কাষ্ঠশালী গ্রামের রায় পরিবার। প্রতি বছরেই নেতাজির জন্মদিন অর্থাৎ ২৩ জানুয়ারি নেতাজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে স্থানীয়দের সিঙারা বিতরণ করেন রায় পরিবারের সদস্যরা। নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে সারা ভারতবর্ষে যেখানে মিষ্টান্ন বিলি করা হয়, কিম্বা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চকোলেট, বিস্কুট কিংবা কেক বিতরণ করা হয়, সেখানে রায় পরিবার বংশানুক্রমে কেন সিঙারা বিতরণ করেন তার পিছনে রয়েছে এক গৌরবময় ইতিহাস। রায় পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তৎকালীন বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানা এলাকার প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন রমেশচন্দ্র রায়। ১৯৩২ সালে রমেশচন্দ্র রায় এবং তার ভাই সুরেশচন্দ্র রায়ের কাছে নেতাজি এসেছিলেন। তখন রমেশচন্দ্র রায়ের স্ত্রী শিবভাবিনী দেবী ছিলেন জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী। ওই বছর নেতাজি এক সাংগঠনিক কাজ সেরে কাষ্ঠশালি হয়ে মৌতলায় এক জনসভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন। মৌতলা যাবার পথে তিনি রমেশচন্দ্র রায়ের বাড়িতে কিছুক্ষন ছিলেন। শিবভাবিনী দেবী সেই সময় নেতাজিকে সিঙারা তৈরি করে খাইয়েছিলেন। সেই থেকে আজও

নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে সিঙারা বিলি করে রায় পরিবার।

এই প্রসঙ্গে রায় পরিবারের অন্যতম সদস্য তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী রমেশচন্দ্র রায়ের ভাইপো তথা সুরেশচন্দ্র রায়ের পুত্র গৌতম রায় জানিয়েছেন, তেলেভাজা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র খেতে বেশি ভালোবাসতেন। কলকাতার বিবেকানন্দ রোডে একটি দোকনে নেতাজি মাঝে মাঝেই তেলেভাজা খেতেন। সেই দোকান থেকে ২৩ জানয়ারি ফ্রি-তে তেলেভাজা খাওয়ানো হয়। তাদের বাড়িতেও যেহেতু তিনি তার জেঠিমার হাতে তৈরী সিঙারা খেয়েছিলেন, তাই সেই গৌরবময় স্মৃতিকে মনে রাখতে নেতাজির জন্মদিনে আজও তারা সিঙারা বিলি করেন পাড়ায়। আগে সিঙারা বাড়িতেই তৈরি হত, তবে এখন অর্ডার দিয়ে বানানো হয় এবং তা সকলের মধ্যে বিলি করা হয়। তাদের বাড়িতে এসে যে চেয়ারে নেতাজি বসেছিলেন আজও সেই চেয়ার সংরক্ষন করে একটি কাঁচের শোকেসে সুন্দর ভাবে রাখা রয়েছে রায় বাড়িতে। সেখানেই নেতাজির সুভাষচন্দ্র বসুর একটি প্রতিকৃতি রেখে প্রতিবছরই তার জন্মদিনে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সিঙ্গারা ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয়। সারা বছর ধরে অনেকেই আসে শোকেসে রাখা নেতাজির স্মৃতি বিজড়িত চেয়ারটি দেখতে। আজও নেতাজির স্মৃতি ও তার ছোঁয়া গর্বের সাথে বহন করে নিয়ে চলেছেন তারা। পরিবারের কুলদেবতা হিসাবেই নেতাজিকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আসনে মনের মণিকোঠায় বসিয়ে নিয়ে চলেছেন পূর্বস্থলী থানার কাষ্ঠশালী গ্রামের গর্বিত রায় পরিবার।

রাজ্য জুড়ে পালন সংহতি যাত্রা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি ঃ সারা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও সংহতি যাত্রা করলো দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। সর্ব ধর্ম সমন্বয়কে সামনে রেখে এদিন সংহতি যাত্রা করল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন বাঘাযতিন পার্ক থেকে মিছিলটি শুরু হয়। হাশমি চকের মসজিদ হয়ে সেবক মোড় দিয়ে গুরুদ্বারার সামনে দিয়ে মিছিলটি শহর পরিক্রমা করে। মিছিলে যোগ দেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ সহ বিভিন্ন সম্প্রদায় ধর্মের প্রতিনিধিরা। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার বিএমবি ক্লাবের মাঠ থেকে এদিন সংহতি যাত্রা শুরু করল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। বক্সা ফিডার রোড ধরে সংহতি যাত্রা এসে পৌঁছায় কোর্টমোড়ে। পরে সেখানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নেতৃত্বরা বক্তব্য রাখেন। আর এই সংহতি যাত্রার সময় নেতা কর্মীদের শুনতে হয় জয় শ্রীরাম। জলপাইগুড়িতে একদিকে জয় শ্রী রাম শ্লোগান।

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন আহ্বান বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/সিএটিজি/নিউ অ্যালটমেন্ট/অকশন/২০২২ তারিখ ১৯.০১.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশনে ৫ বছরের জন্য ডি, ই এবং এফ ক্যাটাগরির স্টেশনে জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) এবং এ, বি, সি, ডি, ই এবং এফ ক্যাটাগরির স্টেশনে স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ) ক্যাটারিং পরিষেবা ব্যবস্থার জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। আরও তথ্যের জন্য ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে **www.ireps.gov.in**-এ দেখুন। অকশনের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপঃ- **অকশন ক্যাটালগ নং. সিএটিজি-জিএমইউ-এসএমইউ-১০। এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরী, বিবরণ এবং বন্ধের তারিখ/সময়** যথাক্রমেঃ- **এএ/১**; সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিবিবি-জিএমইউ-৪৭-২২-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারেল ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা-সংরক্ষিত; ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১০:৩০:০০ টায়। **এএ/২**; সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমআরআর-জিএমইউ-৪-২২-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারেল ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা-অসংরক্ষিত-সবার জন্য উন্মুক্ত; ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১০:৪০:০০ টায়। **এএ/৩**; সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-পিএনই-জিএমইউ-১২-২২-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারেল ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা-অসংরক্ষিত- সবার জন্য উন্মুক্ত; ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১০:৫০:০০ টায়। **এএ/৪**; সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিএইচএলই-জিএমইউ-১০-২২-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারেল ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা-অসংরক্ষিত- সবার জন্য উন্মুক্ত; ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১১:০০:০০ টায়। **এএ/৫**; সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমএলভি-জিএমইউ-২-২২-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারেল ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা-সংরক্ষিত; ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১১:১০:০০ টায়। **এএ/৬**; সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএএন-জিএমইউ-১১-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারেল ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা-অসংরক্ষিত- সবার জন্য উন্মুক্ত; ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১১:২০:০০ টায়। **এএ/৭**; সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এলসিএই-জিএমইউ-৫২-২২-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারেল ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা-সংরক্ষিত; ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১১:৩০:০০ টায়। **এএ/৮**; সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএলপি-জিএমইউ-৪৬-২২-২ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারেল ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা-সংরক্ষিত; ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১১:৪০:০০ টায়। **এএ/৯**; সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসডিআই-জিএমইউ-৩-২২-২ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারেল ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা-সংরক্ষিত; ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১১:৫০:০০ টায়। **এএ/১০**; সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-সিডবলুএলই-জিএমইউ-৯-২২-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারেল ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা-অসংরক্ষিত-সবার জন্য উন্মুক্ত; ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১২:০০:০০ টায়। **এএ/১১**; সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসএএলই-জিএমইউ-৫-২২-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারেল ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা-অসংরক্ষিত-সবার জন্য উন্মুক্ত; ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১২:১০:০০ টায়। **এএ/১২**; সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিআইটি-জিএমইউ-৮-২২-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)); জেনারেল ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা-সংরক্ষিত; ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১২:২০:০০ টায়। **এবি/১**; সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিএসএই-এসএমইউ-৪১-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশাল ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা-সংরক্ষিত; ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১২:৩০:০০ টায়। **এবি/২**; [illegible] (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশাল ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা-সংরক্ষিত; ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১২:৪০:০০ টায়। **এবি/৩**; [illegible] (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)); স্পেশাল ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা-সংরক্ষিত; ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১২:৫০:০০ টায়। **এবি/৪**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৩:০০:০০ টায়। **এবি/৫**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৩:১০:০০ টায়। **এবি/৬**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৩:২০:০০ টায়। **এবি/৭**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৩:৩০:০০ টায়। **এবি/৮**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৩:৪০:০০ টায়। **এবি/৯**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৩:৫০:০০ টায়। **এবি/১০**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৪:০০:০০ টায়। **এবি/১১**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৪:১০:০০ টায়। **এবি/১২**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৪:২০:০০ টায়। **এবি/১৩**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৪:৩০:০০ টায়। **এবি/১৪**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৪:৪০:০০ টায়। **এবি/১৫**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৪:৫০:০০ টায়। **এবি/১৬**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৫:০০:০০ টায়। **এবি/১৭**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৫:১০:০০ টায়। **এবি/১৮**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৫:২০:০০ টায়। **এবি/১৯**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৫:৩০:০০ টায়। **এবি/২০**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৫:৪০:০০ টায়। **এবি/২১**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৫:৫০:০০ টায়। **এবি/২২**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৬:০০:০০ টায়। **এবি/২৩**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৬:১০:০০ টায়। **এবি/২৪**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৬:২০:০০ টায়। **এবি/২৫**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৬:৩০:০০ টায়। **এবি/২৬**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৬:৪০:০০ টায়। **এবি/২৭**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৬:৫০:০০ টায়। **এবি/২৮**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৭:০০:০০ টায়। **এবি/২৯**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৭:১০:০০ টায়। **এবি/৩০**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৭:২০:০০ টায়। **এবি/৩১**; [illegible] ০২.০২.২০২৪ তারিখ ১৭:৩০:০০ টায়। **স্টেট ইউনিট** এএ/১ থেকে এএ/১২ এবং এবি/১ থেকে এবি/৩১ প্রতিটির জন্য বার্ষিক লাইসেন্স ফি। **নূন্যতম বৃদ্ধি (%)** এএ/১ থেকে এএ/১২ এবং এবি/১ থেকে এবি/৩১ প্রতিটির জন্য ০.১। **ইএমডি** এএ/১ থেকে এএ/১২ এবং এবি/১ থেকে এবি/৩১ প্রতিটির জন্য শূন্য। HWH-461/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. NIT No: 25/PS/2023-24 dt: 16/01/2024, E- Tender ID: 2024_ZPHD_647415_1 to 2024_ZPHD_647415_10. For details Pl. contact the Office of the Executive Officer, Chanditala-I Panchayat Samity, Mashat, Hooghly. Visit: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ও/এসি/টি/১৭১-২৩-২৪(ওপেন), তারিখঃ ১৯.০১.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছে। **কেস নং. ও-এসি-টি-১৭১-২৩-২৪। কাজের নামঃ** এইএন/বিআরএল/এএসএন-এর অধীনে আসানসোল ডিভিশন জুড়ে বিভিন্ন ব্রিজের ওপর টি ই লিমিট অপারেশনের জন্য রেট্রো রিফ্লেক্টিভ কশান ইন্ডিকেটর-এর ব্যবস্থা সমেত জি.সি. এসইসি.-তে ব্রিজ নং. ১৮-র গ্যাং প্রতিস্থাপন, অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ১,৫৯,৯২,০৯১.০৫; **বায়না অর্থঃ** ₹ ২,৩০,০০০.০০; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ০৯ মাস। **বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময়ঃ** ১৩.০২.২০২৪ দুপুর ১২টায়। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে দেখা যাবে। ASN-204/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 1095/PHE(C)/BMC, Dated : 22.01.2024.(ii) NIT No. 1097/PHE(C)/BMC(2nd Call), Dated : 22.01.2024. (iii) NIT No. 774/PWD/ROAD/BMC, Dated : 22.01.2024.

e-Tender has been invited for (i) Laying and interconnection pipe line at different locations (ii) Electrical Installation of Heavy Duty Tubewell at Udayanpally within ward no. 18 (iii) Repairing & maintenance of Bituminous Road within ward no.40 under BMC. For details, please **follow Tender Id (i) 2024_MAD_652487_1 to 5 (ii) 2024_MAD_652574_1 (iii) 2024_MAD_652558_1 in www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board **Last date of Bid submission - (i) 07/02/2024 up to 3.00 p.m. (ii) 03/02/2024 up to 3.00 p.m. (iii) 13/02/2024 up to 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

আধার কার্ড সংশোধনী করার সময় ক্যাম্পে ভাঙচুরের অভিযোগ

এজাজ আহম্মেদ, মুর্শিদাবাদ, ২২ জানুয়ারি ঃ শনিবার রাতের ওই ঘটনা মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার জলট্যাঙ্কি মোড় এলাকার। বহরমপুরের সংসদ তথা ভারতবর্ষের বিরোধী দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীর উদ্যোগে আধার সংশোধনী ক্যাম্প করা হচ্ছিল । আধার কার্ড সংশোধনী ক্যাম্প করার সময়, বাধা ও ভাঙচুর চালায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বলে অভিযোগ উঠে যদিও হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শাসকদল তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার ও শনিবার জেলার বিভিন্ন জায়গায় আধার কার্ড সংশোধন করার জন্য ক্যাম্প করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা পোস্টাল সুপারেন্টডেন্টের পক্ষ থেকে এই নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে জেলার ১৩ জায়গায় ক্যাম্প করার পাশাপাশি শনিবার রাতে সালারে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে ক্যাম্প শুরু করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। কংগ্রেসের অভিযোগ, শনিবার রাতে হঠাৎ করে তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু কর্মী ক্যাম্প না করার দাবি তোলে। পরে তারা হামলা চালিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ভাঙচুর করে। ছিঁড়ে দেওয়া হয় ইন্টারনেট ক্যানেকশন কেবল। এবিষয়ে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন ভরতপুরের বিধায়ক কমলেশ চট্টোপাধ্যায় বলেন, অধীর রঞ্জন চৌধুরীর তদারকির জন্য এই ক্যাম্প গুলি করা হচ্ছিল। এতে সাধারণ মানুষ জনসেবা পেতেন। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থে তৃণমূল এখানে হামলা চালিয়ে ক্যাম্প ভাঙচুর করল। এতে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হল। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় ভরতপুর ২ ব্লক সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, ওটা পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ি ক্যাম্প হওয়ার কথা। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রচার করা হচ্ছিল যে অধীর বাবু এই ক্যাম্প গুলির ব্যবস্থা করেছেন। এই বিষয়ে জেলা কংগ্রেস মুখপাত্র জয়ন্ত দাস বলেন, শুধু সালারেই নয়। কান্দি নওদা ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ভাবে এই ক্যাম্প চালাতে বাধা দেওয়া হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হচ্ছে।

হরিপালে জেলা সবলা মেলার উদ্বোধন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হুগলি, ২২ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকারের স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি দফতরের উদ্যোগে আজ হরিপাল গুরুদয়াল স্কুল মাঠে হুগলী জেলা সবলা মেলার শুভ উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করলেন রাজ্যের কৃষিজ

বিপনন ও পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য, ধনিয়াখালীর বিধায়ক অসীমা পাত্র, হরিপালের বিধায়ক ডাক্তার করবি মান্না এমপি অপরূপা পোদ্দার এসডিও সহ সরকারী আধিকারিকবৃন্দ। এই মেলার উদ্বোধন করে রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, ২০১১ সালে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে সরকার গঠন হওয়ার পর মহিলাদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এখন এই দলের মহিলারা সরকারি সহযোগিতায় ঋণ গ্রহণ করে তাদের বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদন করছেন যেগুলি বিভিন্ন মেলার মাধ্যমে বিশ্ব বাংলার ব্যান্ডে বিক্রি হচ্ছে। আজ সেই সবলা এর মেলার উদ্বোধনের মাধ্যমে মহিলাদের আরো উৎসাহিত করার প্রয়াস আমরা গ্রহণ করেছি। বহু স্বনির্ভর গোষ্ঠী এই মেলায় অংশগ্রহণ করে।

উত্তর পূর্ব রেলে গোরক্ষপুর এবং গোমতিনগর থেকে চেন্নাই সেন্ট্রাল পর্যন্ত বিশেষ একক যাত্রা ট্রেনের তারিখ পরিবর্তন

গোরক্ষপুর, ২২ জানুয়ারী ঃ ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে, রেল প্রশাসন গোরক্ষপুর এবং গোমতিনগর থেকে চেন্নাই সেন্ট্রাল পর্যন্ত বিশেষ একক যাত্রা ট্রেনের তারিখ পরিবর্তন করেছে। ফলে ০৫০১৩ গোরক্ষপুর-পুরাচি তালাইর ড. এম.জি. রামচন্দ্রন সেন্ট্রাল (চেন্নাই সেন্ট্রাল) স্পেশাল ট্রেন গোরক্ষপুর থেকে ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ এর পরিবর্তে ২৬ জানুয়ারি ২০২৪ এবং ০৫০১১ গোমতীনগর- পুরাচি থালাইভার ড. এম.জি. রামচন্দ্রন সেন্ট্রাল (চেন্নাই সেন্ট্রাল) বিশেষ ট্রেনটি ২৪ জানুয়ারী, ২০২৪-এর পরিবর্তে ২৬ জানুয়ারি, ২০২৪-এ একক যাত্রার জন্য গোমতীনগর থেকে চলবে। এতে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সময়ে জারি করা সমস্ত মান মেনে চলতে হবে। ০৫০১৩ গোরখপুর- পুরাচি থালাইভার ড. এম.জি. রামচন্দ্রন সেন্ট্রাল (চেন্নাই সেন্ট্রাল) একক যাত্রার জন্য বিশেষ ট্রেনটি ২৪ জানুয়ারি, ২০২৪ বুধবার গোরক্ষপুর থেকে ১১.১৫ ঘটিকায় ছাড়বে এবং খলিলাবাদ থেকে ১১.৫২ ঘটিকায়, বাস্তি ১২.২২ টায়, গোন্ডা ১৩.৪৫ টায়, বাদশাহনগর থেকে ১১.১৫ ঘন্টায়, বাদশাহনগর থেকে ১১.৫২ ঘন্টায় ছাড়বে। ১৬.২০ ঘন্টা, কানপুর। সেন্ট্রাল থেকে ১৭.৫৫ এ, বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই জং। (ঝাঁসি) থেকে ২১.২৫ ঘটিকায়, দ্বিতীয় দিন বিনা থেকে ০১.০৫ টায়, ভোপাল থেকে ০৩.০০ টায়, ইটারসি থেকে ০৪.৫০ টায়, নাগপুর থেকে ০৯.৫০ টায়, বলহারশাহ থেকে ১৩.৪৫ টায়, পুরগা থেকে ১৩.৪৫ টায়। রামাগুন্ডম ১৫.২৮ টায়, ওয়ারাঙ্গল থেকে ১৭.১০ টায়, বিজয়ওয়াড়া থেকে গুডুর ২০.৪৫ টায় এবং তৃতীয় দিনে, গুডুর থেকে ০৪.০০ টায় ছাড়ে, পুরাচি থালাইভার ডাঃ এম.জি. রামচন্দ্রন সেন্ট্রাল (চেন্নাই সেন্ট্রাল) পৌঁছাবে ০৬.৩০ এ। এই ট্রেনে ০২ টি এসএলআরডি এবং ২০ টি স্লিপার ক্লাস কোচ সহ মোট ২২ টি কোচ বসানো হবে। ০৫০১১ গোমতীনগর- পুরাচি থালাইভার ড. এম.জি. রামচন্দ্রন সেন্ট্রাল (চেন্নাই সেন্ট্রাল) একক যাত্রার জন্য বিশেষ ট্রেনটি ২৬ জানুয়ারি,২৪, শুক্রবার গোমতীনগর থেকে ১৫.৩০ টায় ছাড়বে এবং ১৬.২০ টায় আইশবাগে, ১৭.৫৫ টায় কানপুর সেন্ট্রাল, বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই জংশনে পৌঁছাবে। (ঝাঁসি) থেকে ২১.২৫ ঘটিকায়, দ্বিতীয় দিন বিনা থেকে ০১.০৫ টায়, ভোপাল থেকে ০৩.০০ টায়, ইটারসি থেকে ০৪.৫০ টায়, নাগপুর থেকে ০৯.৫০ টায়, বলহারশাহ থেকে ১৩.৪৫ টায়, পুরগা থেকে ১৩.৪৫ টায়। রামাগুন্ডম ১৫.২৮ টায়, ওয়ারাঙ্গল থেকে ১৭.১০ টায়, বিজয়ওয়াড়া থেকে গুডুর ২০.৪৫ টায় এবং তৃতীয় দিনে, গুডুর থেকে ০৪.০০ টায় ছাড়ে, পুরাচি থালাইভার ডাঃ এম.জি. রামচন্দ্রন সেন্ট্রাল (চেন্নাই সেন্ট্রাল) পৌঁছাবে ০৬.৩০ এ। এই ট্রেনে ০২ টি এসএলআরডি এবং ২০ টি স্লিপার ক্লাস কোচ সহ মোট ২২ টি কোচ বসানো হবে।

মোদী একা জিততে পারেন না, তাই ভগবান রামের সাহারা নেন ঃ সংহতি যাত্রায় বললেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২২ জানুয়ারি ঃ ভগবান রামের কাঁধে চেপে ভোট বৈতরণী পেরোতে চাইছেন মোদী, উনি একা জিততে পারেন না। তাই সাধু সন্তজন সাবধান। বোলপুর ও ইলামবাজার ব্লকে সংহতি যাত্রায়

বললেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বোলপুর সাংসদ অসিত মাল ও বোলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ। সোমবার রাজ্য জুড়ে সংহতি মিছিলের ডাক দেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো জেলার ব্লকে ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস মিছিলের আয়োজন করে। বোলপুর চৌরাস্তা মোড় থেকে স্টেডিয়াম মোড় পর্যন্ত সংহতি মিছিল হয়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হাজার তিরিশেক মানুষ ঢাকঢোল নিয়ে তারপর ইলামবাজার মিলের মাঠ থেকে ইলামবাজারের ভিতর হয়ে হাইরোড পেরিয়ে বাসস্ট্যাণ্ড মোড়ে মিছিল শেষ হয়। সেখানে একটি সভাও হয়। সভার শেষে মন্ত্রী বলেন, রামলালার জন্মদিনে অর্থাৎ রামনবমীর দিন মন্দিরে বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। তাছাড়াও পুরীর শঙ্করাচার্যের মতো পণ্ডিতরা বলেছেন, অসম্পূর্ণ মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী ২২ জানুয়ারি সেটা করলেন। কারণ একটাই চব্বিশে লোকসভা ভোট। যখন দেখলেন, চব্বিশে বিরোধীরা একজোট হচ্ছে। জেতা মুশকিল। তখন প্রভু রামের কাঁধে চেপে ভোট বৈতরণী পের হতে চাইছেন। ২০১৯ সালেও তাই করেছেন। কিন্তু মানুষ এবার তাঁর চালাকি ধরতে পেরেছে। চব্বিশে তিনি পর্যুদস্ত হবেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। জাতি- ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে সাথে নিয়ে চলেন। কিন্তু বিজেপি ধর্মীয় মেরুকরণের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার মতো জঘন্যতম খেলা খেলে দেশের পরিস্থিতি খারাপ করতে চাইছে। বাংলায় সেটা হতে দেওয়া যাবে না। কারণ মুখ্যমন্ত্রী সর্বদা আমাদের রক্ষা করে চলেছেন। একইভাবে সোমবার রামপুরহাট দলীয় কার্যালয় থেকে সংহতি মিছিল বের হয়। মিছিলে হাঁটেন ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা সহসভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি প্রমুখ। এদিন বিকেল ৪ টে নাগাদ নলহাটি দুই ব্লকের ভদ্রপুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁটাগড়িয়া মোড়ে তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে সংহতি মিছিল বের হয়। এই সংহতি যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আবু জাহের রানা, শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি গোপাল চন্দ্র দাস, ইনটাকের সভাপতি আব্দুর রহমান, যুব তৃণমূলের সহ সভাপতি আব্দুস সালাম, প্রাক্তন ব্লক সভাপতি কুদরতে খোদা সহ ব্লকের অন্যান্য নেতৃত্বরা ও কর্মীরা। মিছিল শেষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। একইভাবে নানুরে দলীয় কার্যালয় থেকে সংহতি মিছিল বের হয়ে গোটা এলাকা পরিক্রমা করে।

সম্প্রীতি পদযাত্রা মহামিছিলে পরিনত হল জামালপুরে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২২ জানুয়ারি ঃ এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক বিশাল সম্প্রীতি পদযাত্রার আয়োজিত হল সোমবার। এদিন হালারা বিপত্তারিণী তলা থেকে শুরু হয়ে ওই পদযাত্রাটি শেষ হয় কালাড়া পুলমাথা মোড়ে। সেখানে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। এদিনের সম্প্রীতি পদযাত্রায় পা মেলান জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, জামালপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি তথা ব্লকের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, ব্লক তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, জামালপুর ব্লকের জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সাহাবুদ্দিন মন্ডল, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ওয়াসিম সরকার, আইএনটিটিইউসির সভাপতি তাবারক আলি মন্ডল, এস সি সেলের সভাপতি উত্তম হাজারি, আদিবাসি সেলের সভাপতি তারক টুডু, ব্লকের ১৩ অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি সহ ছিলেন ব্রাহ্মন, মুসলিম, খ্রীষ্টান, মতুয়া, আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও। এদিনের সম্প্রীতি পদযাত্রাটি মহামিছিলে পরিণত হয়। মিছিল শেষে পুলমাথার মোড়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান বলেন, সারা দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছায়িয়ে দিচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। কৃষ্ণ আমাদের সকলের দেবতা বলে জানি, কিন্তু নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতা বলে রাম কে নিয়ে রাজনীতি করছেন, সকলের উপর রামকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারত সম্প্রীতির দেশ, এখানে ধর্ম বর্ণ, মত সব মিলেমিশে যুগ যুগ ধরে একে অপরের সাথে হাত মিলিয়ে বসবাস করছে। সেখানে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উসকে দিচ্ছে বিজেপি। এদিন মেহেমুদ খান হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন, বিজেপি,

সিপিএম যে যা দল করছেন করুন, রাজনীতি করার অধিকার ও স্বাধীনতা সকলের আছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ইন্ধন দিলে মানুষ কিন্তু ক্ষমা করবে না, তারা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করবে। তখন পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেলে কিছু আর করার থাকবে না। জামালপুরের মাটি ঐক্যের মাটি, সাম্যের মাটি। এখানে কোন সাম্প্রদায়িক শক্তির জায়গা নেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শেই তারা চলেন তাই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নয়, ভালবাসা, বিশ্বাস ও সম্প্রীতির মেলবন্ধনেই আস্থা রাখেন জামালপুরের মানুষ। আর তাই এদিন সম্প্রীতি পদযাত্রায় মানুষের এত জনজোয়ার। এদিন বিধায়ক অলোক মাঝি তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন অযোধ্যার রাম মন্দির প্রতিষ্ঠায় জামালপুরে কোন প্রভাব পরবে না। এ রাজ্যের মানুষ, জামালপুরের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরেই ভরসা রাখেন। এদিন জামালপুর ব্লক তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, যারা ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে বিভেদ করতে চাইছেন তারা আর যাই হোক রামের আদর্শে চলেন না। মানুষকে ভালবাসার কথা বলেন তাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাই তার দেখানো পথেই তারা চলছেন। তারা বিভেদের রাজনীতি, ধর্মের রাজনীতি মানেন না।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং. ৩০-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৩-২৪ তারিখ ১৯.০১.২০২৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম/স্থানঃ** "আসানসোল ডিভিসন - রানীগঞ্জে মেজিয়াতে ২য় লাইনের ব্যবস্থা করার পরিপ্রেক্ষিতে ইয়ার্ড পরিবর্তনের কাজ।" **টেন্ডারের মূল্যঃ** ₹ ৩,৩৬,২৯,২০০.১৬; **বায়না অর্থঃ** ₹ ৩,১৮,২০০.০০; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** এলওএ পাওয়ার করার তারিখ থেকে ১৮০ দিন। **টেন্ডার দাখিল করার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০২.২০২৪ বেলা ২টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণঃ http:// www.ireps.gov.in/** এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। টেন্ডারদাতা/দরপ্রস্তাবদাতাদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং অবশ্যই আইআরইপিএস পোর্টালে নিবন্ধীকৃত হতে হবে। কেবলমাত্র নিবন্ধীকৃত টেন্ডারদাতা/দরপ্রস্তাবদাতা ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ASN-205/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

গয়েরকাটায় ৩টি মন্দিরে চুরি, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ির বানারহাট থানার অন্তর্গত গয়েরকাটায় পরপর তিনটি মন্দিরের চুরির ঘটনা ঘটল । রবিবার রাতে এই চুরির ঘটনাটি ঘটে। সোমবার সকাল বিষয়টি নজরে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। জানা গেছে, গায়েরকাটার আম্বাডিপা এলাকায় মারোয়াড়ি সমাজের একটি মন্দির দিগম্বর জৈন চৈতালয় থেকে অষ্টধাতুর তৈরি দুটি মূর্তি চুরি করে দুস্কৃতীরা। সেই সঙ্গে চুরি হয় মন্দিরের ঘণ্টা। অন্যদিকে, গয়েরকাটার কোংগার নগর এলাকার বাসিন্দা রাজু বর্ধনের বাড়ি থেকে চুরি যায় কালী মূর্তির বিভিন্ন গয়না, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য মূর্তি। গয়েরকাটা শ্মশান ঘাট কালীমন্দির থেকে চুরি যায় একটি ঘণ্টা।

Office of Block Development Officer
Salboni, Paschim Medoinipur

E-Tender Notice
133/BDO/SALBONI/e NIT 2023-24 Dated – 22.01.2024
&
100/EO/SALBONI/e-NIT 2023-24 Dated- 22.01.2024

e-tender is invited by the B.D.O/EO, Salboni Development Block/Salboni Panchayat Samity for 4 civil work under various fund under Salboni Block. For details pl visit : **www.wbtenders.gov.in & www.salboni.in**

Bid Publishing date : 24.01.2024
Bid Closing date : 10.02.2024
Bid Opening date : 12.2.2024

Sd/-
Block Development Officer
Salboni Development Block

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **E.E. (C/H.Q.), KMC** invites online percentage rate tender in two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/107/2023-24, Dated: 20.01.2024 (2nd Call)
Name of the Work: **Renovation of C.M.A.'s new chamber at Second Floor of C.M.O. Building.** Estimated cost (Including G.S.T. & L.W.C.): **₹ 2,20,098.00.** Earnest Money: **₹ 4,450.00.**

(2) NIT No.: KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/108/2023-24, Dated: 20.01.2024
Name of the Work: **Renovation & reconstruction of rooftop in the main building of the West Bengal Municipal Service Commission, 149, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700014.** Estimated cost (Including G.S.T. & L.W.C.): **₹ 1,71,563.00.** Earnest Money: **₹ 3,500.00.** Period of Completion: **14 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **03.02.2024 at 11 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **25.01.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Ex. Engr. (WS)/Br.-XVI, KMC** invited e-Tender for the following work:
NIT No.: KMC/WS/JOKA/54/2023-24
Name of the Work: **Laying of 100 MM dia D.I. pipe line for improvement of filter W/S network at Jadav Ghosh Road, Sarsuna Main Road Bye Lane, Dakshin Belala Road, Brojomoni Debya Road, Biren Roy Road Bye Lane in Ward No.-126, Br.-XVI.** Estimated Cost of the Work: **₹ 4,00,537.44.** Earnest Money: **₹ 8,100.00.** Period of Completion: **24 Days.** Last date and time of submission of Bid: **08.02.2024 – 11 a.m.** Tender will be opened on: **12.02.2024 – 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.01.2024 at 11 a.m.** The website **https://wbtenders.gov.in**

The **Ex. Engr. (MGPS & WPS)/WS, KMC** invites E-Tender online in two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/WS/MGPS/16/2023-24
Name of the Work: **Providing M.S. Plate and its allied works for the broken portion of concrete platform at the Jetty under Mullick Ghat Pumping Station.** Estimated Amount: **₹ 2,60,766.67.** Earnest Money: **₹ 5,225.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last date and time of submission of Bid (Online): **16.02.2024 upto 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Ex. Engr. (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/ROADS/NORTH/286/2023-2024
Name of the Work: **Repairing of trench disturbed by Water Supply Deptt., Drainage Deptt. and other P.U. Agencies at Maniktala Main Road, CIT Road and Canal East Road under Br.-III.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 4,92,022.62.** Earnest Money: **₹ 9,850.00.** Period of Completion: **120 Days.** Last date and time of submission of Bid: **08.02.2024 – 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **30.01.2024 (12 Noon).** The website **https://wbtenders.gov.in**

The **E.E. (Arsm. Sq., BPS)/WS, KMC** invites tender online in two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/WS/ARSM/45/2023-24
Name of the Work: **Replacement of electrical Actuator (Type K 300) for Raw Water Inlet Valve at Jorabagan WTP cum BPS.** Estimated Amount: **₹ 1,56,126.00.** Earnest Money: **₹ 3,150.00.** Period of Completion: **30 Days.**
(2) NIT No.: KMC/WS/ARSM/50/2023-24
Name of the Work: **Restoration of slip ring by changing Carbon brush and Carbon brush holders for HT Slip ring Motor No. 1 at RSM Sq. BPS.** Estimated Amount: **₹ 1,56,960.** Earnest Money: **₹ 3,200.00.** Period of Completion: **90 Days.**
(3) NIT No.: KMC/WS/ARSM/49/2023-24
Name of the Work: **Providing spare gear boxes for manually operated Valves of Filter Bed No. 4 and Raw Water Inlet Valve at Jorabagan WTP cum BPS.** Estimated Amount: **₹ 2,79,268.00.** Earnest Money: **₹ 5,600.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid: **07.02.2024 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The detailed information please visit website: **https:// wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Dy. C. E. (P & S), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/DYCE(PS)/VI/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Periodical maintenance of Fountain for 365 days in Br.-VI.** Estimated cost: **₹ 1,68,744.74.** Earnest Money: **₹ 3,500.00.** Period of Completion: **365 Days.**
(2) NIT No.: KMC/DYCE(PS)/VI/47/1/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of Mali Quarter at Girin Banerjee Park in Ward No.-47, Br.-VI.** Estimated cost: **₹ 1,92,202.09.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid: **02.02.2024 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details shall be available on and from **22.01.2024 (10 a.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **D.G. (Mech.)/Roads, KMC** invites tender online percentage & item rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/ASPH/PB/BN-06/2023-24
Name of the Work: **Improvement of road surface at Rajendra Mullick Street from 30 Madan Chatterjee Lane to 23 Rajendra Mullick Street at Ward No.-25, Br.-IV under Roads Mechanical Department.** Estimated Amount (Incl. GST, Contingency & CESS): **₹ 4,96,740.23.** Earnest Money: **₹ 10,000/-.** Period of Completion: **28 Days.** Last date and time of submission of Bid: **06.02.2024 at 12.30 p.m.** Bid opening date for Technical proposal: **08.02.2024 after 12.30 p.m.**
(2) NIT No.: KMC/ASPH/PB/SS-13/2023-24
Name of the Work: **Repairing and replacement of pin bush and other allied works of departmental payloaders JCB-2 and JCB-3 at Asphaltum Deptt. Palmer Bazar.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: **2% of quoted amount.** Period of Completion: **10 Days.** Last date and time of submission of Bid: **10.02.2024, 5 p.m.** Bid opening date for Technical proposal: **12.02.2024, 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **27.01.2024 after 5 p.m.** (For Sl. No. 1) and **22.01.2024, 6 p.m.** (For Sl. No. 2) The website **https:// wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2). 1316/23-24

চোট সারাতে যাচ্ছেন লন্ডন, ইংল্যান্ড সিরিজে নেই সামি?

মুম্বই, ২২ জানুয়ারিঃ দেশের মাটিতে গত বছর হওয়া ওডিআই বিশ্বকাপে অনবদ্য ছন্দে ছিলেন তিনি। শুরুর দিকে কয়েকটা ম্যাচে অবশ্য খেলার সুযোগ পাননি। তারপর একবার বল হাতে পেতেই মহম্মদ সামি দেখিয়েছিলেন ম্যাজিক। টুর্নামেন্টের সর্বাধিক উইকেটশিকারিও হয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বকাপের সময় থেকেই সামি গোড়ালির চোটে ভুগছিলেন। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের খবর অনুযায়ী, বিশ্বকাপের সময় সামি নিয়মিত ইঞ্জেকশনও নিতেন। সেভাবেই খেলা চালিয়ে যান। এরপর তেইশের শেষে প্রোটিয়া সিরিজের জন্য মহম্মদ সামিকে শুরুর দিকে দলে রাখে বিসিসিআই। পরবর্তীতে তিনি ফিট না হয়ে ওঠায় তাঁর নাম বাতিলও করে বোর্ড। নতুন বছরে এখনও দেশের হয়ে কোনও ম্যাচ খেলেননি সামি। তাঁর চোটের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আরও অস্বস্তি বাড়ছে ভারতীয় শিবিরে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ২টো টেস্টে রাখা হয়নি সামিকে। পরের তিনটে টেস্টে সামির প্রত্যাবর্তন হতে পারে বলা হচ্ছিল। কিন্তু এখন তাঁর যা পরিস্থিতি, তাতে শোনা যাচ্ছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে তো নয়, সামি হয়তো আইপিএলেও ফিরতে পারবেন না। মহম্মদ সামি বর্তমানে রিহ্যাবে রয়েছেন। সূত্রের খবর, শীঘ্রই লন্ডনে যাবেন। এবং সেখানে গিয়ে তাঁর চোট নিয়ে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেবেন। ক্রীড়া ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের রিপোর্ট অনুযায়ী, এনসিএ স্পোর্টস সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান নীতীন প্যাটেলের সঙ্গে সামি লন্ডনে যাবেন। জানা গিয়েছে, ভারতের তরুণ উইকেটকিপার ব্যাটার ঋষভ পন্থকে খুব তাড়াতাড়ি বিসিসিআই লন্ডনে পাঠাতে পারেন। সেখানে পন্থও বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেবেন। ২০২২ সালে শেষ বার দেশের হয়ে খেলেছিলেন পন্থ। তারপর থেকে এখনও অবধি তিনি কোনও ক্রিকেট ম্যাচ খেলেননি। আগামী আইপিএলে পন্থের ২২ গজে ফেরার কথা। দেশের একাধিক ক্রিকেটারের চোট আপাতত মাথাব্যাথা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় শিবিরের। আইপিএলের আগে এই সকল তারকা ক্রিকেটারদের চোট সারানোই তাই যেন বোর্ডের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহম্মদ সামি, ঋষভ পন্থের পাশাপাশি চোটের খাতায় নাম রয়েছে সূর্যকুমার যাদব, পৃথ্বী শ-এর মতো ক্রিকেটাররাও। চলতি বছর রয়েছে টি-২০ বিশ্বকাপ। তার আগে সূর্যকুমার যাদবের মতো ক্রিকেটারের চোট ভারতীয় শিবিরে অস্বস্তি বাড়িয়েছে। কয়েকদিন আগে জার্মানির হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হয়েছে সূর্যকুমার যাদবের। এ বার তিনি দেশে ফিরে এনসিএতে রিহ্যাব পর্ব কাটাবেন। অন্যদিকে পৃথ্বী শ হাঁটুর চোটের কারণে গত বছর ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে পারেননি। কাউন্টি খেলতে গিয়েছিলেন বিদেশে। সেখান থেকে মাঝপথে চোটের কারণে দেশে ফেরেন তিনি। তারপর থেকে এনসিএতে রিহ্যাবে রয়েছেন। জানা গিয়েছে, আর এক মাস মতো সময় লাগবে পৃথ্বীর ফিট হতে।

ভারতীয় দলে কিপার নিয়ে ত্রিমুখী লড়াই!

কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এখন আর হাতে গোনা দিন। ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ শুরু বৃহস্পতিবার। তার আগে প্রশ্ন ভারতের কিপার নিয়ে। ঈশান কিষাণ না থাকায় প্রশ্নটা উঠছে। নয়তো এই নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকত না। ভারতের মাটিতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। আপাতত প্রথম দু-ম্যাচের জন্যই স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বোর্ড। লোকেশ রাহুলের পাশাপাশি আর দুই কিপার শ্রীকার ভরত ও নতুন মুখ ধ্রুব জুরেল। এই প্রথম জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন জুরেল। এ দলের হয়ে খেলেছেন। শুধুমাত্র রাহুল এবং ভরত থাকলে, কোনও প্রশ্ন ছিল না। ধ্রুব জুরেলকে নেওয়াতেই নানা দিক আসছে। একাদশে লোকেশ রাহুলের জায়গাও কি সঙ্কটে? দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে হঠাৎই টেস্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন ঈশান কিষাণ। স্কোয়াডে ব্যাক আপ কিপার হিসেবে যোগ করা হয়েছিল এ দলের সঙ্গে থাকা ভরতকে। তাঁকে রাখা হলেও খেলানো হবে না, পরিষ্কারই ছিল। সিরিজ শুরুর আগেই কোচ রাহুল দ্রাবিড় নিশ্চিত করেন, লোকেশ রাহুলই কিপিং করবেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় দু-টেস্টেই কিপিং করেছেন রাহুল। দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলা আর ভারতে, এক নয়। সে কারণেই নানা ভাবনা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দু-ম্যাচের স্কোয়াডে চার স্পিনার রয়েছে ভারতের। রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে দীর্ঘ সময় পর টেস্ট দলে কুলদীপ যাদব। চার স্পিনার রাখায় একটা বিষয় স্পষ্ট, ঘরের মাঠের সুবিধা নিতে তৈরি

ভারত। ইংল্যান্ডের বাজবল আটকাতে স্পিন আক্রমণই ভরসা হতে পারে। বোলিং কম্বিনেশনে তিন স্পিনার এবং দুই পেসারের সম্ভাবনা বেশি। এ বার আশা যাক, ব্যাটিং। ওপেনিংয়ে রোহিত শর্মা এবং যশস্বী জয়সওয়াল। সব ঠিক থাকলে তিন নম্বরে শুভমন গিল। চারে বিরাট কোহলি। পাঁচে শ্রেয়স আইয়ার। ছয়ে লোকেশ রাহুল! এরপর তিন স্পিনার দুই পেসার খেলালে কিপারের জায়গা থাকছে না। বোলিং কম্বিনেশন নিয়ে অতিরিক্ত পরীক্ষা হবে না, এটকু বলা যায়। টেস্ট জিততে গেলে ব্যাটিং যেমন প্রয়োজন, প্রতিপক্ষর ২০টা উইকেটও নিতে হবে। লোকেশ রাহুলকে যদি কিপার হিসেবে খেলানো হয়, এই কম্বিনেশনে কিন্তু সমস্যা নেই। তাঁকে স্পেশালিস্ট ব্যাটার হিসেবে খেলালে টপ ফাইভে পরিবর্তন প্রয়োজন। ভারতের মাটিতে খেলা। পিচ স্পিন সহায়ক। সেখানে অশ্বিন-জাডেজার মতো স্পিনারের জন্য স্পেশালিস্ট কিপার চাই। বলা যেতে পারত, শ্রীকার ভরত এগিয়ে। ঘরের মাঠে শেষ টেস্ট সিরিজে ভরতই খেলেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আরও একটা দক্ষতাও প্রয়োজন। ব্যাটিং। রাহুলকে কিপার খেলালে ব্যাটিং বিভাগ শক্তিশালী হবে, কিন্তু স্পিনারদের বিরুদ্ধে কিপার হিসেবে ঝুঁকি নাও নেওয়া হতে পারে। শ্রীকার ভরতের ব্যাটিং পারফরম্যান্সই হোক বা কিপিং দক্ষতা, সবটাতেই উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। সদ্য ভারত এ দলের হয়ে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন শ্রীকার। ফলে তাঁর ওপর প্রথম ম্যাচে ভরসা রাখা হতেই পারে। তবে হিসেবের বাইরে রাখা যাবে না ধ্রুব জুরেলকে। টেস্ট স্কোয়াডে জায়গা পাওয়ার পরই এ দলের হয়ে বিধ্বংসী হাফসেঞ্চুরির ইনিংস খেলেছেন। কিপার হিসেবেও ‘সেফ’ বলা যায়। রাহুলকে খেলানোর আরও একটা বিকল্প হতে পারে। স্পেশালিস্ট ব্যাটার। শুভমন গিল ফর্মে নেই। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও রান পাননি। এক হতে পারে, তাঁর জায়গায় তিনে দেখা হতে পারে লোকেশ রাহুলকে। দুই পাঁচ নম্বরে শ্রেয়সের পরিবর্তে রাহুল। আজ থেকে অনুশীলন। এরপরই হয়তো চিত্রটা পরিষ্কার হবে। তবে কিপিং পজিশনে যে ত্রিমুখী লড়াই, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে, নজর সে দিকেই।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুটো টেস্টে নেই বিরাট

মুম্বই, ২২ জানুয়ারিঃ ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বিরাট কোহলি ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুটি টেস্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। ২৫ জানুয়ারি থেকে টেস্ট শুরু হবে। তার আগে কোহলি কেন সরলেন, সেই নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। বিসিসিআই সূত্রে অবশ্য বলা হয়েছে, কোহলি তাদের জানিয়েই সরেছেন সিরিজ থেকে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সরলেন। বোর্ড থেকে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে কোহলি এই বিষয়ে কথা বলেছেন রোহিত শর্মার সঙ্গে। আচমকা কী এমন পরিস্থিতি তৈরি হল, সেই নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, অনুষ্কা শর্মা সন্তানসম্ভবা, তাই তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। এমনকী টানা খেলছেন বলে তিনি হয়তো বিশ্রামেও যেতে পারেন, এমনটিও ভাবা হচ্ছে। বোর্ড অবশ্য এও জানিয়েছে, কোহলি এই সিদ্ধান্তকে তারা সমর্থন করছে। এর আগেও দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে টি ২০ সিরিজে তিনি খেলেননি। সেবারও বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এবার টেস্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসর থেকে তাঁর সরে দাঁড়ানোর ঘটনায় অনেকেই বিস্মিত হচ্ছেন।

ঘরের মাঠেও এল না ৩ পয়েন্ট! বাংলার ঝুলিতে শুধুই হতাশা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারিঃ গ্রুপ পর্বে এটাই কি সবচেয়ে সহজ ম্যাচ? শক্তির দিক থেকে এমনটাই বলা যায়। ইডেন গার্ডেন্সে রঞ্জি ট্রফি এ মরসুমের তৃতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে বাংলা ও ছত্তীসগঢ়। এই ম্যাচ থেকে ফুল পয়েন্টেই প্রত্যাশা

ছিল। সেটা দূর অস্ত, তিন পয়েন্টও এল না বাংলার ঝুলিতে। এর জন্য যেমন মন্দ আলোকে কারণ বলা যায়, তেমনই বাংলার বোলিংকেও। মরসুমে তিন ম্যাচের একটিতেও টিম গেম দেখা যায়নি বাংলার। এই ম্যাচেও দেখা গেল না। রঞ্জি ট্রফিতে এ মরসুমে প্রথম দুটিই অ্যাওয়ে ম্যাচ ছিল বাংলার। অন্ধ্র প্রদেশের বিরুদ্ধে তিন পয়েন্টের আশা জাগিয়েও বাংলার ঝুলিতে এসেছিল মাত্র ১ পয়েন্ট। দ্বিতীয় ম্যাচটি কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে। উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে বাংলার বোলিং আক্রমণ দুর্দান্ত পারফর্ম করে। সেই ম্যাচে ৬ পয়েন্টের সম্ভাবনা ছিল বাংলার। যদিও কুয়াশার কারণে পুরো ওভার খেলা হয়নি। প্রথম ইনিংস লিডের কারণে তিন পয়েন্ট পায় বাংলা। ঘরের মাঠে এ মরসুমের প্রথম ম্যাচে বাংলার প্রতিপক্ষ ছিল ছত্তীসগঢ়। মন্দ আলো এখানেও সমস্যা তৈরি করে। ম্যাচের তৃতীয় দিন মাত্র ৯ ওভার খেলা হয়। তাতে ২ উইকেট নিয়েছিল বাংলা। প্রথম ইনিংসে বাংলা ৩৮১ রান করেছিল। ফলে প্রতিপক্ষকে লিড না দিলে অন্তত তিন পয়েন্ট পাওয়াই যেত। তৃতীয় দিন ২ উইকেট নেওয়ায় শেষ দিন অপেক্ষা ছিল আর ৮ উইকেটের। সব মিলিয়ে ৬ উইকেটের বেশি এল না। ছত্তীসগঢ়ের ২১৪-৬ স্কোরে ইনিংস সমাপ্ত। গত ম্যাচে রঞ্জি অভিষেক করা সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের ঝুলিতে ৪ উইকেট। শেষ দিন খেলা হল ৮৩ ওভার। তাতে ছত্তীসগঢ়ের মতো টিমকে অলআউট করতে না পারলে বাংলাকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল নিলেন ৪ উইকেট। তৃতীয় দিন করণ লাল এক উইকেট নিয়েছিলেন। এ দিন আর একটি উইকেট শ্রেয়াংশ ঘোষের দখলে। ঈশান পোড়েল ও মহম্মদ কাইফ কোনও উইকেট নেননি। সাত বোলার ব্যবহার করেও প্রতিপক্ষকে অলআউট করা যায়নি। তিন ম্যাচ থেকে মাত্র পাঁচ পয়েন্ট। নকআউটের রাস্তা খুবই কঠিন হচ্ছে বাংলার।

৪৩-এও তরুণ, স্বপ্নের পথে আরও এক ধাপ রোহন বোপান্না

মেলবোর্ন, ২২ জানুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সিঙ্গলসে এক ভারতীয়র উত্থান দেখেছিল টেনিস বিশ্ব। এ বার কিংবদন্তির দুরন্ত পারফরম্যান্স। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিলেন ভারতের অভিজ্ঞ টেনিস খেলোয়াড় রোহন বোপান্না। পুরুষদের ডাবলসে খেলছেন তিনি। ডাবলসে দীর্ঘদিনের পার্টনার ম্যাথিউ এবডেনকে নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে বোপান্না। প্রতিযোগিতার ১৪তম বাছাই জুটিকে হারিয়ে আরও এক ধাপ এগলেন বোপান্নারা। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পুরুষদের ডাবলসে দ্বিতীয় বাছাই রোহন বোপান্না-ম্যাথিউ এবডেন জুটি। শেষ ষোলোয় নেদারল্যান্ডস-ক্রোয়েশিয়ার জুটি ওয়েসলি কুলফ-নিকোলা মেকতিচকে হারালেন বোপান্নারা। অভিজ্ঞ বোপান্নাদের পক্ষে ম্যাচের ফল ৭-৬, ৭-৬। দুই সেটেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে পড়েছিলেন রোহন বোপান্না-এবডেন জুটি। যদিও

বোপান্নার অভিজ্ঞতার কাছে পেরে ওঠেনি প্রতিপক্ষ। বয়স ৪৩। গত বছরও গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনালে উঠেছিলেন। যদিও গ্র্যান্ড স্লাম জয় অধরাই রয়েছে। এর আগে পুরুষদের ডাবলসে দু-বার গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনালে উঠেছিলেন রোহন বোপান্না। দু-বারই যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রথম বার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন রোহন বোপান্না। এ বার লক্ষ্য সেমিফাইনাল। সেই লড়াইটা সহজ নয়। কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিযোগিতার ষষ্ঠ বাছাই আর্জেন্টাইন জুটি ম্যাক্সিমো গঞ্জালেজ-আন্দ্রেস মলতেনির বিরুদ্ধে খেলবেন রোহন বোপান্না-ম্যাথিউ এবডেন। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিততে পারলে নানা স্বপ্ন পূরণ হবে। দীর্ঘ কেরিয়ারের শুরুর দিকে এক বার গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনালে উঠেছিলেন রোহন বোপান্না। সে বারও রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। ১৩ বছর পর আবারও ফাইনালে উঠে রানার্স। মেলবোর্নে সেই অধরা স্বপ্ন ছোঁয়ার অপেক্ষায় এখনও পেরোতে হবে তিনটি কঠিন ধাপ।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

দুবারের চ্যাম্পিয়ন আজারেঙ্কা ছিটকে গেলেন শেষ আটের আগেই

মেলবোর্ন, ২২ জানুয়ারিঃ গ্র্যান্ড স্লামে দুটি শিরোপা জিতেছেন ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কা। দুটিই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে-২০১২ ও ২০১৩ সালে। নিজের সেই সেরা সময় পেরিয়ে আসা আজারেঙ্কা আজ ইউক্রেনের অবাছাই খেলোয়াড় দিয়ানা ইয়াস্ত্রেমস্কার কাছে হেরে এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চতুর্থ রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেছেন। রড লেভার অ্যারেনায় বেলারুশিয়ান তারকা

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দুইবারের চ্যাম্পিয়ন ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কা ছিটকে গেলেন চতুর্থ রাউন্ডেই।

আজারেঙ্কার বিপক্ষে ইয়াস্ত্রেমস্কার জয়টি ৭-৬ (৮ ৬), ৬-৪ গেমে। প্রথমবারের মতো কোনও গ্র্যান্ড স্লামে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা ইউক্রেনিয়ান খেলোয়াড় সেমিফাইনালের জন্য খেলবেন চেক প্রজাতন্ত্রের লিন্ডা নোসকোভার বিপক্ষে। আরেক ইউক্রেনিয়ান তারকা এলিনা সভিতোলিনাকে

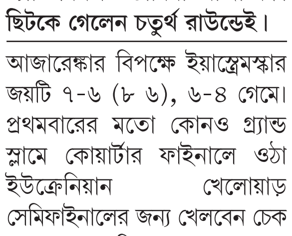

আরেক ইউক্রেনিয়ান তারকা এলিনা সভিতোলিনাকে হারিয়ে শেষ আটে উঠেছেন নোসকোভা।

হারিয়ে শেষ আটে উঠেছেন নোসকোভা। চোটের কারণে অবশ্য প্রথম সেটে ৩-০-তে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় অবসর নিয়ে কোর্ট ছেড়েছেন সভিতোলিনা। এর আগে গ্র্যান্ড স্লামে ইয়াস্ত্রেমস্কার সর্বোচ্চ সাফল্য ২০১৯ উইম্বলডনের চতুর্থ রাউন্ডে খেলা। এবার সেই সাফল্য ছাপিয়ে যাওয়ার পর ২৩ বছর বয়সী ইউক্রেনিয়ান কন্যা বেশ উচ্ছ্বসিত, ‘‘আমার শ্বাস নিতে কিছুটা সময় লাগবে। কারণ, আমার মনে হচ্ছে, আনন্দে আমার হৃস্পন্দন বেড়ে গেছে। আমি সব সময় মনে করতাম যেন পেছনে আছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমি কিছুটা হলেও লড়াকু বলেই ম্যাচটা জিতেছি।’’

‘নতুন’ ডার্বির প্রস্তুতি শুরু মোহনবাগানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জানুয়ারিঃ কলিঙ্গ সুপার কাপে যাত্রা শেষ মোহনবাগানের। এ মরসুমে এখনও অবধি প্রাপ্তি ডুরান্ড কাপ। কলিঙ্গ সুপার কাপেও প্রথম দুটো ম্যাচ জিতে স্বস্তিতে ছিল সবুজ মেরুনের। কিন্তু গ্রুপ থেকে

সেমিফাইনালে মাত্র একটা টিমই যেত। এর জন্য ডার্বি জিততে হত মোহনবাগানকে। জাতীয় দলের খেলা রয়েছে। মোহনবাগানের একঝাঁক ফুটবলার এএফসি এশিয়ান কাপের স্কোয়াডে। গ্রুপ পর্বে ভারতের এখনও একটি ম্যাচ বাকি। শেষ ম্যাচে সিরিয়াকে হারাতে পারলে নকআউটের সম্ভাবনাও জিইয়ে থাকবে। আপাতত যাঁরা রয়েছে তাঁদের নিয়েই ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রস্তুতি শুরু করে দিচ্ছেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। কলিঙ্গ সুপার কাপের ডার্বিতে জিতলে তবেই সেমিফাইনালে যেতে পারত মোহনবাগান। প্রথমে গোল করে এগিয়েও গিয়েছিল তারা। প্রথমার্ধেই অবশ্য সমতা ফেরায় ইস্টবেঙ্গল। তারপরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল মোহনবাগানের কাছে। প্রথমার্ধের অ্যাডেড টাইমে পেনাল্টি পেয়েছিল সবুজ মেরুন। দিমিত্রি পেত্রাতোসের প্রথম স্পট কিক বাতিল করেন রেফারি। পুনরায় কিক পেত্রাতোসের। লক্ষ্য ছিল বক্সের টপ কর্নার দিয়েই জালে জড়ানো। যদিও তা পোস্টে লাগে। এগনোর সুযোগ নষ্ট হয় মোহনবাগানের। দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল করে ইস্টবেঙ্গল। ডার্বি এবং কলিঙ্গ সুপার কাপ এখন অতীত। মোহনবাগানের লক্ষ্য ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। বিরতির পরবর্তী সূচি এখনও ঘোষণা হয়নি আইএসএলের। মোহনবাগান প্রস্তুতি শুরু করল আজ সোমবার থেকেই। আইএসএলে শেষ তিন ম্যাচেই হেরেছে সবুজ মেরুন। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের লক্ষ্য দ্বিতীয় পর্বে ঘুরে দাঁড়ানো। আইএসএলে হারের হ্যাটট্রিকের পরই কোচ বদল হয়েছে মোহনবাগানে। ফেরান্দোকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকে। মরসুমের শুরু থেকে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে রয়েছেন হাবাস। কলিঙ্গ সুপার কাপ ডার্বির আগে দলকে প্র্যাক্টিসও করান। যদিও পূর্ণ দায়িত্ব নেবেন এ বারই। আইএসএলে এখনও ডার্বি হয়নি। দ্বিতীয় পর্বে মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচ ডার্বি হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। ৩ ফেব্রুয়ারি হতে পারে সেই ম্যাচ। ২৩ জানুয়ারি এএফসি কাপে ভারতের ম্যাচ রয়েছে। এরপরই হয়তো আইএসএলের পরবর্তী সূচি প্রকাশিত হবে। আইএসএলে হারের হ্যাটট্রিক, কলিঙ্গ সুপার কাপে গ্রুপ থেকে বিদায় ভুলে টানা দ্বিতীয় বার আইএসএল ট্রফিতেই নজর মোহনবাগানের।

‘ভারতই জিতবে’, সিরিজ শুরুর আগেই ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিলেন আথারটন!

লন্ডন, ২২ জানুয়ারিঃ হাই-ভোল্টেজ সিরিজের মঞ্চ তৈরি। পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। ২৫ জানুয়ারি থেকে প্রথম টেস্ট। হায়দরাবাদে হবে প্রথম ম্যাচটি। আজ থেকে চূড়ান্ত অনুশীলনে নেমেছে ভারত-ইংল্যান্ড দু-দল। সিরিজ শুরুর আগেই নিজেদের দলকে হারিয়ে দিলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার! ভারতের সঙ্গে মানসিক লড়াইয়ে এগিয়ে থাকতেই কি এমন মন্তব্য? তাঁর যুক্তি, স্পিন বোলিং আক্রমণের জন্যই ভারত এগিয়ে এবং এই সিরিজে ভারতই জিতবে। আর কী বলছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার মাইকেল আথারটন? প্রায় এক যুগ হতে চলল ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জেতেনি ইংল্যান্ড। স্বাভাবিক ভাবেই এই সিরিজ নিয়ে বাড়তি উন্মাদনা। ইংল্যান্ড দলে দক্ষ ব্যাটার রয়েছেন। শেষ মুহূর্তে ব্যক্তিগত কারণে হ্যারি ব্রুক নাম তুলে নেওয়ায় মনে হয়েছিল ইংল্যান্ড অস্বস্তিতে। তবে তাঁর পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে ড্যান লরেন্সকে। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি ইংল্যান্ডের স্পিন বিভাগও শক্তিশালী হয়েছে এতে। ভারতে আসার আগে আবু ধাবিতে দীর্ঘ শিবির করেছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল। মূলত স্পিনের বিরুদ্ধেই যাবতীয় পরিকল্পনা বেন স্টোকসদের। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার মাইকেল আথারটন অবশ্য বলছেন, ‘‘ভারতই সিরিজ জিতবে।’’ প্রথম দু-ম্যাচের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। রয়েছেন চার স্পিনার। রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং রবীন্দ্র জাডেজার থাকা নিশ্চিতই ছিল। অক্ষর প্যাটেলও রয়েছেন। দীর্ঘ সময় পর টেস্টে সুযোগ পেয়েছেন চায়নাম্যান কুলদীপ যাদব। মাইক আথারটনের কথায়, ‘‘আমার মনে হয় ভারত জিতবে। ওদের স্পিন আক্রমণ ইংল্যান্ডের তুলনায় অনেক ভালো। স্পিনাররাই এই সিরিজে পার্থক্য গড়ে দেবে। অতীতেও তাই হয়েছে। ভারতের চার স্পিনারই ভিন্ন ধরনের। দু-জন বাঁ হাতি ফিঙ্গার স্পিনার রয়েছে জাডেজা এবং অক্ষর প্যাটেল। বাঁ হাতি রিস্ট স্পিনার কুলদীপ রয়েছে। আর রবিচন্দ্রন অশ্বিন সর্বকালের একজন সেরা স্পিনার।’’ অভিজ্ঞতায় ইংল্যান্ডের স্পিন আক্রমণ পিছিয়ে বলেই মনে করেন আথারটন। স্কাই স্পোর্টসকে আরও বলেন, ‘‘ইংল্যান্ডের দক্ষ স্পিনার বাঁ হাতি

জ্যাক লিচ। বাকি তিন স্পিনার টম হার্টলি, শোয়েব বশির, রেহান আহমেদ তিনজনই অনভিজ্ঞ।’’ তবে শেষ মুহূর্তে ড্যান লরেন্সকে নেওয়া হয়তো ইংল্যান্ড স্পিন বোলিংকে কিছুটা হলেও বাড়তি ভরসা দেবে। সঙ্গে জো রুটের স্পিনের ক্ষমতা ভুললেও চলবে না।’’

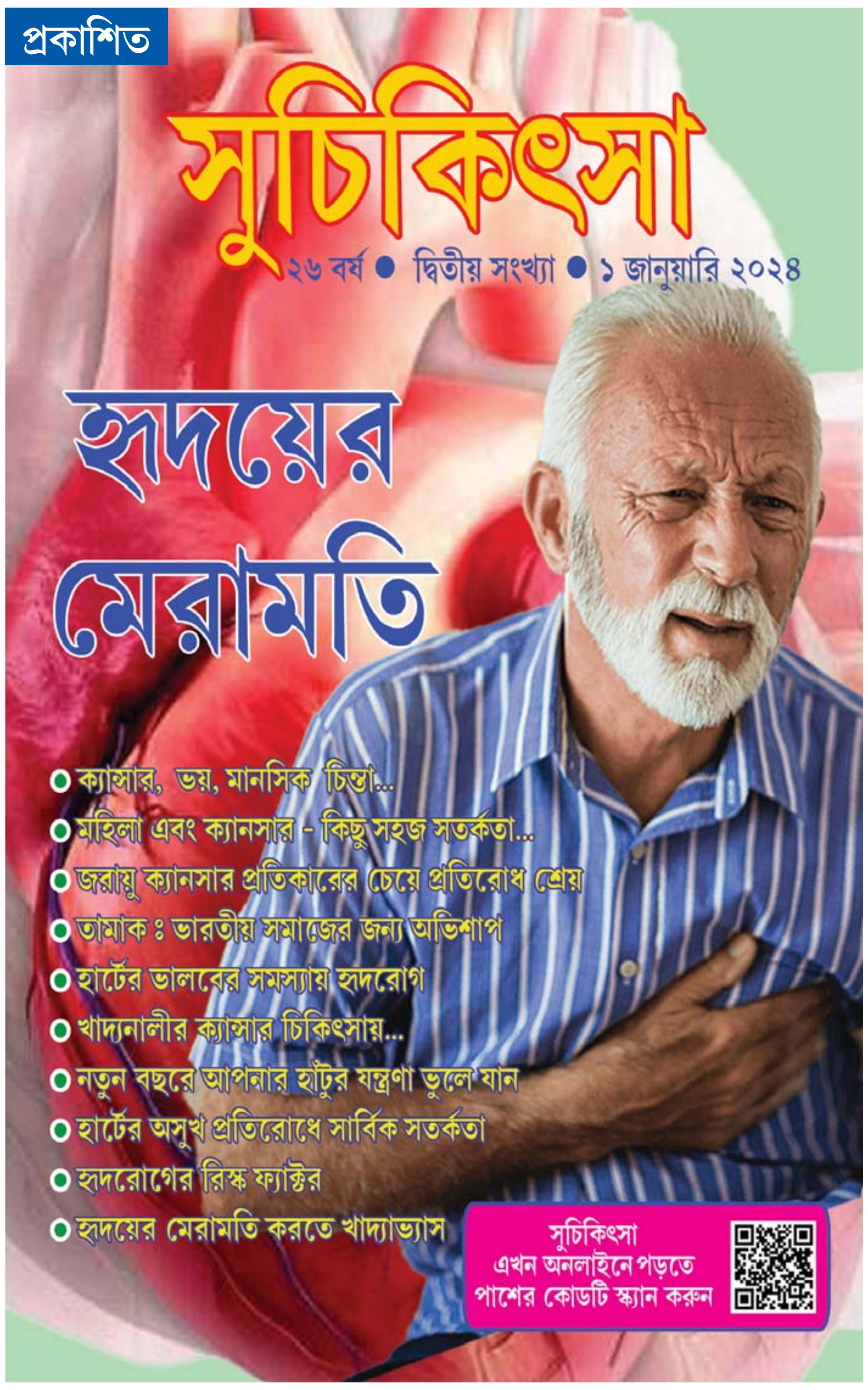

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com